বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরমালা ২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) **বিষয় কোড : 1 5 0**

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. অপারেশন সার্চ লাইট কী?
ক গণঅভ্যুত্থান খ গণহত্যা গ যুদ্ধ প্রস্তুতি ঘ নৌ-ঘাটি আক্রমণ

২. যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খ এ. কে. ফজলুল হক
গ শামসুল হক ঘ ড. শামসুজ্জোহা

৩. কোনো স্থানের সময় সকাল ১০টা হলে তার ২° পশ্চিমের স্থানের স্থানীয় সময় কত হবে?
ক ১০ টা ০৪ মিনিট খ ১০ টা ৮ মিনিট গ ৯ টা ৫২ মিনিট ঘ ৯ টা ৫৮ মিনিট

৪. লালমাই পাহাড়ের অবস্থান কোন জেলায়?
ক ময়মনসিংহ খ রংপুর গ কুমিল্লা ঘ চট্টগ্রাম

☐ **অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সামি পরিবারের সাথে খাগড়াছড়ি বেড়াতে যাওয়ার সময় দেখে দুটি পিকআপ পাহাড়ের খাদে পড়ে আছে। ফায়ার সার্ভিসের লোকজন কয়েকজন নারী ও শিশুকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে।

৫. উদ্দীপকে ঘটনাটি পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার সাথে সম্পর্কিত?
ক জঙ্গিবাদ খ নারীর প্রতি সহিংসতা
গ শিশু শ্রম ঘ সড়ক দুর্ঘটনা

৬. উক্ত ঘটনার প্রভাবে–
i. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে
ii. অপরাধ বৃদ্ধি পেতে পারে
iii. আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. বাংলাদেশের জলবায়ু বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক অত্যধিক শীতল খ অত্যধিক উষ্ণ
গ অধিক বৃষ্টিপাত ঘ সমভাবাপন্ন

৮. কর্ণফুলী নদী কোন শহরের নিকট দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে?
ক সিলেট খ ঢাকা গ খুলনা ঘ চট্টগ্রাম

৯. কোন মৌসুমে নদীর নাব্যতা কমে যায়?
ক শীত খ শুষ্ক গ বর্ষা ঘ বসন্ত

১০. জাতীয় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কোনটি?
ক রাষ্ট্রের আয়তন নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে
খ সকলে নাগরিক সুবিধা ভোগ করতে পারে না
গ শাসনকার্যে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে বলে দাবি করে
ঘ নারীদের ভোটাধিকার থাকে না

১১. ঐচ্ছিক কার্যাবলি কোন ধরনের রাষ্ট্রে বেশি দেখা যায়?
ক অনুন্নত খ উন্নয়নশীল গ উন্নত ঘ যুদ্ধ-বিধ্বস্ত

১২. একটি রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো–
i. কর্মসূচি প্রদান ii. জনসমর্থন সৃষ্টি করা iii. শাসনভার গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. জনাব 'Y' এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য যেখানে তিনজন সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রয়েছে। জনাব 'Y' এর প্রতিষ্ঠানটি হলো–
ক পৌরসভা খ ইউনিয়ন পরিষদ
গ উপজেলা পরিষদ ঘ জেলা পরিষদ

১৪. পৌরসভার সদস্যগণ কী নামে পরিচিত?
ক কাউন্সিলর খ মেয়র গ চেয়ারম্যান ঘ মেম্বার

১৫. দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভা রয়েছে–
i. ব্রিটেনের ii. ভারতের iii. বাংলাদেশের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ডাক্তার সারোয়ার কানাডাতে একটি হাসপাতালে চাকরি করেন। তার পরিবার-পরিজন সবাই বাংলাদেশে বসবাস করছে। তিনি পরিবারের ব্যয়ভার নির্বাহ করার জন্য নিয়মিত দেশে অর্থ প্রেরণ করেন।

১৬. ডাক্তার সারোয়ারের কানাডা হতে অর্থ প্রেরণ নিচের কোনটির অন্তর্ভুক্ত?
ক মোট জাতীয় উৎপাদন খ মোট জাতীয় আয়
গ রেমিটেন্স ঘ ব্যক্তিগত আয়

১৭. ডাক্তার সারোয়ারের আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে–
i. শিল্পায়নে ii. কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে iii. জনশক্তি রপ্তানিতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. এসডিজির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য করণীয় কোনটি?
ক প্রচুর বিনিয়োগ খ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ
গ কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘ সম্পদের ন্যায্যপ্রাপ্তি

১৯. ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা কার কাজ?
ক মানবাধিকার কমিশন খ নির্বাচন কমিশন
গ দুর্নীতি দমন কমিশন ঘ ভোটার কমিশন

২০. সিডও সনদের ভিত্তি–
ক নারী-পুরুষ সমতা খ নারীদের অগ্রাধিকার
গ পুরুষদের ক্ষমতা হ্রাস ঘ নারী ও শিশুদের ক্ষমতা বৃদ্ধি

২১. বাংলাদেশে কীভাবে বেকারত্বের সংখ্যা কমিয়ে আনা যেতে পারে?
ক শিক্ষাদান করে খ দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে
গ জন্মহার কমিয়ে ঘ কৃষির সম্প্রসারণ করে

২২. অর্থনৈতিক কার্যাবলির সঠিক ক্রমধারা কোনটি?
ক উৎপাদন→বণ্টন→ভোগ→অভাব→প্রচেষ্টা
খ ভোগ→অভাব→প্রচেষ্টা→উৎপাদন→বণ্টন
গ অভাব→প্রচেষ্টা→উৎপাদন→বণ্টন→ভোগ
ঘ প্রচেষ্টা→উৎপাদন→বণ্টন→ভোগ→অভাব

☐ **অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
বিল্লাল সাহেব একজন তরুণ শিল্প উদ্যোক্তা। তিনি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে ৫ বিঘা জমি ক্রয় করে সেখানে একটি রফতানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তিনি শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে উৎপাদন শুরু করেন।

২৩. বিল্লাল সাহেবের কর্মকাণ্ড কোন অর্থ ব্যবস্থার সাথে মিল রয়েছে?
ক ইসলামি খ ধনতান্ত্রিক গ সমাজতান্ত্রিক ঘ মিশ্র

২৪. উল্লিখিত অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হলো–
i. ভোক্তা প্রয়োজন অনুসারে যে কোনো পণ্য ক্রয় করতে পারে।
ii. ক্রয় করতে পারে iii. সম্পদ বণ্টনে অসমতা দেখা দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. জনাব 'p' ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ঋণ নিতে চান। তিনি নিচের কোন ব্যাংকে যাবেন?
ক সোনালী ব্যাংক খ জনতা ব্যাংক গ কৃষি ব্যাংক ঘ রূপালী ব্যাংক

২৬. যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার কারণ কোনটি?
ক অধিক জনসংখ্যা খ বেকারত্ব
গ ভোগবাদী মানসিকতা ঘ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

২৭. তমদ্দুন মজলিস কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?
ক ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক
গ ড. জিয়াউদ্দীন আহমদ ঘ অধ্যাপক আবুল কাশেম

২৮. আমাদের সমাজ থেকে দুর্নীতির অবসান ঘটবে কীসের মাধ্যমে?
ক কর্মসংস্থান সৃষ্টি খ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
গ জনশক্তি রপ্তানি ঘ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ

২৯. ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রকল্প ভূমিকা রাখছে কোনটিতে?
ক নারীর ক্ষমতায়নে খ নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে
গ নারীর শিক্ষার সম্প্রসারণে ঘ নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে

৩০. গ্রামীণ ব্যাংক কাদের ঋণ প্রদান করে?
ক শিল্পপতিদের খ ভূমিহীনদের
গ আমদানিকারকদের ঘ রপ্তানিকারকদের

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ঢাকা বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। পলাশ বিশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.এ পাশ করে বিদেশে পাড়ি জমান। দীর্ঘ ১০ বছর পর তিনি দেশে ফিরে এসে নিজ গ্রামে একটি মুড়ি ও একটি চানাচুর কারখানা গড়ে তোলেন। এসব কারখানায় তিনি গ্রামের মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দেন। এই কাজের মাধ্যমে মহিলাদের পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তারা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন ও স্বাস্থ্য সেবাও নিশ্চিত করছেন।

ক. প্রযুক্তি কী? ১

খ. সমাজ কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পলাশ বিশ্বাসের কাজ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহিলাদের কাজ নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

২। রাজন সাহেব একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেন। এই সংস্থাটি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া তার ভাই জনাব মহিউদ্দীন পুলিশের চাকরি করেন। তিনি উক্ত সংস্থার একজন প্রতিনিধি হিসেবে আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত। সেখানকার মানুষের নিয়ম-শৃঙ্খলা, চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতার মাধ্যমে জনাব মহিউদ্দীন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অংশ নিচ্ছেন।

ক. ভেটো কী? ১

খ. নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডও এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাজন সাহেব যে সংস্থায় কাজ করেন তা প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জনাব মহিউদ্দীনের কাজ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের বুকে উজ্জ্বল করেছে– এ বিষয়ে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** রমিজ মিয়া ১০ বছর ধরে আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত। তিনি প্রায়ই জ্বর এবং ডায়রিয়ায় ভোগেন। সাথে শুকনাকাশি লেগেই থাকে। তিনি দেশে ফিরে ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তারি পরীক্ষায় তার রক্তে একটি বিশেষ ধরনের ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

ঘটনা-২ : অটোচালক সেলিম প্রতিদিনের ন্যায় যাত্রী নিয়ে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে একটি লরি অটোবাইকে ধাক্কা দিয়ে সেলিমসহ দুজন যাত্রী আহত হন। এই ঘটনায় সেলিম একটি পা হারান। এই অবস্থায় তাঁর পরিবার একটি বড় সমস্যায় পড়ে।

ক. শিশু শ্রম কী? ১

খ. কীভাবে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়? ২

গ. ঘটনা-১ এ বর্ণিত রমিজ মিয়া যে রোগে আক্রান্ত তা প্রতিরোধে করণীয় কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ সেলিমের পরিবারের বর্তমান অবস্থার জন্য যে ঘটনা দায়ী তা নিরসনে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। হারুন সাহেব একজন স্থানীয় সরকারের প্রধান। তিনি ছাড়াও তার প্রতিষ্ঠানের আরো ২০ জন সদস্য আছেন। তার সরকার উপজেলা, পৌরসভা ও জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।

অপরদিকে, জনাব কবির অন্য একটি স্থানীয় সরকারের প্রধান। তিনি চাড়াও তার সরকারে ১২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন। তার সরকার এলাকার সড়ক, সেতু, বাধ ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষাণাবেক্ষণ করে থাকেন।

ক. নির্বাহি বিভাগ কী? ১

খ. স্থানীয় প্রশাসন দরকার কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত হারুন সাহেব যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার গঠন-কাঠামো বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জনাব কবির যে স্থানীয় সরকারে প্রধান উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ ছাড়াও তারা আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

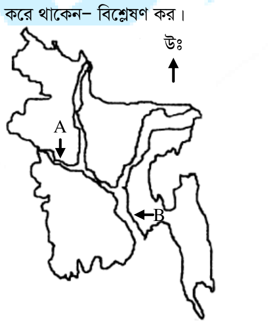

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. গরান বনভূমির ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. চিত্রে B নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে A চিহ্নিত নদীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। আশ্রায়ন প্রকল্পে বসবাসকারী জনাব রশিদ বিনা জামানতে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে মুরগির খামার করেন। অন্যদিকে জনাব নাঈম এম.এ পাশ করে নিজের জমি বন্ধক রেখে অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ২০,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সে টাকা দিয়ে তিনি নিজ পুকুরে মাছ চাষ করেন। এখন তার খামারে ৫ জন ব্যক্তি কাজ করেন।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিকাশ ঘর বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব রশিদ যে প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেন, তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে জনাব নাঈমের ঋণ গ্রহণ করা ব্যাংকটির গুরুত্ব অপরিসীম– বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। ক, খ এবং গ তিনটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নরূপ :

'ক'

* উৎপাদনের স্বাধীনতা আছে।
* মুনাফা অর্জন প্রধান লক্ষ্য।

'খ'

* মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই।
* কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

'গ'

* ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত।
* হালাল উপায়ে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. উৎপাদনের যে উপাদানটি ঝুঁকি বহন করে তার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'গ' রাষ্ট্রে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্র দুটিতে যে দুটো অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান তার মধ্যে কোনটিকে তুমি অধিকতর জনকল্যাণকর বলে মনে কর? যুক্তিসহ লেখ। ৪

৮। একটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে অভিভাবক সদস্য হিসেবে জনাব রোকন ও মাখন মিয়া অংশগ্রহণ করেন। জনাব রোকন প্রভাবশালী হওয়ায় তার লোকজন মাখন মিয়াকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। অন্যদিকে জনাব সাইফুল একটি সুসংগঠিত নাগরিক সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। তার সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদান করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা।

ক. গণতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. নির্বাচনকে গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় বলা হয় কেন? ২

গ. জনাব সাইফুল যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. নির্বাচনে জনাব রোকনের কার্যক্রমের কারণে যে শাস্তি হতে পারে তার ব্যাখ্যা দাও। ৪

৯। **ঘটনা-১ :** "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।"

ঘটনা-২ :

	জেনারেল	মেজর	নৌবাহিনী অফিসার	বিমানবাহিনী অফিসার
পশ্চিম পাকিস্তান	৩ জন	৫৯০ জন	৫৯৩ জন	৬৪০ জন
পূর্ব পাকিস্তান	০	১০ জন	৭ জন	৪০ জন

ক. ছয় দফার প্রথম দফা কী? ১

খ. জাতীয়তাবাদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনকে ইঙ্গিত করে? তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ দেশের দুটি অংশের মধ্যে বর্ণিত বিষয় ছাড়াও আরো অনেক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। উদয় চাকমা বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তার বাড়ি একটি টিলার উপরে। একদিন সে সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে বসে লেখাপড়া করছিল। হঠাৎ করে সে ঘরের মেঝেতে কম্পন অনুভব করে। ঘরের জানালায় কাঁচ ভেঙে তার হাতের উপর পড়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছু বুঝে উঠতে না পেরে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নিচে নেমে এসে সম্মুখের ফাঁকা স্থানে আশ্রয় নেয়। পরে সে জানতে পারে ঘটনাটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

ক. জল বিদ্যুৎ কী? ১

খ. অধিক জনবসতি কীভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটায়? ২

গ. উদয় চাকমার বসবাসকৃত স্থানটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে অবস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদয় চাকমার গৃহীত কার্যক্রম উক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সুবিবেচনা প্রসূত ছিল কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। **ঘটনা-১ :** সোহেল সাহেব জমির খাজনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য ভূমি অফিসে যান। কিন্তু অফিসের লোকজন তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করেন। অবশেষে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সক্ষম হন।

ঘটনা-২ : পোশাক শিল্পের স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময় নির্ধারণ এবং উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া বিধবা ভাতা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. প্রথা কী? ১

খ. প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয় কেন? ২

গ. সোহেল সাহেব কোন আইনের আওতায় তার তথ্য পেলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এ উল্লিখিত কাজ ছাড়াও রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের কাজ করে– তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরমালা (ঢাকা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ঘ	৭	ঘ	৮	ঘ	৯	খ	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক	২১	খ	২২	গ	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	ঘ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ পলাশ বিশ্বাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.বি.এ পাশ করে বিদেশে পাড়ি জমান। দীর্ঘ ১০ বছর পর তিনি দেশে ফিরে এসে নিজ গ্রামে একটি মুড়ি ও একটি চানাচুর কারখানা গড়ে তোলেন। এসব কারখানায় তিনি গ্রামের মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দেন। এই কাজের মাধ্যমে মহিলাদের পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তারা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন ও স্বাস্থ্য সেবাও নিশ্চিত করছেন।

ক. প্রযুক্তি কী? ১

খ. সমাজ কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত পলাশ বিশ্বাসের কাজ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মহিলাদের কাজ নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ রাজন সাহেব একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেন। এই সংস্থাটি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া তার ভাই জনাব মহিউদ্দীন পুলিশের চাকরি করেন। তিনি উক্ত সংস্থার একজন প্রতিনিধি হিসেবে আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত। সেখানকার মানুষের নিয়ম-শৃঙ্খলা, চাষাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতার মাধ্যমে জনাব মহিউদ্দীন বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় অংশ নিচ্ছেন।

ক. ভেটো কী? ১

খ. নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডও এর ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাজন সাহেব যে সংস্থায় কাজ করেন তা প্রতিষ্ঠার পটভূমি বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জনাব মহিউদ্দীনের কাজ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের বুকে উজ্জ্বল করেছে– এ বিষয়ে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভেটো হলো জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যদের বিশেষ ক্ষমতা যার বলে যেকোনো সদস্য যেকোনো সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে।

খ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনে ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ 'সিডও' (CEDAW) সনদ গ্রহণ করে।

১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর সনদটি কার্যকর হয়। নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদটি তৈরি। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুলো ম্যান্ডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এই সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে।

গ রাজন সাহেব যে সংস্থায় কাজ করেন সে সংস্থাটি হলো জাতিসংঘ।

জাতিসংঘ (United Nations) একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন, যা বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও মানবাধিকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। এটি ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সব স্বাধীন রাষ্ট্রই এর সদস্য। প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর 'জাতিসংঘ দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

উদ্দীপকের রাজন সাহেব একটি আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেন। এই সংস্থাটি বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছে। এরূপ বর্ণনায় সহজেই অনুমান করা যায় যে তিনি জাতিসংঘে কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা, প্রাণহানি ও মানবিক বিপর্যয় বিশ্ববাসীকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। যুদ্ধ যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ হতে পারে না, তা স্পষ্ট হয়। এর আগেও ১৯২০ সালে শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে 'লীগ অব নেশনস' গঠিত হয়েছিল, তবে তা ব্যর্থ হয়। এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলসহ বিশ্বনেতারা নতুন একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৪৩ সালে তেহরান ও মস্কো সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের নেতারা 'সম্মিলিত জাতিসংঘ' গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এরই ফলস্বরূপ ১৯৪৫ সালে ৫০টি রাষ্ট্র নিয়ে জাতিসংঘের জন্ম হয়। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩।

ঘ জনাব মহিউদ্দীনের কাজ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশ্বের বুকে উজ্জ্বল করেছে– এ বিষয়ে আমি একমত।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় নিয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। যুদ্ধবিধ্বস্ত ও অস্থির অঞ্চলে এই বাহিনী অস্ত্রবিরতি পর্যবেক্ষণ, মানবিক সহায়তা প্রদান এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিসহ শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে অন্যতম বৃহৎ অবদানকারী দেশ।

উদ্দীপকের জনাব মহিউদ্দীনের মতো বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা শুধু অস্ত্রধারী গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি রক্ষায় নয়, বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও কৃষিকাজে সহায়তা প্রদানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তিনি আফ্রিকার একটি সংঘাতপূর্ণ অঞ্চলে নিয়োজিত থেকে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছেন, যা তার পেশাগত দায়িত্বের বাইরেও এক মানবিক উদ্যোগ। এর ফলে

স্থানীয় জনগণের মধ্যে তিনি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন। বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর এমন ভূমিকা দেশকে করেছে সম্মানিত ও গ্রহণযোগ্য। সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষার মর্যাদা এবং আইভরিকোস্টে 'বাংলাদেশ সড়ক' ও 'রূপসি বাংলা' গ্রামের নামকরণ তারই বাস্তব উদাহরণ।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, জনাব মহিউদ্দীনের নিরলস প্রচেষ্টা শুধু একজন কর্মকর্তার দায়িত্বপালন নয়, বরং তা বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় ভাবমূর্তিকে বিশ্বে উজ্জ্বল করে তুলেছে, যা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।

প্রশ্ন ▸ ০৩ **ঘটনা-১ :** রমিজ মিয়া ১০ বছর ধরে আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত। তিনি প্রায়ই জ্বর এবং ডায়রিয়ায় ভোগেন। সাথে শুকনাকাশি লেগেই থাকে। তিনি দেশে ফিরে ডাক্তারের কাছে যান। ডাক্তারি পরীক্ষায় তার রক্তে একটি বিশেষ ধরনের ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়।

ঘটনা-২ : অটোচালক সেলিম প্রতিদিনের ন্যায় যাত্রী নিয়ে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পিছন থেকে একটি লরি অটোবাইকে ধাক্কা দিলে সেলিমসহ দুজন যাত্রী আহত হন। এই ঘটনায় সেলিম একটি পা হারান। এই অবস্থায় তার পরিবার একটি বড় সমস্যায় পড়ে।

ক. শিশু শ্রম কী? ১
খ. কীভাবে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়? ২
গ. ঘটনা-১ এ বর্ণিত রমিজ মিয়া যে রোগে আক্রান্ত তা প্রতিরোধে করণীয় কী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ সেলিমের পরিবারের বর্তমান অবস্থার জন্য যে ঘটনা দায়ী তা নিরসনে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৪ হারুন সাহেব একজন স্থানীয় সরকারের প্রধান। তিনি ছাড়াও তার প্রতিষ্ঠানের আরো ২০ জন সদস্য আছেন। তার সরকার উপজেলা, পৌরসভা ও জেলার সকল উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।

অপরদিকে, জনাব কবির অন্য একটি স্থানীয় সরকারের প্রধান। তিনি ছাড়াও তার সরকারে ১২ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছেন। তার সরকার এলাকার সড়ক, সেতু, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ ও রক্ষাণাবেক্ষণ করে থাকেন।

ক. নির্বাহি বিভাগ কী? ১
খ. স্থানীয় প্রশাসন দরকার কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত হারুন সাহেব যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান তার গঠন-কাঠামো বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জনাব কবির যে স্থানীয় সরকারে প্রধান উদ্দীপকে বর্ণিত কাজ ছাড়াও তারা আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন— বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৫

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. গরান বনভূমির ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. চিত্রে B নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে A চিহ্নিত নদীর গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৬ আশ্রায়ন প্রকল্পে বসবাসকারী জনাব রশিদ বিনা জামানতে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে মুরগির খামার করেন। অন্যদিকে জনাব নাঈম এম.এ পাশ করে নিজের জমি বন্ধক রেখে অন্য একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ২০,০০,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সে টাকা দিয়ে তিনি নিজ পুকুরে মাছ চাষ করেন। এখন তার খামারে ৫ জন ব্যক্তি কাজ করেন।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিকাশ ঘর বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব রশিদ যে প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেন, তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে জনাব নাঈমের ঋণ গ্রহণ করা ব্যাংকটির গুরুত্ব অপরিসীম– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৭ ক, খ এবং গ তিনটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা নিম্নরূপ :

'ক'

উৎপাদনের স্বাধীনতা আছে। মুনাফা অর্জন প্রধান লক্ষ্য।

'খ'

মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই। কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

'গ'

ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। হালাল উপায়ে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন

ক. সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. উৎপাদনের যে উপাদানটি ঝুঁকি বহন করে তার ব্যাখ্যা দাও। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'গ' রাষ্ট্রে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্র দুটিতে যে দুটো অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান তার মধ্যে কোনটিকে তুমি অধিকতর জনকল্যাণকর বলে মনে কর? যুক্তিসহ লেখ। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্যতা, বাহ্যিকতা এবং হস্তান্তরযোগ্যতা রয়েছে তাকে সম্পদ বলে।

খ উৎপাদনের যে উপাদানটি ঝুঁকি বহন করে তা হলো সংগঠন।
উৎপাদনের তিনটি উপকরণ, যথা-ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা ও সম্পাদন করাকে বলে সংগঠন। যিনি সংগঠন করেন, তাকে বলে সংগঠক বা উদ্যোক্তা। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা রয়েছে, সংগঠক সেটা বহন করেন। চেয়ারের জন্য কাঠ সংগ্রহ হয় ভূমি থেকে। কাঠ সংগ্রহের জন্য অর্থ এবং কাঠকে চেয়ারে রূপান্তরের জন্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ প্রয়োজন। এই অর্থ ও যন্ত্রপাতি মূলধন। এরপর প্রয়োজন শ্রমিক বা কারিগর, যিনি যন্ত্রপাতি ও নিজ শ্রমের সাহায্যে কাঠ থেকে চেয়ার তৈরি করবেন। আর এই ভূমি, মূলধন ও শ্রমকে সমন্বিত করে চেয়ার উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করবেন সংগঠক বা উদ্যোক্তা।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'গ' রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।
যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি পবিত্র কোরআন ও হাদিসসমূহ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল কার্যাবলিই শরিয়তের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় তাই হলো ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলাম ধর্মের ৫টি মৌল স্তম্ভ, পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলি এবং রাসূল (স) এর হাদিসের বিধান অনুসারে অর্থনৈতিক কার্যাবলির মৌলিক নীতিমালা স্থির হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সুদ লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম। তবে এখানে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত।
উদ্দীপকের 'গ' রাষ্ট্রটিতে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত ও হালাল উপায়ে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে। এরূপ তথ্যগুলো ইসলামী অর্থব্যবস্থাকে উপস্থাপন করে। কেননা ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। এছাড়া এ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলো হালাল বা ইসলামসম্মত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা।

ঘ 'ক' রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক ও 'খ' রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান। এ দুটো অর্থ ব্যবস্থা বিদ্যমান তার মধ্যে কোনটিকে তুমি অধিকতর জনকল্যাণকর বলে মনে কর
ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপাদানসমূহ ব্যক্তিমালিকানাধীন এবং মুনাফা অর্জনই মূল লক্ষ্য। ব্যক্তি উদ্যোগ, ভোক্তার স্বাধীনতা ও অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদনের উপকরণ রাষ্ট্রের মালিকানাধীন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হলো জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করা।
উদ্দীপকের 'ক' ও 'খ' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 'ক' রাষ্ট্রে ধনতান্ত্রিক এবং 'খ' রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। এই দুটি ব্যবস্থার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অধিকতর জনকল্যাণকর। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ ও সম্পদ ব্যক্তিমালিকানাধীন থাকে, যেখানে মুনাফা অর্জনই প্রধান লক্ষ্য। এ ব্যবস্থায় বাজার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে উৎপাদন ও দাম নির্ধারিত হয়, ফলে সম্পদ কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং শ্রমিক শোষণের ঝুঁকি থাকে। অন্যদিকে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে থাকে, উৎপাদন ও বণ্টন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মুনাফা নয়-জনকল্যাণই মুখ্য উদ্দেশ্য। এখানে "প্রত্যেকে কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়", ফলে আয়বৈষম্য কম এবং বেকারত্ব নেই বললেই চলে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অধিকতর জনকল্যাণকর, কারণ এটি ন্যায্য বণ্টন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করে। ধনতন্ত্রে ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পায় বলে দারিদ্র্য ও বৈষম্য বাড়ে; কিন্তু সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সম্পদের সমবণ্টন সামষ্টিক কল্যাণে ভূমিকা রাখে। যেমন-স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থানের মতো মৌলিক সেবাগুলো এ ব্যবস্থায় সবার জন্য সহজলভ্য। যদিও ব্যক্তিগত উদ্যোগের অভাবের কারণে উৎপাদনশীলতা কমে যেতে পারে, তবুও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সমাজতান্ত্রিক মডেল অধিক কার্যকর।
তাই বলা যায়, 'খ' রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা 'ক' রাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় অধিকতর জনকল্যাণকর।

প্রশ্ন ▸ ০৮ একটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচনে অভিভাবক সদস্য হিসেবে জনাব রোকন ও মাখন মিয়া অংশগ্রহণ করেন। জনাব রোকন প্রভাবশালী হওয়ায় তার লোকজন মাখন মিয়াকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে। অন্যদিকে জনাব সাইফুল একটি সুসংগঠিত নাগরিক সমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করেন। তার সংগঠনের উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন কর্মসূচি প্রদান করে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন করা।

ক. গণতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. নির্বাচনকে গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় বলা হয় কেন? ২
গ. জনাব সাইফুল যে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. নির্বাচনে জনাব রোকনের কার্যক্রমের কারণে যে শাস্তি হতে পারে তার ব্যাখ্যা দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৯ **ঘটনা-১ :** "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়।"
ঘটনা-২ :

	জেনারেল	মেজর	নৌবাহিনী অফিসার	বিমানবাহিনী অফিসার
পশ্চিম পাকিস্তান	৩ জন	৫৯০ জন	৫৯৩ জন	৬৪০ জন
পূর্ব পাকিস্তান	০	১০ জন	৭ জন	৪০ জন

ক. ছয় দফার প্রথম দফা কী? ১
খ. জাতীয়তাবাদ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন আন্দোলনকে ইঙ্গিত করে? তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ দেশের দুটি অংশের মধ্যে বর্ণিত বিষয় ছাড়াও আরো অনেক বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তা তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ উদয় চাকমা বান্দরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তার বাড়ি একটি টিলার উপরে। একদিন সে সন্ধ্যায় পড়ার টেবিলে বসে লেখাপড়া করছিল। হঠাৎ করে সে ঘরের মেঝেতে কম্পন অনুভব করে। ঘরের জানালায় কাঁচ ভেঙে তার হাতের উপর পড়ে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে কিছু বুঝে উঠতে না পেরে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে নিচে নেমে এসে সম্মুখের ফাঁকা স্থানে আশ্রয় নেয়। পরে সে জানতে পারে ঘটনাটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

ক. জলবিদ্যুৎ কী? ১

খ. অধিক জনবসতি কীভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটায়? ২

গ. উদয় চাকমার বসবাসকৃত স্থানটি বাংলাদেশের কোন ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চলে অবস্থিত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদয় চাকমার গৃহীত কার্যক্রম উক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে সুবিবেচনা প্রসূত ছিল কি? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ **ঘটনা-১ :** সোহেল সাহেব জমির খাজনা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য জানার জন্য ভূমি অফিসে যান। কিন্তু অফিসের লোকজন তাকে সহযোগিতা না করে বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তথ্য না পাওয়ায় তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করেন। অবশেষে তিনি প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে সক্ষম হন।

ঘটনা-২ : পোশাক শিল্পের স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশ সরকার শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি, কাজের সময় নির্ধারণ এবং উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া বিধবা ভাতা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণসহ নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. প্রথা কী? ১

খ. প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয় কেন? ২

গ. সোহেল সাহেব কোন আইনের আওয়তায় তার তথ্য পেলেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এ উল্লিখিত কাজ ছাড়াও রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের কাজ করে– তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ঢা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-আচরণ ও অভ্যাসই হচ্ছে প্রথা।

খ সুষ্ঠু জীবনযাপন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয়।

রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন ও সংবিধান মেনে চলা এবং আইনের প্রতি সম্মান দেখানো নাগরিকদের অন্যতম দায়িত্ব। কেউ আইন অমান্য করলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। স্বাভাবিক জীবনে ব্যাঘাত ঘটে। তাই সুষ্ঠু জীবনযাপন, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রত্যেক নাগরিকের আইন মেনে চলা উচিত।

গ ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন।

ঘ দৃশ্য-২ এ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কার্যাবলি প্রকাশ পেয়েছে। উল্লিখিত কাজ ছাড়াও রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের কাজ করে– আমি এ বক্তব্যের সাথে একমত।

একটি রাষ্ট্র তার জনগণের এবং দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য নানাবিধ কাজ করে থাকে যা রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্গত। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র অনেক কাজ করে যা রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

উদ্দীপকের দৃশ্য-২ এ বর্ণিত রাষ্ট্রের কাজগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেখানে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজের প্রতিফলন ঘটেছে। এরূপ কাজের বাইরেও সার্বভৌমত্ব রক্ষার সার্বিক দায়-দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এজন্য রাষ্ট্র স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে। দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র পুলিশ বাহিনীসহ অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করে থাকে। প্রশাসন পরিচালনা রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের কর্মবণ্টন ও কাজের তদারকিসহ অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যাবলি রাষ্ট্র সম্পাদন করে থাকে। যথোপযুক্ত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে সামাজিক শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ কাজ রাষ্ট্র করে থাকে। সুষ্ঠু বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র বিচারবিভাগ পরিচালনা করে। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য রাষ্ট্র কর, খাজনা, ভ্যাটসহ বিভিন্ন ট্যাক্স সংগ্রহের কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিভিন্ন কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, রাষ্ট্র কল্যাণমূলক কাজের পাশাপাশি অপরিহার্য কাজও সম্পাদন করে থাকে।

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়- ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান- ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. বাংলাদেশ সর্বপ্রথম কোন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
ক জাতিসংঘ খ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
গ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ঘ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ

২. দেশে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক ১৯৯১ খ ১৯৯৬
গ ২০০১ ঘ ২০০৮

৩. সাম্য ঢাকা জেলায় বসবাস করে। সে ভূমিকম্পের কোন বলয়ে রয়েছে?
ক প্রলয়ঙ্করী খ বিপজ্জনক গ লঘু ঘ ক্ষতিকর

৪. নিচের কোনটি একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত?
ক পার্ক খ ব্যক্তির দক্ষতা
গ বাড়িঘর ঘ নদ-নদী

৫. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রা নির্ধারিত হয়–
ক বিনিয়োগের পরিমাণ কত খ শিক্ষার হার বৃদ্ধি করে
গ মাথাপিছু প্রকৃত আয় হতে ঘ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে

৬. ফাবিহার মামা আরাফাত সাহেব এমন একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন যে প্রতিষ্ঠান মানুষকে কুটির শিল্প এবং নলকূপ স্থাপনের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি হলো–
ক গ্রামীণ ব্যাংক খ কৃষি ব্যাংক
গ জনতা ব্যাংক ঘ অগ্রণী ব্যাংক

৭. এইচ আই ভি ভাইরাসের সুপ্তিকাল কত মাস? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ৪-৫ খ ৫-৬ গ ৬-৭ ঘ ৭-৮

৮. কোনো নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে মুখ্য জোয়ারের কত সময় পর সেখানে আবার মুখ্য জোয়ার হয়?
ক ৬ ঘণ্টা ১৩ মি. খ ১২ ঘণ্টা ২৬ মি.
গ ১২ ঘণ্টা ৫২ মি. ঘ ২৪ ঘণ্টা ৫২ মি.

৯. জনাব আতাহার চৌধুরী একজন বিভাগীয় কমিশনার। বাংলাদেশ প্রশাসনিক কাঠামো অনুসারে তিনি কোন পদ মর্যাদাসম্পন্ন?
ক সিনিয়র সচিব খ সচিব
গ অতিরিক্ত সচিব ঘ যুগ্ম সচিব

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সদ্য বিয়ে করা রিয়া ও হাসান ঢাকার মিরপুরে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন। তারা উভয়ই চাকরিজীবী থাকায় তাদের অফিসের কাছেই বাসা ভাড়া নিয়েছেন। যাতে করে তাদের আসা-যাওয়া করতে সুবিধা হয়।

১০. বসবাসের স্থানের ভিত্তিতে রিয়া ও হাসানের পরিবারটি কোন প্রকারের?
ক নয়াবাস খ মাতৃবাস গ একপত্নী ঘ পিতৃবাস

১১. এ ধরনের পরিবার বৃদ্ধির কারণ হলো–
i. আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে
ii. আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের কারণে
iii. পেশা সংশ্লিষ্টতার কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. নিচের কোন গ্রহে গভীর বায়ুমণ্ডল রয়েছে?
ক পৃথিবী খ মঙ্গল গ বৃহস্পতি ঘ শনি

১৩. কাসালাং কোন নদীর উপনদী?
ক যমুনা খ কর্ণফুলী গ ব্রহ্মপুত্র ঘ মেঘনা

১৪. পাতাঝরা অঞ্চলের অঞ্চল হলো–
ক গাজীপুর, রংপুর খ বগুড়া, ফেনী
গ চট্টগ্রাম, সিলেট ঘ খুলনা, নোয়াখালী

১৫. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহের অন্তর্গত–
i. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ
ii. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ
iii. উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়সমূহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. কোন দেশের আইন সভা এক কক্ষ বিশিষ্ট?
ক বাংলাদেশ খ ভারত গ যুক্তরাজ্য ঘ যুক্তরাষ্ট্র

১৭. ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায়–
i. সর্বাধিক মুনাফা অর্জন হয়
ii. সম্পদের সুষম বণ্টন হয়
iii. অবাধ প্রতিযোগিতা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিশীল করার উপায় কী?
ক দ্রুত নগরায়ণ
খ দ্রুত শিল্পায়ন
গ শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন
ঘ বাজার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ

১৯. এশিয়ার কোন দেশটি উচ্চ আয়ের দেশ?
ক দক্ষিণ কোরিয়া খ ভারত গ সিংগাপুর ঘ চীন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২০ ও ২১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
এম.বি.বি.এস পাশ করার পর জনাব রহমান একটি হাসপাতালে যোগ দেন। কিছুদিন পর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধে যোগাদান করেন।

২০. জনাব রহমান মুক্তিযুদ্ধে কোন শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন?
ক প্রবাসী খ ছাত্রসমাজ গ পেশাজীবী ঘ জনসাধারণ

২১. এই শ্রেণির মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করিছেলেন–
i. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে
ii. সারাবিশ্বে তথ্য সরবরাহ করে
iii. আন্তর্জাতিক ফোরামে বক্তব্য প্রদান করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২২. অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সাথে যেভাবে থাকে–
ক একই পাশে খ সবসূত্রে গ সমকোণে ঘ দুই পাশে

২৩. কোনটি কর বহির্ভূত রাজস্ব?
ক যানবাহন কর খ বিদ্যুৎ কর
গ আয়কর ঘ চিড়িয়াখানা হতে প্রাপ্ত আয়

২৪. শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে যা ঘটেছে–
i. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
ii. যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন
iii. ব্যক্তির জীবন দর্শনের পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. কত সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার আইন প্রণীত হয়?
ক ১৯৮৯ খ ১৯৯০ গ ১৯৯১ ঘ ১৯৯২

২৬. আবিরের বাবা জাতিসংঘের এমন একটি সংস্থায় কাজ করেন যে সংস্থাটি বাংলাদেশ-মিয়ানমার ইস্যুতে মধ্যস্থতা করেছে। উক্ত সংস্থা কোনটি?
ক UNIFEM খ UNFPA গ UINDP ঘ UNHCR

২৭. জহির রায়হান রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক কবর খ স্মৃতির মিনার
গ আরেক ফাল্গুন ঘ একুশে ফেব্রুয়ারি

২৮. বেইজিং প্লাস টেন সম্মেলন কোন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক মেক্সিকো খ কোপেনহেগেন
গ নিউইয়র্ক ঘ নাইরোবি

২৯. সামাজিক অসঙ্গতির মূল কারণ কোনটি?
ক দরিদ্র খ কুসংস্কার
গ মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘ দুর্নীতি

৩০. কোন তারিখে বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
ক ৭ই মার্চ খ ৭ই এপ্রিল
গ ৭ই মে ঘ ৭ই জুন

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত পৃষ্ঠার উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। 'ক' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর এর 'খ' অঞ্চলের উপর 'গ' অঞ্চলের শাসন ও শোষণ অব্যাহত ছিল। 'গ' অঞ্চলের শাসকগণ 'খ' অঞ্চলের মানুষের উপর তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চাইলে 'খ' অঞ্চলের জনগণ এর প্রতিবাদে আন্দোলন, সংগ্রাম করলে প্রশাসন তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। পরবর্তীতে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য 'খ' অঞ্চলের জনগণ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি জোট গঠন করে। গঠিত জোট নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেও বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি।

ক. ১৯৮৬ সালের ছয় দফার প্রথম দফাটি কী? ১
খ. আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষায় সচেতন হব কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোটটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনটি পরবর্তীকালে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল"– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

২। জনাব 'ক' প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে 'খ' দেশে কর্মরত ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেন ও নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দেশ পরিচালনা করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলে একপর্যায়ে জনাব 'গ' ক্ষমতা গ্রহণ করে দীর্ঘদিন রাষ্ট্র শাসন করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে, একটি নির্বাচনের আয়োজন করা হয় এবং নির্বাচনের জয়ী দল সরকার গঠন করে।

ক. বাকশাল কী? ১
খ. একটি দেশের জন্য সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. উদ্দীপকের জনাব 'ক' দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসককে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব 'গ' এর পদত্যাগের মাধ্যমে 'খ' দেশটিতে গণতন্ত্রের পূর্ণযাত্রা শুরু হয়? মতামত দাও। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** গ্রহ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গিয়ে মনিকা এমন একটি গ্রহ সম্পর্কে জানতে পারে যা পৃথিবী থেকে অনেক বড় এবং আমাদের সূর্য যে গ্যাস দিয়ে তৈরি ঐ গ্যাসগুলোই গ্রহটির বায়ুমন্ডলে আছে।

ঘটনা-২ : গত শীতকালীন ছুটিতে সামিরা অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে যায়। সেখানে পৌঁছে সে তার বন্ধুর কাছে জানতে পারে যে, তাদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। সামিরা চিন্তা করল একই সময়ে পৃথিবীর সকল দেশে একই ঋতু বিরাজ করে না।

ক. অনুসূর কাকে বলে? ১
খ. স্থানীয় সময় বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন? ২
গ. ঘটনা-১ কোন গ্রহটিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর সামিরার ধারণাটি সঠিক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৪। সাজু তার পিতার সাথে দেশের একটি অঞ্চলে বেড়াতে যায়, যেটি দেশের সবচেয়ে উঁচু অঞ্চল। তবে এ ধরনের ভূমিরূপের পরিমাপ তুলনামূলকভাবে কম। তার বোন সুমি একটি উঁচু ভবনে কাজ করে। কাজ করার সময় হঠাৎ প্রচন্ড ঝাঁকুনি ও কম্পন অনুভব করলে সে ভয়ে চিৎকার করে লিফটের দিকে দৌড় দেয়।

ক. প্লাইস্টোসিন কাল কী? ১
খ. উঁচু ভবন নির্মাণে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা উচিত কেন? ২
গ. সাজু বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির কোন অঞ্চলে বেড়াতে যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত অবস্থায় সুমির কাজটি সঠিক ছিল? যুক্তি দাও। ৪

৫। **দৃশ্যকল্প-১ :** আয়ানের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি নদী প্রবাহমান যা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নদীটি থেকে একটি নতুন জলধারা তৈরি হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব সেলিম রংপুরের একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তিনি তিস্তা নদী থেকে একাধিক খাল খনন করে তার এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করেন। তিনি এলাকাবাসীকে পানি সংরক্ষণ ও এর অপচয় রোধে উৎসাহিত করেন।

ক. জলবিদ্যুৎ কী? ১
খ. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন নদীকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় জনাব সেলিমের উদ্যোগটি মূল্যায়ন কর। ৪

৬। **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব আনিস তার এলাকায় উপজেলা ভূমি অফিসে ভূমি কর সম্পর্কে জানতে গেলেন। তিনি সেখানে কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি দরখাস্ত জমা দিলেন এবং তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব ফরিদ একজন সরকারি কর্মকর্তা। তার কাজ সরকারি নীতির বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা ও নিজেদের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

ক. বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব কী? ১
খ. সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন সভার প্রয়োজন কেন? ২
গ. জনাব ফরিদ এর কাজ রাষ্ট্রের কোন ধরনের কার্যাবলিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. প্রেক্ষাপট-১ এ জনাব আনিস এর কার্যক্রমে কীভাবে সুশাসন ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। জনাব তমাল ১০ম শ্রেণির শ্রেণি শিক্ষক। শ্রেণিতে দলনেতা নির্বাচনের জন্য তিনি পাঁচজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করেন। কমিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করার সময় দুলাল জাল ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়ে। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, "সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন।

ক. আব্রাহাম লিংকন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জন করা প্রয়োজন কেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কমিটি দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দুলালের কাজে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রধান শিক্ষকের মতামতটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **ঘটনা-১ :** জনাব হারুন 'ক' দেশে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করেন জনগণ প্রযুক্তির উপর বেশ নির্ভরশীল। যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণে তাদের জীবন যাত্রা অনেক সহজ হয়েছে।

ঘটনা-২ : বিদেশ ফেরত জনাব হানিফ এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবে তিনি মনে করেন অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অশিক্ষা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্তরায়।

ক. মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হওয়া প্রয়োজন কেন? ২
গ. উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে 'ক' দেশে কোন প্রকৃতির ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর ঘটনা-২ এ উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাটি উত্তরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্ভব? যুক্তি দাও। ৪

৯। ভূমিহীন ছকিনা বেগম একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনে দর্জির কাজ শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যেই তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। অপরদিকে জনাব বশির একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক, তিনি বিদেশি ক্রেতাদের সঙ্গে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লেনদেন করেন। তিনি তার কর্মচারীদের ঐ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বেতন প্রদান করেন।

ক. সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. কীভাবে সরকারের আয় বৃদ্ধি করা যায়? ২
গ. ছকিনা বেগম যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে বশির সাহেবের লেনদেনকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

১০। জনাব তারেক খুবই ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি অনেক বিষয় জানতে পারেন যা নিজের জীবনে অনুশীলন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে তার মধ্যে একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, জনাব মনির একটি গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গরু লালন-পালন ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হন।

ক. কিংসলে ডেভিস এর মতে সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. জনাব তারেকের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানটি লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, জনাব মনিরের কর্মকাণ্ডে সামাজিক পরিবর্তনের যে উপাদানটি প্রতিফলিত হয়েছে তা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? যুক্তি দাও। ৪

১১। **ঘটনা-১ :** হাফিজা একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সম্প্রতি সন্তান সম্ভবা হওয়ায় প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও তিনি পূর্ণ বেতন ভোগ করেন।

ঘটনা-২ : টমি একজন উঠতি বয়সি ছেলে। বর্তমান সমাজের রীতিনীতি তার পছন্দ নয়। এজন্য সে সমভাবাপন্ন বন্ধুদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন আনতে চায়। পুলিশ বিষয়টি জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করে।

ক. AIDS-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. আমরা ধর্মীয় আদর্শে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হব কেন? ২
গ. ঘটনা-১ এ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. টমির কার্যক্রমে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সমস্যাটি ফুটে উঠেছে তা একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অন্তরায়– মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা (রাজশাহী বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ঘ	২	ঘ	৩	খ	৪	খ	৫	গ	৬	ক	৭	*	৮	ঘ	৯	গ	১০	ক	১১	গ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ক
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	গ	২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	গ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ 'ক' রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর এর 'খ' অঞ্চলের উপর 'গ' অঞ্চলের শাসন ও শোষণ অব্যাহত ছিল। 'গ' অঞ্চলের শাসকগণ 'খ' অঞ্চলের মানুষের উপর তাদের নিজস্ব বর্ণমালা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে চাইলে 'খ' অঞ্চলের জনগণ এর প্রতিবাদে আন্দোলন, সংগ্রাম করলে প্রশাসন তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালায়। পরবর্তীতে নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য 'খ' অঞ্চলের জনগণ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে একটি জোট গঠন করে। গঠিত জোট নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেও বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি।

ক. ১৯৬৬ সালের ছয় দফার প্রথম দফাটি কী? ১

খ. আমরা দেশের স্বার্থ রক্ষায় সচেতন হব কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জোটটি তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত আন্দোলনটি পরবর্তীকালে সকল রাজনৈতিক আন্দোলনের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল"– তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ জনাব 'ক' প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে 'খ' দেশে কর্মরত ছিলেন। দেশের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হলে তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করে একটি রাজনৈতিক দল তৈরি করেন ও নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে দেশ পরিচালনা করেন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরপর রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলে একপর্যায়ে জনাব 'গ' ক্ষমতা গ্রহণ করে দীর্ঘদিন রাষ্ট্র শাসন করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হলে, একটি নির্বাচনের আয়োজন করা হয় এবং নির্বাচনের জয়ী দল সরকার গঠন করে।

ক. বাকশাল কী? ১

খ. একটি দেশের জন্য সংবিধান গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব 'ক' দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন শাসককে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব 'গ' এর পদত্যাগের মাধ্যমে 'খ' দেশটিতে গণতন্ত্রের পূর্ণযাত্রা শুরু হয়? মতামত দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **ঘটনা-১ :** গ্রহ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গিয়ে মনিকা এমন একটি গ্রহ সম্পর্কে জানতে পারে যা পৃথিবী থেকে অনেক বড় এবং আমাদের সূর্য যে গ্যাস দিয়ে তৈরি ঐ গ্যাসগুলোই গ্রহটির বায়ুমন্ডলে আছে।

ঘটনা-২ : গত শীতকালীন ছুটিতে সামিরা অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে যায়। সেখানে পৌঁছে সে তার বন্ধুর কাছে জানতে পারে যে, তাদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। সামিরা চিন্তা করল একই সময়ে পৃথিবীর সকল দেশে একই ঋতু বিরাজ করে না।

ক. অনুসূর কাকে বলে? ১

খ. স্থানীয় সময় বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হয় কেন? ২

গ. ঘটনা-১ কোন গ্রহটিকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর সামিরার ধারণাটি সঠিক? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক জানুয়ারির ১ থেকে ৩ তারিখে সূর্য পৃথিবীর নিকটতম অবস্থানে থাকে। একে পৃথিবীর অনুসূর বলে।

খ দ্রাঘিমা রেখার পার্থক্যের কারণে স্থানীয় সময় বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন হয়।

পৃথিবী গোলাকার এবং নিজ অক্ষে পূর্বদিকে অনবরত আবর্তিত হচ্ছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যের সামনে উপস্থিত হয়। যে সময়ে কোনো স্থানের মধ্যরেখা সূর্যের ঠিক সামনে চলে আসে অর্থাৎ ওই স্থানে সূর্যকে ঠিক মাথার উপর দেখা যায়, তখন তাকে মধ্যাহ্ন বা দুপুর ১২টা ধরা হয়। মধ্যাহ্ন অনুসারে দিনের অন্যান্য সময় নির্ধারিত হয়। প্রতি এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য স্থানীয় সময়ে ৪ মিনিট ব্যবধান হয়ে থাকে। সেই হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থানীয় সময়ে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

গ ঘটনা-১ শনি গ্রহটিকে নির্দেশ করছে।

শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এর আয়তন ৪২,৭০০,০০০,০০০ বর্গ কি. মি. এবং ব্যাস ১১৬,৪৬৪ কি. মি.। সূর্য থেকে শনির দূরত্ব ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। শনি ২৯ বছর ৫ মাসে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর চেয়ে শনির ব্যাস প্রায় ৯০০ গুণ বড়ো। খালি চোখে এটি দেখা যায়। শনির বায়ুমন্ডলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস রয়েছে। তিনটি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর গ্রহ সম্পর্কে পড়াশুনা করতে গিয়ে মনিকা এমন একটি গ্রহ সম্পর্কে জানতে পারে যা পৃথিবী থেকে অনেক বড় এবং আমাদের সূর্য যে গ্যাস দিয়ে তৈরি ঐ গ্যাসগুলোই গ্রহটির বায়ুমন্ডলে আছে। এরূপ বর্ণনায় শনি গ্রহকে নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা শনি গ্রহের বায়ুমন্ডলে প্রাপ্ত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম সূর্য তৈরি হয়েছে। সৌরজগতের আর কোনো গ্রহে এই গ্যাসের অস্তিত্ব দেখা যায় না। সুতরাং ঘটনা-১ এর গ্রহটি হলো শনি গ্রহ।

ঘ 'একই সময়ে পৃথিবীর সকল দেশে একই ঋতু বিরাজ করে না।'- সামিরার এ ধারণাটি সঠিক।

পৃথিবীতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঋতুর পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে আবহাওয়া ও তাপমাত্রায় ভিন্নতা দেখা যায়। মূলত পৃথিবীর বার্ষিক গতি ও অক্ষের ৬৬.৫° কৌণিক হেলনের কারণে এই ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ দেখা যায়, গত শীতকালীন ছুটিতে সামিরা অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে যায়। সেখানে পৌঁছে সে তার বন্ধুর কাছে জানতে পারে যে, তাদের গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। সামিরা চিন্তা করল একই সময়ে পৃথিবীর সকল দেশে একই ঋতু বিরাজ করে না। তার এরূপ চিন্তা যৌক্তিক। কারণ পৃথিবী সূর্যকে প্রতি বছর একবার পরিক্রমণ করে এবং এ সময় সে নিজ অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণায়মান থাকে। এই অক্ষ ৬৬.৫° কোণে হেলানো অবস্থায় থাকায় সূর্যের রশ্মি ভূপৃষ্ঠে কোথাও লম্বভাবে আবার কোথাও তির্যকভাবে পড়ে। এর ফলে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে এবং ঋতু পরিবর্তিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋতু বিরাজ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, তখন উত্তর গোলার্ধে শীতকাল হয়। বাংলাদেশের মতো উত্তর গোলার্ধের দেশগুলোতে জানুয়ারি মাসে যখন শীতকাল চলে, ঠিক তখনই অস্ট্রেলিয়ার মতো দক্ষিণ গোলার্ধের দেশগুলোতে গ্রীষ্মকালী বিরাজ করে। এই তথ্যের আলোকে বলা যায়, সামিরার ধারণা সঠিক। পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান ও ঘূর্ণনের প্রকৃতি অনুযায়ী, একই সময়ে পৃথিবীর সব দেশে এক ঋতু বিরাজ করে না।

সুতরাং বলা যায়, সামিরার ধারণা সঠিক। পৃথিবীর দুই গোলার্ধে ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ঋতু দেখা যায়, যা পৃথিবীর গতি ও অবস্থানের কারণে হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ সাজু তার পিতার সাথে দেশের একটি অঞ্চলে বেড়াতে যায়, যেটি দেশের সবচেয়ে উঁচু অঞ্চল। তবে এ ধরনের ভূমিরূপের পরিমাপ তুলনামূলকভাবে কম। তার বোন সুমি একটি উঁচু ভবনে কাজ করে। কাজ করার সময় হঠাৎ প্রচন্ড ঝাঁকুনি ও কম্পন অনুভব করলে সে ভয়ে চিৎকার করে লিফটের দিকে দৌড় দেয়।

ক. প্লাইস্টোসিনকাল কী? ১

খ. উঁচু ভবন নির্মাণে ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুসরণ করা উচিত কেন? ২

গ. সাজু বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির কোন অঞ্চলে বেড়াতে যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত অবস্থায় সুমির কাজটি সঠিক ছিল? যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **দৃশ্যকল্প-১ :** আয়ানের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি নদী প্রবাহমান যা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নদীটি থেকে একটি নতুন জলধারা তৈরি হয়।

দৃশ্যকল্প-২ : জনাব সেলিম রংপুরের একজন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি। তিনি তিস্তা নদী থেকে একাধিক খাল খনন করে তার এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করেন। তিনি এলাকাবাসীকে পানি সংরক্ষণ ও এর অপচয় রোধে উৎসাহিত করেন।

ক. জলবিদ্যুৎ কী? ১

খ. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন নদীকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তায় জনাব সেলিমের উদ্যোগটি মূল্যায়ন কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ **প্রেক্ষাপট-১ :** জনাব আনিস তার এলাকায় উপজেলা ভূমি অফিসে ভূমি কর সম্পর্কে জানতে গেলেন। তিনি সেখানে কর্তৃপক্ষ বরাবর একটি দরখাস্ত জমা দিলেন এবং তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন।

প্রেক্ষাপট-২ : জনাব ফরিদ একজন সরকারি কর্মকর্তা। তার কাজ সরকারি নীতির বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা ও নিজেদের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

ক. বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব কী? ১

খ. সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভার প্রয়োজন কেন? ২

গ. জনাব ফরিদ এর কাজ রাষ্ট্রের কোন ধরনের কার্যাবলিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. প্রেক্ষাপট-১ এ জনাব আনিস এর কার্যক্রমে কীভাবে সুশাসন ও গণতন্ত্র নিশ্চিত করা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে।

খ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা অপরিহার্য, কারণ এটি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আইন প্রণয়ন, সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের মত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আইনসভা নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। এটি নানা মত ও স্বার্থকে সমন্বয় করে একটি কার্যকর ও ন্যায্য শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাই গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশ ও রক্ষণে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম।

গ জনাব ফরিদ এর কাজ রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলিকে ইঙ্গিত করে।

মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের কাজ। বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে, যথা: নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কল্যাণমূলক। এ দুই ধরনের ভূমিকার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন-অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি এবং কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট-২ এর জনাব ফরিদ একজন সরকারি কর্মকর্তা। তার কাজ সরকারি নীতির বাস্তবায়ন করা। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা ও নিজেদের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তার এরূপ কাজে রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের প্রকাশ ঘটেছে। কেননা, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

ঘ ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ০৭ জনাব তমাল ১০ম শ্রেণির শ্রেণি শিক্ষক। শ্রেণিতে দলনেতা নির্বাচনের জন্য তিনি পাঁচজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করেন। কমিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করার সময় দুলাল জাল ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়ে। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি জানতে পেরে বলেন, "সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়া প্রয়োজন।

ক. আব্রাহাম লিংকন প্রদত্ত গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অর্জন করা প্রয়োজন কেন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কমিটি দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দুলালের কাজে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে ধারণাটি প্রতিফলিত হয়েছে তা চিহ্নিত করে প্রধান শিক্ষকের মতামতটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৮ **ঘটনা-১ :** জনাব হারুন 'ক' দেশে বেড়াতে গিয়ে লক্ষ করেন জনগণ প্রযুক্তির উপর বেশ নির্ভরশীল। যোগাযোগ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কারণে তাদের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়েছে।
ঘটনা-২ : বিদেশ ফেরত জনাব হানিফ এলাকার উন্নয়নের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তবে তিনি মনে করেন অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অশিক্ষা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অন্তরায়।

ক. মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে সচেতন হওয়া প্রয়োজন কেন? ২

গ. উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে 'ক' দেশে কোন প্রকৃতির ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর ঘটনা-২ এ উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাটি উত্তরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্ভব? যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের জনগণ মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।

খ অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি, কারণ এসব সমস্যার প্রভাব আমাদের দৈনন্দিন জীবন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর পড়ে।
সচেতনতা আমাদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, যেমন- সঞ্চয় বৃদ্ধি, অপচয় রোধ ও দক্ষতা অর্জন। এতে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের উন্নয়ন সম্ভব হয়। অর্থনৈতিক সচেতনতা থাকলে আমরা দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নের পথে এগোতে পারি। তাই সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

গ উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে 'ক' দেশটি একটি উন্নত দেশ।
উন্নত দেশ বলতে এমন দেশকে বোঝায়, যেখানে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত। এসব দেশে মাথাপিছু আয় ও শিল্পায়নের হার বেশি, অবকাঠামো সুসংহত এবং প্রযুক্তিনির্ভরতা ও মানবসম্পদের দক্ষতাও অনেক উন্নত।
উদ্দীপকের জনাব হারুন যে 'ক' দেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি প্রযুক্তিনির্ভরতা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এসব বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'ক' দেশটি একটি উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য বহন করে। উন্নত দেশগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উন্নত প্রযুক্তি, যা উৎপাদন, যোগাযোগ ও জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনে। এই দেশগুলোতে ডিজিটাল অবকাঠামো, ইন্টারনেট সুবিধা এবং পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে নাগরিকদের জীবন অনেক সহজ ও গতিশীল হয়। তাছাড়া উন্নত দেশগুলোতে শিল্পায়নের ফলে অর্থনীতি কৃষিনির্ভরতা থেকে শিল্পনির্ভরতায় রূপ নেয়, যার ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং আয়বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস পায়। জনগণের সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা, উচ্চ শিক্ষার হার, নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এসব দেশকে আরও মানবিক ও টেকসই করে তোলে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, ঘটনা-২ এ উল্লিখিত প্রতিবন্ধকতাটি তথা আর্থ-সামাজিক সমস্যা উত্তরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রগতি সম্ভব। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে দেশটি অগ্রগতি করলেও এখনো বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। দুর্বল অবকাঠামো, অশিক্ষা, বেকারত্ব, নারীর পশ্চাৎপদতা, জনসংখ্যা সমস্যা ও প্রযুক্তির অভাব-এসব সমস্যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২-তে জনাব হানিফ যে সমস্যাগুলোর কথা বলেছেন, তা বাংলাদেশের বাস্তবতার সজ্ঞে গভীরভাবে সম্পর্কিত। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অশিক্ষা যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে, তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও বড় বাধা। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকলে পণ্য পরিবহন, ব্যবসা সম্প্রসারণ, বিনিয়োগ আকর্ষণ ও জরুরি সেবার বিস্তারে বিলম্ব ঘটে। ফলে অর্থনীতির গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। অপরদিকে, অশিক্ষা ও শিক্ষার নিম্নমান সাধারণ জনগণকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে ব্যর্থ করে। কর্মক্ষেত্রে তাদের উৎপাদনশীলতা কমে যায়, যা শিল্প, কৃষি ও প্রযুক্তিনির্ভর খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জন নয়, বরং দক্ষতা, সচেতনতা ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্ব গঠনের মাধ্যম। অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী উন্নয়ন পরিকল্পনা বুঝতে ও তাতে অংশগ্রহণ করতেও অপারগ থাকে। তাছাড়া, শিক্ষা ও যোগাযোগের উন্নয়ন হলে নারী উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, শিশুদের শিক্ষাগ্রহণ-সব ক্ষেত্রেই ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে, অন্যদিকে সামাজিক অপরাধও হ্রাস পায়। এভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করা গেলে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র-সকল পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও শিক্ষার বিস্তার বাংলাদেশের অগ্রগতির পূর্বশর্ত। এই দুটি প্রতিবন্ধকতা সফলভাবে অতিক্রম করতে পারলে দেশ আর্থসামাজিকভাবে আরও সুসংগঠিত ও উন্নত হতে পারবে। জনাব হানিফের পরিকল্পনাও তখন বাস্তবে রূপ নেওয়ার পথ পাবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ভূমিহীন ছকিনা বেগম একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনে দর্জির কাজ শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যেই তার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। অপরদিকে জনাব বশির একটি গার্মেন্টস কারখানার মালিক, তিনি বিদেশি ক্রেতাদের সজ্ঞে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লেনদেন করেন। তিনি তার কর্মচারীদের ঐ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বেতন প্রদান করেন।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ১
খ. কীভাবে সরকারের আয় বৃদ্ধি করা যায়? ২
গ. ছকিনা বেগম যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছে– তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে বশির সাহেবের লেনদেনকৃত আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০ জনাব তারেক খুবই ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি অনেক বিষয় জানতে পারেন যা নিজের জীবনে অনুশীলন করার চেষ্টা করেন। এর ফলে তার মধ্যে একটি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অন্যদিকে, জনাব মনির একটি গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে গরু লালন-পালন ও বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে লাভবান হন।

ক. কিংসলে ডেভিস এর মতে সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১
খ. নারীর ক্ষমতায়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. জনাব তারেকের মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানটি লক্ষণীয়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, জনাব মনিরের কর্মকাণ্ডে সামাজিক পরিবর্তনের যে উপাদানটি প্রতিফলিত হয়েছে তা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে? যুক্তি দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ **এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।**

প্রশ্ন ▶ ১১ **ঘটনা-১ :** হাফিজা একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সম্প্রতি সন্তান সম্ভবা হওয়ায় প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও তিনি পূর্ণ বেতন ভোগ করেন।

ঘটনা-২ : টমি একজন উঠতি বয়সি ছেলে। বর্তমান সমাজের রীতিনীতি তার পছন্দ নয়। এজন্য সে সমভাবাপন্ন বন্ধুদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তন আনতে চায়। পুলিশ বিষয়টি জানতে পেরে তাকে গ্রেফতার করে।

ক. AIDS-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. আমরা ধর্মীয় আদর্শে জীবন গঠনে উদ্বুদ্ধ হব কেন? ২
গ. ঘটনা-১ এ তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. টমির কার্যক্রমে তোমার পাঠ্যবইয়ের যে সমস্যাটি ফুটে উঠেছে তা একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে অন্তরায়– মতামত দাও। ৪

[রা. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়- ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান- ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী?
ক কিওক্রাডং খ তাজিংডং গ মোদকমুয়াল ঘ চিম্বুক

২. গড় হিসেবে বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস কোনটি?
ক মার্চ খ এপ্রিল গ মে ঘ জুন

৩. 'টাইটানিয়া' কোন গ্রহের উপগ্রহ?
ক শনি খ বৃহস্পতি গ ইউরেনাস ঘ নেপচুন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ থেকে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রেহানের মামা মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে চলে যান। অন্যদিকে পলাশের মামা মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পাকহানাদার বাহিনী তাকে হত্যা করে।

৪. রেহানের মামা মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা রাখেন–
ক ছাত্র সমাজ হিসেবে খ দলীয় কর্মীরূপে
গ গণমাধ্যম কর্মীরূপে ঘ পেশাজীবী পরিচয়ে

৫. মুক্তিযুদ্ধে পলাশের মামার মাধ্যমটির ভূমিকা হলো–
i. দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করা ii. গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ পরিচালনা
iii. যুদ্ধক্ষেত্রের ঘটনা প্রচার করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. টেকসই উন্নয়নে সবচেয়ে বড় বাঁধা কোনটি?
ক সম্পদের সুষম বণ্টনের অভাব খ নারীর ক্ষমতায়নের অভাব
গ নবায়নযোগ্য জ্বালানির অভাব ঘ অপরিকল্পিত নগরায়ণ

৭. কার পিতা প্রথম কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার উদ্বোধন করেন?
ক সালাম খ বরকত গ শফিউর ঘ রফিক

৮. 'P' রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ২৪১৩ ইউএস ডলার। আয়ভিত্তিক শ্রেণি অনুযায়ী রাষ্ট্রটি কোন শ্রেণির আন্তর্ভুক্ত?
ক উচ্চ আয় খ নিম্ন আয় গ উচ্চ মধ্য আয় ঘ নিম্ন মধ্য আয়

৯. যৌথ পরিবার ভাঙনের মূল কারণ কোনটি?
ক পারিবারিক অসন্তোষ খ অধিক জনসংখ্যা
গ শিক্ষার প্রসার ঘ শিল্পায়নের প্রসার

১০. ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের প্রশাসনের চিত্রে কোন ক্ষেত্রটিতে বাঙালির সংখ্যা সবচেয়ে কম ছিল?
ক দেশরক্ষা খ শিল্প গ শিক্ষা ঘ আইন

১১. রাষ্ট্রের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন কে?
ক অ্যারিস্টটল খ টি. এইচ. গ্রীন
গ আর. এম. ম্যাকাইভার ঘ অধ্যাপক গার্নার

১২. ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে কোন দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন?
ক ইংল্যান্ড খ জাপান গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ গণচীন

☐ জনাব 'X' ফেনী জেলার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা। এ বছর বন্যায় তিনি বিভিন্ন সংগঠনের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্গত মানুষকে সাহায্য করেন।

১৩. জনাব 'X' কোন প্রশাসনের কর্মকর্তা?
ক উপজেলা প্রশাসন খ জেলা প্রশাসন
গ বিভাগীয় প্রশাসন ঘ কেন্দ্রীয় প্রশাসন

১৪. পথ শিশুদের উন্নয়নে কাজ করে জাতিসংঘের কোন সংস্থা?
ক UNIFEM খ UNFPA গ UNICEF ঘ UNESCO

১৫. আইনের অনুশাসন থাকলে–
i. ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় ii. ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় থাকে
iii. ধনী-গরিব বৈষম্য বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৬. কোনটির অপ্রাচুর্য নেই?
ক শার্ট খ বাড়িঘর গ কলম ঘ বাতাস

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ থেকে ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সোহান বিক্রমপুর মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে ৫০০ টাকা দরে ১ কেজি মিষ্টি কিনল। সে দোকানীকে ৫৭৫ টাকা দাম দিল। অন্যদিকে সোহেলের একটি ব্যাংকে ৫ বছর মেয়াদি ২০ লক্ষ টাকার সঞ্চয়পত্র কেনা ছিল। মেয়াদ শেষে সঞ্চয়পত্র ভেঙে সে একটি মুরগীর খামার গড়ে তুললো।

১৭. সোহান বাড়িতে টাকা কোন কর হিসেবে দিল?
ক আবগারী শুল্ক খ মূল্য সংযোজন কর
গ বাণিজ্য শুল্ক ঘ সম্পূরক শুল্ক

১৮. সোহেল যে ব্যাংকের কার্যক্রম তুলে ধরেছে সেটির মাধ্যমে–
i. স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে ii. দেশে-বিদেশে অর্থ পাঠাতে পারে
iii. বিনা জামানতে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়া যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. লামার মাইভার পর্বত হতে কোন নদীর উৎপত্তি?
ক সাঙ্গু খ নাফ গ মাতামুহুরী ঘ পশুর

২০. কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটিতে আয় বৈষম্য বেশি?
ক সমাজতান্ত্রিক খ ধনতান্ত্রিক গ ইসলামি ঘ মিশ্র

২১. "নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন" এ প্রতিপাদ্যটি ঘোষণা করা হয় কোন নারী সম্মেলনে?
ক কোপেন হেগেন খ বেইজিং গ নাইরোবি ঘ নিউইয়র্ক

২২. বাংলাদেশ কেন দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ?
ক জনগণের স্বল্প সঞ্চয় ও মূলধন খ অবকাঠামোগত দুর্বলতা
গ বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরশীলতা ঘ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি

২৩. 'ক' স্থানের দ্রাঘিমা ৫০° পশ্চিম। এর প্রতি... স্থানের দ্রাঘিমা কত হবে?
ক ৫০° উত্তর খ ৫০° দক্ষিণ গ ১৩০° পূর্ব ঘ ১৩০° পশ্চিম

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ থেকে ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
আরমান ও মিতু দম্পত্তির বিবাহিত জীবন ৫ বছর। তাদের কোন সন্তান-সন্তুতি নাই। অন্যদিকে রেহান ও সোমা দম্পত্তির ২ বছর বয়সের ছেলে ও ৪ বছর বয়সের মেয়ে রয়েছে। এই দম্পত্তি সরকারি-বেসরকারি চাকুরী করছে। অবসর সময়ে তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণে যায়।

২৪. স্বামী-স্ত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী আরমান ও মিতুর পরিবারটি কোন ধরনের?
ক এক পত্নীক খ মাতৃপ্রধান গ একক ঘ নয়াবাস

২৫. রেহান ও সোমার পরিবারের সাধারণ কার্যাবলির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে–
i. জৈবিক ও অর্থনৈতিক ii. বিনোদনমূলক ও মনস্তাত্ত্বিক
iii. রাজনৈতিক ও স্বাস্থ্য সেবামূলক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. বিশ্বে প্রথম কত সালে এইচ আই ভি সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ২০১০ খ ২০০২ গ ১৯৯৫ ঘ ১৯৮১

২৭. বাংলাদেশে আগের তুলনায় নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন?
ক প্রযুক্তির উন্নতি খ আত্ম কর্মসংস্থান সৃষ্টি
গ ব্যাপক নগরায়ণ ঘ নারী শিক্ষার প্রসার

২৮. নাফিসা বাড়িতে মেহমান এলে তাদের সালাম দেয় এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করে। নাফিসার স্বভাবে ফুটে উঠেছে–
ক সামাজিক পরিবর্তন খ সামাজিক স্থিতিশীলতা
গ আইনের শাসন ঘ সামাজিক মূল্যবোধ

২৯. বাংলাদেশে কোন ব্যক্তি অধিক নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ প্রধান বিচারপতি ঘ প্রধান নির্বাচন কমিশনার

৩০. কোনটি সামাজিকীকরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম?
ক বিদ্যালয় খ প্রতিবেশী গ গণমাধ্যম ঘ পরিবার

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ঘটনা-১ : আসিক এবং মিতা ভাল গান গায়। যুদ্ধের সময় তার বেতার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশের গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে।
ঘটনা-২ : বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়টি পড়াতে যেয়ে মিজান স্যার বললেন, তোমরা এমন দেশে বাস করছ যে দেশ সর্বপ্রথম অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছে।
ক. গণযুদ্ধ কাকে বলে? ১
খ. যৌথ কমান্ড গড়ে তোলা হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মুক্তিযুদ্ধে আসিফ এবং মিতার কার্যক্রম দ্বারা কাদের ভূমিকাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ঘটনা-১ : বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় পড়াতে গিয়ে শিক্ষক উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'X' রাষ্ট্রের আয়তন পাঁচলক্ষ বর্গমাইল, জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। তাদের নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ রয়েছে।
ঘটনা-২ : মি. 'Y' রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খুবই সচেতন। তিনি সরকারি হাসপাতাল থেকে তার সন্তানদের টিকা দেন। তিনি নিয়মিত বেতনের একটি অংশ সরকারকে প্রদান করেন।
ক. আইনের সংজ্ঞা দাও। ১
খ. আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভাকে আইন তৈরির প্রধান উৎস বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এ 'X' রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি নেই তার বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর 'Y' ব্যক্তির মতো নাগরিকেরাই রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখে? মতামত দাও। ৪

৩।

তথ্য-১	তথ্য-২
১. ইতিবাচক পরিবর্তন হয়	১. বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০%
২. নিজের প্রতি বিশ্বাস তৈরি হয়	২. গ্রামীণ নারী শিক্ষায় উপবৃত্তি দেয়া হয়।
৩. গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস দূর হয়	৩. নারীরা অনলাইনে ঘরে বসে উপার্জন করছে

ক. প্রযুক্তি কী? ১
খ. শিল্পায়ন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে? ২
গ. তথ্য-১ এ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তথ্য-২ এর উল্লিখিত উপাদানটি নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৪।

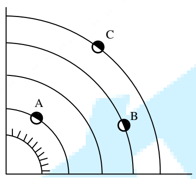

চিত্র : সৌরজগৎ

ক. অপসুর কাকে বলে? ১
খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্রের 'A' গ্রহটির বর্ণনা দাও। ৩
ঘ. চিত্রের 'B' ও 'C' গ্রহগুলোর মধ্যে কোনটি মনুষ্য বসবাসের উপযোগী? যুক্তি দাও। ৪

৫। ঘটনা-১ : ট্রাকভাড়া বেড়ে যাওয়ায় চাষি ফজলুর রহমান তার ফসল বাজারে আনতে পারেনি।
ঘটনা-২ : বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় 'X' পোশাক কারখানায় উৎপাদন কমে যায়। ফলে তাদের রপ্তানি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।
ক. মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করতে হলে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্যকে হিসাব করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতার কোন ক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতার যে প্রতিবন্ধকতাকে নির্দেশ করছে তা থেকে উত্তরণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় বরে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৬। **দৃশ্যকল্প-১ :** 'P' নামক রাষ্ট্রের সরকার মাত্র ৫ ভাগ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলনে নামে। বেশ কয়েকজন যুবক বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তা প্রতিহত করে।
দৃশ্যকল্প-২ : 'Q' রাষ্ট্রের একটি প্রদেশের প্রথম নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল তাদেরকে এক মাস ২৬ দিনের বেশি টিকতে দেয়নি।
ক. বাঙালী জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র চালু করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পঠিত কোন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত বিজয়ী দলের ক্ষমতায় বেশিদিন টিকতে না পারার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

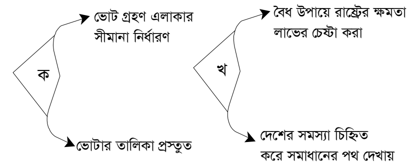

ক. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কাকে বলে? ১
খ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের বিকল্প নেই কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'ক' চিহ্নিত স্থানে কোন প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় 'খ' চিহ্নিত সংগঠনটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৮।

ক. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১
খ. নদীর তীরে কীভাবে জনবসতির বিস্তার ঘটে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' চিহ্নিত নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'B' ও 'C' চিহ্নিত বনভূমির মধ্যে কোনটি প্রকৃতির দুর্যোগ প্রতিরোধে বেশি ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। দৃশ্যকল্প-১ : জমির মিয়া দুই মাস হলো দুবাই থেকে দেশে ফিরেছে। তার ওজন আগের চেয়ে কমে গেছে। শরীর সবসময় গরম থাকে ও ঘন ঘন পেটে সমস্যা হয়। পরিবারের সদস্যরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেন।
দৃশ্যকল্প-২ : সিরাজগঞ্জে একই পরিবারের ৬ জন সি.এন.জিতে. করে বাড়ি ফিরছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৬ জন গুরুতর আহত হন।
ক. কিশোর অপরাধ কাকে বলে? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর–বিশ্লেষণ কর। ৪

১০।

দেশ	অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য
A	'X' তার নিজের জমিতে পাঁচতলা দালান নির্মাণ করে ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সেখানে পোশাক কারখানা নির্মাণ করে।
B	সমাজের সকল সদস্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ করে।
C	ব্যক্তি বা বেসরকারিভাবে কোন দ্রব্য উৎপাদন না হলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়।

ক. মূলধন কাকে বলে? ১
খ. 'কর্মদক্ষতা' জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'C' কোন ধরনের অর্থব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখা কর। ৩
ঘ. 'A' ও 'B' অর্থব্যবস্থার কোনটি বাংলাদেশের জন্য অধিকতর প্রযোজ্য? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

১১। দৃশ্যকল্প-১ : আমাদের দেশের অবহেলিত শিশুদের সুস্থতা এবং সুশিক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করে।
দৃশ্যকল্প-২ : ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বেগম মনোয়ারা বেগম। তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন এই সংস্থাটির জন্যই আমাদের দেশের অনেক তালাকপ্রাপ্ত ও অসহায় নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ও নিরাপদে বিদেশে কর্মের সুযোগ পাচ্ছে।
ক. FAO-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. আন্তর্জাতিক আদালত কীভাবে বিভিন্ন দেশের বিবাদ মীমাংসা করে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন আন্তর্জাতিক অঙ্গ সংগঠনটির উল্লেখ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নারীর ক্ষমতায়নে ঘটনা-২ এর অঙ্গ সংস্থাটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	খ	৩	গ	৪	ঘ	৫	খ	৬	ক	৭	গ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	ক	১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	খ	২১	খ	২২	ক	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	*	২৭	ঘ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১ ঘটনা-১ : আসিক এবং মিতা ভাল গান গায়। যুদ্ধের সময় তারা বেতার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশের গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে।

ঘটনা-২ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি পড়াতে যেয়ে মিজান স্যার বললেন, তোমরা এমন দেশে বাস করছ যে দেশ সর্বপ্রথম অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছে।

ক. গণযুদ্ধ কাকে বলে? ১

খ. যৌথ কমান্ড গড়ে তোলা হয়েছিল কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মুক্তিযুদ্ধে আসিফ এবং মিতার কার্যক্রম দ্বারা কাদের ভূমিকাকে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ উল্লিখিত যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে যুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে তাকে গণযুদ্ধ বলে।

খ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সঠিক নেতৃত্ব ও কার্যকর সমন্বয়ের অভাবে শুরুতে কিছুটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সমস্যা দূর করতে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের কার্যক্রম সমন্বয় ও সংগঠিত করার প্রয়োজনে যৌথ কমান্ড গঠন করা হয়। এর ফলে সব সেক্টরের অভিযান একটি পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত হয় এবং যুদ্ধ কৌশলে গতি ও সফলতা আসে। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সমন্বয়ও সহজ হয়। যৌথ কমান্ড মুক্তিযুদ্ধকে সুসংগঠিত ও কার্যকর করে তোলে।

গ মুক্তিযুদ্ধে আসিফ এবং মিতার কার্যক্রম দ্বারা গণমাধ্যমের ভূমিকাকে নির্দেশ করছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের বেতার শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরবর্তীতে এটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ আসিক এবং মিতা ভাল গান গায়। যুদ্ধর সময় তারা বেতার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেশের গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে। তাদের এরূপ ভূমিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে এ মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা, রণাঙ্গণের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মনোবল চাঙ্গা রাখতো। তাছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঘ ঘটনা-২ এ উল্লিখিত ঘটনাটি হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এ যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন দেশ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে প্রিয় মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বাস্তব রূপ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শুধু একটি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং সারাবিশ্বে এটা জানাতে সক্ষম হয় যে আমরা এক বীরের জাতি।

উদ্দীপকের মিজান স্যারের কথায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে। বিশ্বইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু এ ভূখন্ডের সংগ্রামী মানুষ এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধ এ অঞ্চলের বাঙালি এবং এ ভূখন্ডে বসবাসকারী অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর জনগণের মধ্যে নতুন যে দেশপ্রেমের জন্ম দেয়, তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধ শেষে জনগণ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, যা বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের নিপীড়িত, স্বাধীনতাকামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।

প্রশ্ন ▶ ০২ ঘটনা-১ : বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পড়াতে গিয়ে শিক্ষক উদাহরণ দিয়ে বললেন, 'X' রাষ্ট্রের আয়তন পাঁচলক্ষ বর্গমাইল, জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। তাদের নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ রয়েছে।

ঘটনা-২ : মি. 'Y' রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খুবই সচেতন। তিনি সরকারি হাসপাতাল থেকে তার সন্তানদের টিকা দেন। তিনি নিয়মিত বেতনের একটি অংশ সরকারকে প্রদান করেন।

ক. আইনের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভাকে আইন তৈরির প্রধান উৎস বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ 'X' রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি নেই তার বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'Y' ব্যক্তির মতো নাগরিকেরাই রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখে? মতামত দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং মানুষের সামাজিক কল্যাণের জন্য গৃহিত সুনির্দিষ্ট নিয়মের সমষ্টিকে আইন বলে।

খ আধুনিক রাষ্ট্রের আইনসভাকে আইন তৈরির প্রধান উৎস বলা হয়, কারণ এটি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতিমালা নির্ধারণ করে।

আইনসভা বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে, যা নাগরিকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার সুরক্ষায় সহায়ক। নির্বাহী ও বিচার বিভাগের কাজও এই আইন অনুসরণে পরিচালিত হয়। ফলে আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভাই আইনের প্রাথমিক ও বৈধ উৎস হিসেবে বিবেচিত।

গ ঘটনা-১ এ 'X' রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব উপাদানটি নেই।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো নির্দিষ্ট ভূমি, জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এসব উপাদানের মধ্যে সার্বভৌমত্ব মুখ্য উপাদান। সার্বভৌমত্ব ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এর শিক্ষক বলেন, 'X' রাষ্ট্রের আয়তন পাঁচলক্ষ বর্গমাইল, জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। তাদের নির্বাচিত কর্তৃপক্ষ রয়েছে। এরূপ বর্ণনায় রাষ্ট্রের ভূখণ্ড, জনসংখ্যা ও সরকারের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং যে উপাদানটির বর্ণনা এখানে নেই সেটি হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌম দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এ ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐ বৈশিষ্ট্য, যার ফলে নিজের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার ইচ্ছার দ্বারা রাষ্ট্র আইনসঙ্গতভাবে আবদ্ধ নয়। প্রত্যেক সমাজব্যবস্থায় চূড়ান্ত ক্ষমতা কার্যকর করার জন্য একটিমাত্র কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ থাকবে। আর এ ক্ষমতাই হলো সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের আদর্শ বা আইন মানতে সকলেই বাধ্য। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌমত্ব না থাকলে একটি দেশ রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি 'Y' ব্যক্তির মতো নাগরিকরাই রাষ্ট্রের কল্যাণে অবদান রাখে।

প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক ও আইনগত দায়িত্ব হলো রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা। নাগরিকদের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্রের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন সম্ভব নয়। নাগরিকরা যদি আইন মেনে চলে, কর প্রদান করে, সততার সঙ্গে ভোট দেয় এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়, তবে একটি আদর্শ, সুশৃঙ্খল ও উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। নাগরিকের কর্তব্য পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত হয় এবং সবাই নিরাপদ, সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ মি. 'Y'-এর আচরণ একজন আদর্শ নাগরিকের পরিচায়ক। তিনি তার সন্তানদের সরকারি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে নিয়মিত টিকা প্রদান করেছেন, যা শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতের পাশাপাশি জনস্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া তিনি নিয়মিত বেতন থেকে সরকারকে কর প্রদান করেন, যা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। তার এ দায়িত্বশীলতা প্রমাণ করে যে, তিনি শুধু নিজের পরিবার নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সচেতনভাবে অবদান রাখছেন। এমন নাগরিকরাই দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তারা আইন মেনে চলে, দুর্নীতিকে ঘৃণা করে এবং দেশের অগ্রগতিকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করে কাজ করে।

অতএব বলা যায়, মি. 'Y'-এর মতো সচেতন নাগরিকরাই একটি সুশাসিত, উন্নত ও কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনে অবদান রাখে। প্রতিটি নাগরিক যদি তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তবে রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ▸ ০৩

তথ্য-১	তথ্য-২
ইতিবাচক পরিবর্তন হয়	বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০%
নিজের প্রতি বিশ্বাস তৈরি হয়	গ্রামীণ নারী শিক্ষায় উপবৃত্তি দেয়া হয়।
গোঁড়ামি ও অন্ধবিশ্বাস দূর হয়	নারীরা অনলাইনে ঘরে বসে উপার্জন করছে

ক. প্রযুক্তি কী? ১

খ. শিল্পায়ন কীভাবে সামাজিক পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে? ২

গ. তথ্য-১ এ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তথ্য-২ এর উল্লিখিত উপাদানটি নারীর ক্ষমতায়নের পথকে সুগম করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ **এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।**

প্রশ্ন ▸ ০৪

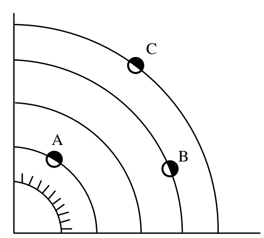

চিত্র : সৌরজগৎ

ক. অপসূর কাকে বলে? ১

খ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্রের 'A' গ্রহটির বর্ণনা দাও। ৩

ঘ. চিত্রের 'B' ও 'C' গ্রহগুলোর মধ্যে কোনটি মনুষ্য বসবাসের উপযোগী? যুক্তি দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যের চারদিকে কোনো গ্রহে অক্ষপথের দূরতম বিন্দুকে ঐ গ্রহের অপসূর বলে।

খ সময় সংক্রান্ত বিভ্রাট দূর করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১৮০° দ্রাঘিমা রেখাকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের ওপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। একে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে। কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে তারিখ বা বার নিয়ে গরমিল দেখা দেয়। কোনো স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা বা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে স্থানীয় সময়ের সাথে একদিন বিয়োগ করতে হয়। আবার পশ্চিম দিকে ভ্রমণকারী কেউ ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা বা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করলে তাদের কম সময়ের সাথে একদিন যোগ করতে হয়। এতে তারিখ ও সময়ের বিভ্রাট দূর হয়।

গ চিত্রের 'A' গ্রহটি হলো বুধ গ্রহ।

বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। এর ব্যাস ৪,৮৫০ কিলোমিটার এবং ওজন পৃথিবীর ৫০ ভাগের ৩ ভাগের সমান। সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করতে এর ৮৮ দিন সময় লাগে। সূর্য থেকে বুধের গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই। সূর্যের নিকটতম গ্রহ বলে এর তাপমাত্রা অত্যধিক। বুধের ভূত্বকে সমতল ভূমিসহ অসংখ্য গর্ত ও পাহাড় লক্ষ করা গেছে। বুধের আয়তন ৭৪,৮০০.০০০ বর্গ কিলোমিটার।

উদ্দীপকের চিত্রে দেখা যায়, 'A' গ্রহটি সূর্যের খুব নিকটে অবস্থান করছে। এরূপ অবস্থানের কারণে সহজেই অনুমান করা যায় যে, গ্রহটি হলো বুধ গ্রহ।

ঘ চিত্রের 'B' ও 'C' গ্রহগুলো দ্বারা যথাক্রমে পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহকে নির্দেশ করে। এ দুটি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবী মনুষ্য বসবাসের উপযোগী।

জীবজন্তুর বেঁচে থাকার জন্য পর্যাপ্ত ও পরিমিত আলো, বাতাস ও পানি প্রয়োজন। প্রাণী টিকে থাকার মতো তাপমাত্রা ও অক্সিজেন থাকাও আবশ্যক। একমাত্র পৃথিবী ছাড়া আর কোনো গ্রহে এরূপ আদর্শ পরিবেশ নাই যা মানুষের বসবাস ও বেঁচে থাকার জন্য উপযোগী।

উদ্দীপকের চিত্রের 'C' গ্রহটি দ্বারা মঙ্গল গ্রহকে নির্দেশ করা হয়েছে। মঙ্গালের বায়ুমণ্ডলে, শতকরা ৩ ভাগ নাইট্রোজেন ও ২ ভাগ আর্গন গ্যাস রয়েছে। কিন্তু প্রাণীর অস্তিত্ব ও বিকাশের জন্য অবশ্যই অক্সিজেন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে হবে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে। এসব উপাদান পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকায় মঙ্গালে জীবনধারণ অসম্ভব। তাছাড়া মঙ্গাল গ্রহ অনেক ঠান্ডা এবং গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের নিচে। অন্যদিকে, চিত্রের 'B' চিহ্নিত গ্রহটি তথা পৃথিবী সৌরজগতের এমন একটি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত, যেখানে জীবনধারণের জন্য সূর্য থেকে প্রয়োজনীয় মাত্রায় আলো ও তাপ পাওয়া যায়। অন্যান্য গ্রহ সূর্যের খুব বেশি কাছে বা অতি দূরে থাকার কারণে এগুলোর পরিবেশ হয় অতি উষ্ণ না হয় অতি শীতল। এ কারণে সেখানে প্রাণের অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং টিকে থাকার অনুকূল পরিবেশ নেই। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে রয়েছে পরিমিত পরিমাণে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন, ভূপৃষ্ঠে আছে পর্যাপ্ত পানি। এছাড়া পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা ১৩.৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা জীবজগতের জন্য উপযোগী। বিজ্ঞানীদের মতে, সৌরজগতে পৃথিবীর অবস্থান, গঠন ও এর উপরিভাগে বিদ্যমান অনুকূল জলবায়ুর কারণেই এখানে জীবনধারণ ও প্রাণিজগতের বিকাশ সম্ভব হচ্ছে।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, সৌরজগতের আটটি গ্রহের মধ্যে পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ, যেখানে প্রাণের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ রয়েছে।

প্রশ্ন ▸ ০৫ ঘটনা-১ : ট্রাক ভাড়া বেড়ে যাওয়ায় চাষি ফজলুর রহমান তার ফসল বাজারে আনতে পারেনি।

ঘটনা-২ : বিদ্যুৎ ও গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়ায় 'X' পোশাক কারখানায় উৎপাদন কমে যায়। ফলে তাদের রপ্তানি প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।

ক. মোট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করতে হলে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্যকে হিসাব করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতার কোন ক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাকে ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতার যে প্রতিবন্ধকতাকে নির্দেশ করছে তা থেকে উত্তরণে কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৬ দৃশ্যকল্প-১ : 'P' নামক রাষ্ট্রের সরকার মাত্র ৫ ভাগ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রের একমাত্র ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে জনগণ আন্দোলনে নামে। বেশ কয়েকজন যুবক বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তা প্রতিহত করে।

দৃশ্যকল্প-২ : 'Q' রাষ্ট্রের একটি প্রদেশের প্রথম নির্বাচনে ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে কয়েকটি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন দল তাদেরকে এক মাস ২৬ দিনের বেশি টিকতে দেয়নি।

ক. বাঙালী জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র চালু করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ তোমার পঠিত কোন আন্দোলনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত বিজয়ী দলের ক্ষমতায় বেশিদিন টিকতে না পারার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভূমির ওপর সে দেশের মোট শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যকে ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয় বলে।

খ মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ সঠিকভাবে হিসাব করার জন্য এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত পণ্যকে হিসাব করা হয়।

অনেক দ্রব্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে বাজারে আসার আগে প্রাথমিক দ্রব্য ও মাধ্যমিক দ্রব্য হিসেবে একাধিকবার ক্রয়-বিক্রয় হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের জন্য এর প্রত্যেকটি ধাপেই দ্রব্যটির হিসাব করা হলে জাতীয়-উৎপাদনের পরিমাণ সঠিক হবে না। তাই মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের পণ্যটিই হিসাব করতে হবে।

গ ঘটনা-১ এ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রসরতার কৃষিক্ষেত্রের প্রতিবন্ধকতাকে ইঙ্গিত করেছে।

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানকার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অনেক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বিশেষ করে কৃষি খাতের উন্নয়নে সেচ, বিদ্যুৎ, পরিবহন, বাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বড়ো প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। এসব কারণেই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত ফজলুর রহমানের ফসল বাজারে আনতে না পারার ঘটনাটি কৃষিখাতের অবকাঠামোগত দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়। কৃষি উৎপাদনের পর পণ্য বাজারজাত করাই কৃষকের মূল লক্ষ্য। কিন্তু পরিবহন খরচ বেড়ে গেলে চাষিদের লাভ হয় না, বরং লোকসানের শিকার হতে হয়। ফলে তারা কৃষিকাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। বাংলাদেশের অনেক গ্রামীণ অঞ্চলে এখনো পর্যাপ্ত রাস্তা, যানবাহন বা সুলভ পরিবহন ব্যবস্থা নেই। এই অবস্থা শুধু ব্যক্তিগত কৃষকের নয়, বরং দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার জন্যই হুমকি। উৎপাদিত পণ্য বাজারে সহজে পৌঁছে না দেওয়ার ফলে কৃষকের ন্যায্যমূল্য পাওয়া সম্ভব হয় না। আবার অনেক সময় দালাল ও মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে কৃষিপণ্য বিক্রি হয়, যার ফলে কৃষক বঞ্চিত হয় প্রকৃত আয় থেকে।

ঘ ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ০৭

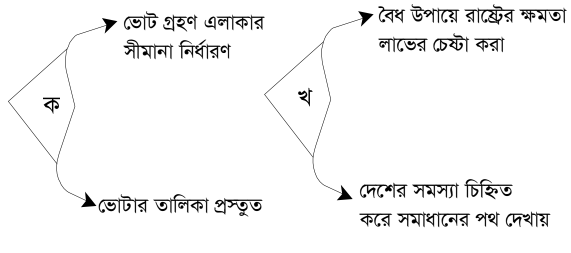

ক. প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচনের বিকল্প নেই কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' চিহ্নিত স্থানে কোন প্রতিষ্ঠানের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় 'খ' চিহ্নিত সংগঠনটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৮

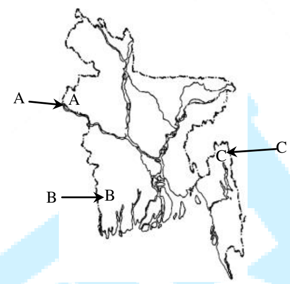

ক. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১

খ. নদীর তীরে কীভাবে জনবসতির বিস্তার ঘটে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'A' চিহ্নিত নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' ও 'C' চিহ্নিত বনভূমির মধ্যে কোনটি প্রকৃতির দুর্যোগ প্রতিরোধে বেশি ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ দৃশ্যকল্প-১ : জমির মিয়া দুই মাস হলো দুবাই থেকে দেশে ফিরেছে। তার ওজন আগের চেয়ে কমে গেছে। শরীর সবসময় গরম থাকে ও ঘন ঘন পেটে সমস্যা হয়। পরিবারের সদস্যরা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দেন।

দৃশ্যকল্প-২ : সিরাজগঞ্জে একই পরিবারের ৬ জন সিএনজিতে করে বাড়ি ফিরছিল। বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক পাশ কাটাতে গিয়ে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই ৬ জন গুরুতর আহত হন।

ক. কিশোর অপরাধ কাকে বলে? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত সামাজিক সমস্যা সমাধানে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর–বিশ্লেষণ কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১০

দেশ	অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য
A	'X' তার নিজের জমিতে পাঁচতলা দালান নির্মাণ করে ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সেখানে পোশাক কারখানা নির্মাণ করে।
B	সমাজের সকল সদস্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ করে।
C	ব্যক্তি বা বেসরকারিভাবে কোন দ্রব্য উৎপাদন না হলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়।

ক. মূলধন কাকে বলে? ১

খ. 'কর্মদক্ষতা' জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'C' কোন ধরনের অর্থব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখা কর। ৩

ঘ. 'A' ও 'B' অর্থব্যবস্থার কোনটি বাংলাদেশের জন্য অধিকতর প্রযোজ্য? যুক্তিসহ উত্তর দাও। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদানকে মূলধন বলে।

খ 'কর্মদক্ষতা' ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পদ হলেও তা রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এটি জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত।

রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ব্যক্তিগত, একান্ত ব্যক্তিগত সম্পদ এবং সমাজের সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলে। অর্থাৎ জাতির কোনো গুণবাচক বৈশিষ্ট্য যেমন– কর্মদক্ষতা, উদ্ভাবনী শক্তি, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত।

গ 'C' ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করে।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি পবিত্র কোরআন ও হাদিসসমূহ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল কার্যাবলিই শরিয়তের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় তাই হলো ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলাম ধর্মের ৫টি মৌল স্তম্ভ, পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলি এবং রাসূল (স) এর হাদিসের বিধান অনুসারে অর্থনৈতিক কার্যাবলির মৌলিক নীতিমালা স্থির হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সুদ লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম। তবে এখানে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত।

উদ্দীপকের 'C' দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে, ব্যক্তি বা বেসরকারিভাবে কোন দ্রব্য উৎপাদন না হলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী উৎপাদন করা হয়। এরূপ বর্ণনা ইসলামিক অর্থব্যবস্থাকে নির্দেশ করে। কেননা, এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন কার্যক্রম ইসলামিক শরীয়াহ মোতাবেক উৎপাদিত হয়।

ঘ 'A' ও 'B' অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে যথাক্রমে ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। এ দুটি অর্থব্যবস্থার মধ্যে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য অধিকতর প্রযোজ্য।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপাদানসমূহ যেমন- ভূমি, পুঁজি, শ্রম ও সংগঠনের মালিকানা ব্যক্তির হাতে থাকে। ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও ভোগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সব সম্পদের মালিক রাষ্ট্র এবং কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়। এখানে ব্যক্তিমালিকানা ও উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সীমিত।

উদ্দীপকে 'A' দেশটির অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতিফলন ঘটেছে, যেখানে ব্যক্তি নিজের সম্পদ ব্যবহার করে স্বাধীনভাবে বিনিয়োগ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। 'X' তার জমিতে কারখানা গড়ে তুলে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করেছে, যা কর্মসংস্থান ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক। বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো ও বাজারমুখী প্রবণতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশটি মূলত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির পথেই অগ্রসর হচ্ছে। বেসরকারি খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, শিল্প ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্যদিকে, 'B' দেশটি অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে প্রতিফলিত করে যেখানে রাষ্ট্রই উৎপাদন ও ভোগের পরিকল্পনা করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ অর্থব্যবস্থা তেমন বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কারণ এটি ব্যক্তি উদ্যম, সৃজনশীলতা ও বিনিয়োগে নিরুৎসাহ তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য ব্যক্তি খাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের জন্য 'A' দেশের মতো ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অধিকতর প্রযোজ্য। এটি ব্যক্তি স্বাধীনতা, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে এবং জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।

প্রশ্ন ▶ ১১ দৃশ্যকল্প-১ : আমাদের দেশের অবহেলিত শিশুদের সুস্থতা এবং সুশিক্ষার জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা কিছু স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় উপকরণ সরবরাহ করে।

দৃশ্যকল্প-২ : ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বেগম মনোয়ারা বেগম। তিনি একটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন এই সংস্থাটির জন্যই আমাদের দেশের অনেক তালাকপ্রাপ্ত ও অসহায় নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার ও নিরাপদে বিদেশে কর্মের সুযোগ পাচ্ছে।

ক. FAO-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. আন্তর্জাতিক আদালত কীভাবে বিভিন্ন দেশের বিবাদ মীমাংসা করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ কোন আন্তর্জাতিক অঙ্গ সংগঠনটির উল্লেখ রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নারীর ক্ষমতায়নে ঘটনা-২ এর অঙ্গ সংস্থাটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[কু. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

যশোর বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের ভূমিকে বরেন্দ্রভূমি বলা হয়?**
ক দিনাজপুর খ গাজীপুর
গ ময়মনসিংহ ঘ খুলনা

২. **"রাষ্ট্র যদি হয় জীবদেহ তবে সরকার হলো তার মস্তিস্কস্বরূপ"– উক্তিটি কার?**
ক অ্যারিস্টটল খ অধ্যাপক হল্যান্ড
গ উড্রোউইলসন ঘ অধ্যাপক গার্নার

৩. **রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিনষ্ট হলে কোনটির অস্তিত্ব থাকে না?**
ক জনসমষ্টি খ নির্দিষ্ট ভূখণ্ড গ সরকার ঘ সার্বভৌমত্ব

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ থেকে ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
খ ব্যক্তি পল্লি এলাকার জনগণের সরাসরি ভোটে একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত প্রধান। তার প্রতিষ্ঠানে আরও ১২ জন নির্বাচিত সদস্য রয়েছে। অন্যদিকে 'গ' ব্যক্তি বাংলাদেশের একটি জেলার প্রধান প্রশাসনিক ব্যক্তি। তিনি মাঠ পর্যায়ে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন।

৪. **'খ' ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রধান?**
ক পৌরসভা খ জেলা পরিষদ
গ ইউনিয়ন পরিষদ ঘ উপজেলা পরিষদ

৫. **'গ' প্রশাসকের সঠিক দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে–**
i. সরকার জনসেবা নিশ্চিত করতে পারে
ii. কেন্দ্রিয় শাসনের মুখাপেক্ষিতা দূর হয়
iii. সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজতর হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. **কোনটি বিশ্বে গণতান্ত্রিক ভাবধারার উৎস মূল রাষ্ট্র?**
ক ইংল্যান্ড খ ভারত গ আমেরিকা ঘ সুইজারল্যান্ড

৭. **রাজনৈতিক দলের প্রধান লক্ষ্য কী?**
ক দলীয় কর্মসূচি গ্রহণ খ জনমত গঠন
গ রাষ্ট্র ক্ষমতা গ্রহণ ঘ নির্বাচনি প্রচারণা

৮. **'অ' জাতিসংঘের একটি সহযোগী সংস্থা। 'অ' বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ক্রীড়া, লেখাপড়া ও গবেষণায় প্রচুর অনুদান দিয়ে থাকে। 'অ' দিয়ে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রমকে তুলে ধরা হয়েছে?**
ক FAO খ UNDP গ UNFFA ঘ UNICEF

৯. **জাতিসংঘের কোন শাখাটি সবচেয়ে শক্তিশালী?**
ক সাধারণ পরিষদ খ নিরাপত্তা পরিষদ
গ আন্তর্জাতিক আদালত ঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

১০. **কোনটি এস ডি জি বাস্তবায়নের প্রধান বিবেচ্য বিষয়?**
ক অংশীদারিত্ব খ গুণগত শিক্ষা
গ দারিদ্র্য বিমোচন ঘ নারী-পুরুষ সমতা

১১. **বাংলাদেশের প্রধন বৈদেশিক সাহায্যদাতা দেশ কোনটি?**
ক জাপান খ সিঙ্গাপুর গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ মালয়েশিয়া

১২. **বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে বেশি পণ্য আমদানি করে?**
ক চীন খ জাপান গ সিঙ্গাপুর ঘ মালয়েশিয়া

১৩. **নারী শিক্ষার কারণে–**
i. সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে
ii. নারী-পুরুষের দ্বন্দ্ব সংঘাত বাড়ছে
iii. নারীরা আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ থেকে ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জনাব 'ক' এর কারখানায় ৫০টি সেলাইমেশিন ছিল। তিনি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আরও ১০০টি সেলাইমেশিন ক্রয় করেন। অন্যদিকে জনাব 'খ' বিনাজামানতে একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগি পালন করেন।

১৪. **জনাব 'ক' এর কারখানায় বৃদ্ধি পেয়েছে–**
ক খাজনা খ সুদ গ ভূমি ঘ মূলধন

১৫. **কোন কাজটিতে 'ক' ও 'খ' এর ঋণদাতা ব্যাংকের কার্যক্রমের মিল রয়েছে?**
ক আমানত গ্রহণে খ নোট প্রচলনে
গ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টিতে ঘ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে

১৬. **কোনটি জাতীয় সম্পদ?**
ক রেল খ মসজিদ
গ জমি-জমা ঘ বাড়িঘর

১৭. **বাংলাদেশ সরকারের কর রাজস্বের বৃহৎ উৎস কোনটি?**
ক ভ্যাট খ আয়কর গ বাণিজ্য শুল্ক ঘ আবগারি শুল্ক

১৮. **উর্মীলা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। সে জেলে সম্প্রদায়ের কানাইকে বিয়ে করে। উর্মীলা ও কানাই কোন ধরনের পরিবার গঠন করে?**
ক যৌথ খ প্রতিলোম গ অনুলোম ঘ বর্ধিত

১৯. **বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রধান কারণ কোনটি?**
ক সামাজিক অসচেতনতা খ সামাজিক অসচ্ছলতা
গ আদর স্নেহের অভাব ঘ আইন প্রয়োগের দুর্বলতা

২০. **সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরমরূপ কোনটি?**
ক সহিংসতা খ অবক্ষয় গ অপরাধ ঘ নৈরাজ্য

২১. **কার নেতৃত্বে "তমদ্দুন মজলিস" গঠিত হয়?**
ক ড. মুনীর চৌধুরী খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ অধ্যাপক আবুল কাশেম ঘ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক

২২. **কে ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ হন?**
ক আবু বরকত খ আব্দুল সালাম
গ নুর হোসেন ঘ আসাদুজ্জামান

২৩. **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি?**
ক ছাত্রসমাজ খ পেশাজীবীর
গ কৃষকের ঘ প্রবাসীদের

☐ **ছকটি পর্যবেক্ষণ করে ২৪ থেকে ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]

রাষ্ট্রপতি 'ক'	রাষ্ট্রপতি 'খ' এর শাসনামলে
রাজনৈতিক দলগুলোকে ঘরোয়া রাজনীতি করার সুযোগ দেন হ্যাঁ/না ভোটের আয়োজন করেন	৮, ৭ ও ৫ দলীয় ঐক্য জোট গঠিত হয় তিন জোটের রূপরেখা দেয়া হয়

২৪. **'ক' দিয়ে কোন রাষ্ট্রপতিকে ইঙ্গিত করে?**
ক শেখ মুজিবুর রহমান খ জিয়াউর রহমান
গ এ. এস. এম সায়েম ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

২৫. **খ রাষ্ট্রপতির শাসনামলে–**
i. ব্যাপক গণ-আন্দোলন হয়
ii. বি এম এ নেতার মৃত্যুবরণ আন্দোলন চরম রূপ নেয়
iii. সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. **কোন রেখাটি বাংলাদেশের মাঝামাঝি দিয়ে অতিক্রম করেছে?**
ক মূল মধ্যরেখা খ কর্কটক্রান্তি রেখা
গ মকরক্রান্তি রেখা ঘ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

২৭. **বাংলাদেশের কোন ভূমি রূপটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি?**
ক টারশিয়ার যুগের পাহাড় খ মধুপুর ও ভাওয়াল গড়
গ প্লাবন সমভূমি ঘ বরেন্দ্র ভূমি

২৮. **'A' স্থানটিতে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে জোয়ার শুরু হয়। 'A' স্থানটিতে আবার কখন ভাটা হবে?**
ক দুপুর ১টা ১৩ মিনিট খ দুপুর ১টা ২৫ মিনিট
গ দুপুর ১টা ২৮ মিনিট ঘ রাত ৭টা ৪১ মিনিট

২৯. **কোন গ্রহটির নিজ অক্ষে আবর্তন করতে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম সময় লাগে?**
ক শনি খ মঙ্গল গ পৃথিবী ঘ বৃহস্পতি

৩০. **বাংলাদেশে কোন নদীটিতে বাঁধ দিয়ে প্রথম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়?**
ক তিস্তা খ কর্ণফুলী গ মেঘনা ঘ পদ্মা

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

যশোর বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। শর্মী নামে একজন বিদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলে কলেজের সামনে একটি স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে পান। বাংলাদেশি বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারলেন এই স্মৃতিস্তম্ভটি একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত। উক্ত আন্দোলনটি পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে যে আন্দোলন সম্পর্কিত তার পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শেষ বাক্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ঘটনা-১ : মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতারে বিভিন্ন ধরনের দেশাত্মবোধক গান ও নাটক শুনে এবং পত্রিকায় বিভিন্ন বীরত্বগাথা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।
ঘটনা-২ : মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই বোন রীতা ও রীপা প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্যাম্পে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছিলেন।

ক. গণযুদ্ধ কী? ১
খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বুঝায়? ২
গ. ঘটনা-১ এ মুক্তিযুদ্ধের সময় কাদের ভূমিকা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রীতা ও রীপার মত নারীরা কেবলমাত্র সেবা কাজেই নিযুক্ত ছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। পৃথিবীতে 'M' গতির ফলে দিন ও রাত সংঘটিত হয় এবং সমুদ্রস্রোত ও বায়ু প্রবাহের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।
আবার 'N' গতির জন্য সূর্যরশ্মি পৃথিবীর কোথাও আড়াআড়িভাবে আবার কোথাও খাড়াভাবে পতিত হয় এবং দিন ও রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

ক. সৌরজগৎ কাকে বলে? ১
খ. শুক্রগ্রহে এসিড বৃষ্টি হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে 'M' গতি পৃথিবীর কোন গতিকে নির্দেশ করেছে। ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত 'N' গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বৈচিত্র্যময় তাপমাত্রা অনুভূত হয়। – বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। দৃশ্যকল্প-১ : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটি নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে 'P' নামক নদীর উৎপত্তি হয়েছে।
দৃশ্যকল্প-২ : দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি নদী 'Q', যার মোহনায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. নদ-নদীর উপর জনবসতির নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'P' নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত 'Q' নদীটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে–বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। নির্বাচনে জয়লাভ করার পর 'ক' রাষ্ট্রে নতুন সরকার গঠিত হয়। ক্ষমতা লাভের পর নবগঠিত সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি। এর পরেই গুরুত্ব প্রদান করেন দেশের জনগণের শিক্ষার ওপর, কারণ শিক্ষিত জনগণই রাষ্ট্রের বড় সম্পদ।

ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১
খ. "আইনের দৃষ্টিতে সাম্য" ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে নবগঠিত সরকার যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন তা রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের পরবর্তী গুরুত্ব প্রদানকারী বিষয়টি রাষ্ট্রের যে ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত তা আধুনিক রাষ্ট্র কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।" – উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

৬। জনাব 'ক' এমন এক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত যার অবস্থান দেশের সবার উপরে। দেশের সকল কাজ তাঁর নামে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে জনাব 'খ' দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতীক। জনাব 'খ' যে কোনো ঘটনার সঠিক তথ্য নিরূপণ করে সমাধানের আদেশ দেন।

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাকে বলে? ১
খ. জেলা প্রশাসককে জেলা প্রশাসনের মধ্যমনি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব 'ক' এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'খ' যে বিভাগের সদস্য সে বিভাগ দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে বলে কি তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭।

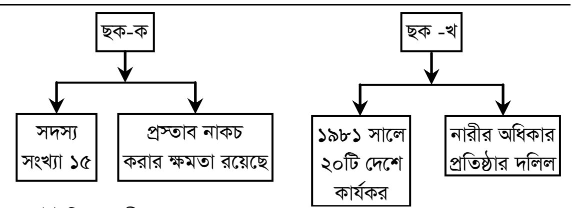

ক. ইউনিফেম কী? ১
খ. লীগ অব নেশন্স বলতে কী বুঝায়? ২
গ. 'ক' চিহ্নিত চিত্রে জাতিসংঘের কোন অঙ্গটি নির্দেশ করছে– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে 'খ' চিহ্নিত বিষয়টির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে"– উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৮। দৃশ্যকল্প-১ : একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি পাহাড় কেটে বিরাট খাল ভরাট করছে এবং প্লট বিক্রি করছে।
দৃশ্যকল্প-২ : 'ক' পৌরসভার মেয়র মহোদয় একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে উন্নত পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা করলেন, প্রচুর গাছ লাগালেন, নারী পুরুষের কাজের ব্যবস্থা করলেন। ট্যাক্স-খাজনা আদায়ের ডিজিটাল ব্যবস্থা করলেন।

ক. অংশীজন কাকে বলে? ১
খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্বের প্রয়োজন কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ টেকসই উন্নয়নের কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর 'ক' পৌরসভা একাই টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে কি? যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর। ৪

৯। বিদেশি নাগরিক মি. 'ক' বাংলাদেশের কর্ণফুলী কাগজকল পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি জানতে পারলেন এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এর পাশাপাশি বেশকিছু বেসরকারি কাগজকলও রয়েছে। কিন্তু তার নিজের দেশে ব্যক্তি মালিকানায় কোন প্রতিষ্ঠান নেই। সেখানকার জনগণ নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য উৎপাদন এবং ভোগ করতে পারে না।

ক. অভাব কাকে বলে? ১
খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. মি. 'ক' এর দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. 'ক' এর দেশের অর্থ ব্যবস্থা এবং তাঁর ভ্রমণকৃত দেশটির অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে কোনটিতে শ্রমিক শোষণের সুযোগ বেশি– মূল্যায়ন কর। ৪

১০। রনি ও মনির এর বাবা-মা চাকুরীজীবী। ছুটির দিনে তারা সবাই মিলে বেড়াতে যায়। তাদের আচরণ সবার কাছে প্রশংসনীয়। তারা বিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত। পড়াশোনার পাশাপাশি তারা সহপাঠীদের সাথে পত্রিকা পড়ে এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখে। বাবা-মায়ের সাথে তারা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করে।

ক. পরিবার কাকে বলে? ১
খ. মিথস্ক্রিয়া বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের পরিবারটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের রনি ও মনিরের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সবকটি উপাদান কার্যকর। – মূল্যায়ন কর। ৪

১১। ঘটনা-১ : জনাব মহিউদ্দিন বাসে করে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে তার বাসটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এতে তিনি দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারান।
ঘটনা-২ : জনাব দবির উদ্দিন বাসে উঠে দেখতে পান যে হেলপারের বয়স ১২ বছর। তিনি বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত হন। পাশে বসা ভদ্রলোককে বলেন "বাংলাদেশে প্রচলিত আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হলে এই সামাজিক সমস্যাটি থাকত না।"

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায়? ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব দবির উদ্দিনের শেষোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরমালা (যশোর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	ঘ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ঘ	৬	ক	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	গ	১১	গ	১২	ক	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ঘ
	১৬	ক	১৭	খ	১৮	খ	১৯	খ	২০	ঘ	২১	গ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	*	২৫	*	২৬	খ	২৭	গ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ শর্মী নামে একজন বিদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলে কলেজের সামনে একটি স্মৃতিস্তম্ভটি দেখতে পান। বাংলাদেশি বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারলেন এই স্মৃতিস্তম্ভটি একটি ঐতিহাসিক আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত। উক্ত আন্দোলনটি পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কাকে বলে? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত স্মৃতিস্তম্ভটির সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ে যে আন্দোলন সম্পর্কিত তার পটভূমি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শেষ বাক্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২ ঘটনা-১ : মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতারে বিভিন্ন ধরনের দেশাত্মবোধক গান ও নাটক শুনে এবং পত্রিকায় বিভিন্ন বীরত্বগাঁথা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন।

ঘটনা-২ : মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই বোন রীতা ও রীপা প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্যাম্পে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছিলেন।

ক. গণযুদ্ধ কী? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বুঝায়? ২

গ. ঘটনা-১ এ মুক্তিযুদ্ধের সময় কাদের ভূমিকা ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রীতা ও রীপার মত নারীরা কেবলমাত্র সেবা কাজেই নিযুক্ত ছিলেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে যুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে তাই গণযুদ্ধ।

খ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নৃশংস গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানি বাহিনীর পরিচালিত এ গণহত্যার অভিযানের নামই 'অপারেশন সার্চলাইট'।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে ষড়যন্ত্র ও বিরোধিতা শুরু করে। তারা আলোচনার নামে সামরিক প্রস্তুতির জন্য কালক্ষেপণ করতে থাকে। এরপর ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে শাসকগোষ্ঠীর নির্দেশে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী এদেশের নিরীহ বাঙালির ওপর বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ রাতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী নৃশংস গণহত্যা চালায়। পাকিস্তানি বাহিনীর পরিচালিত এ গণহত্যার অভিযানের নামই 'অপারেশন সার্চলাইট'। সে রাতে শুধু ঢাকা শহরেই পাক সেনারা কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করে।

গ ঘটনা-১ এ মুক্তিযুদ্ধের সময় গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা ফুটে উঠেছে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ছিল ব্যাপক। সংবাদপত্র ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের বেতার শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরবর্তীতে এটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র নামে মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ : মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক মানুষ স্বাধীন বাংলা বেতারে বিভিন্ন ধরনের দেশাত্মবোধক গান ও নাটক শুনে এবং পত্রিকায় বিভিন্ন বীরত্বগাঁথা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। এরূপ ঘটনায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যম কর্মীদের ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে এ মাধ্যমটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাঁথা, রণাঙ্গণের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ মানুষের মনোবল চাঙ্গা রাখতো। তাছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকাগুলো মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

ঘ আমাদের মুক্তিযুদ্ধে রীতা ও রীপার মত নারীরা কেবলমাত্র সেবা কাজেই নিযুক্ত ছিলেন না। সরাসরি সম্মুখযুদ্ধেও জড়িত ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এদেশের নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে খাবার সরবরাহ, মুক্তিযোদ্ধাদের গরম কাপড় সরবরাহ এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ বলা হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় দুই বোন রীতা ও রীপা প্রশিক্ষণ নিয়ে ক্যাম্পে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছিলেন। বস্তুত এমন কাজের বাইরেও নারী মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ছিল। মুক্তিযোদ্ধা শিবিরে পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অস্ত্রচালনা ও গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই নারীদের এরূপ অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং অনেকেই আহত কিংবা নিহত হয়েছেন। আবার কেউবা পাকসেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন

লক্ষ। তাঁরাও মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী। তাদের ত্যাগের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁদের 'বীরাঙ্গনা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। সরকার ২০১৬ সালে তাঁদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

সুতরাং আলোচনা শেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অনন্য মাত্রা দান করেছেন এদেশে নারী মুক্তিযোদ্ধারা। তারা কখনও যুদ্ধ করেছেন আবার সেবাশুশ্রূষা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন। তাদের অবদান তাই ভুলবার নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৩ পৃথিবীতে 'M' গতির ফলে দিন ও রাত সংঘটিত হয় এবং সমুদ্রস্রোত ও বায়ু প্রবাহের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আবার 'N' গতির জন্য সূর্যরশ্মি পৃথিবীর কোথাও আড়াআড়িভাবে আবার কোথাও খাড়াভাবে পতিত হয় এবং দিন ও রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

ক. সৌরজগৎ কাকে বলে? ১

খ. শুক্রগ্রহে এসিড বৃষ্টি হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে 'M' গতি পৃথিবীর কোন গতিকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত 'N' গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বৈচিত্র্যময় তাপমাত্রা অনুভূত হয়।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কা নিয়ে সূর্যের যে পরিবার তাকে সৌরজগৎ বলে।

খ শুক্র গ্রহে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ঘন মেঘের কারণে এসিড বৃষ্টি হয়ে থাকে।

পৃথিবীর মতো শুক্রের একটি বায়ুমণ্ডল রয়েছে; কিন্তু এতে অক্সিজেন নেই। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ প্রায় শতকরা ৯৬ ভাগ। এ ঘন কার্বন ডাই-অক্সাইডের কারণে শুক্র গ্রহে এসিড বৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে 'M' গতি পৃথিবীর আহ্নিক গতিকে নির্দেশ করেছে।

পৃথিবী নিজ অক্ষে বা মেরুরেখায় পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করছে। নিজ অক্ষে পৃথিবীর এই আবর্তনকেই আহ্নিক গতি বলা হয়। পৃথিবীর নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। পৃথিবী গোলাকার বলে সূর্যের আলো একই সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের সবখানে পড়ে না। পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের সময় যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে সে অংশে দিন এবং যে অংশে অন্ধকার থাকে সে অংশে রাত হয়। এভাবে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে দিন ও রাত সংঘটিত হয়।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে পৃথিবীতে 'M' গতির ফলে দিন ও রাত সংঘটিত হয় এবং সমুদ্রস্রোত ও বায়ু প্রবাহের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বর্ণিত এসব ঘটনা পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণেই ঘটে থাকে। তাই বলা যায় 'M' পৃথিবীর আহ্নিক গতিকেই নির্দেশ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'N' গতি হলো পৃথিবীর বার্ষিক গতি। পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বৈচিত্র্যময় তাপমাত্রা অনুভূত হয়।– মন্তব্যটি যথার্থ।

পৃথিবীতে সময়ভেদে তাপমাত্রার পার্থক্য বা পরিবর্তনকে ঋতু পরিবর্তন বলা হয়। সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থান থেকে ঋতু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঋতু বিরাজ করে। ২১শে জুনের দেড় মাস আগে থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে শীতকাল। ২৩শে সেপ্টেম্বরের দেড় মাস আগে থেকে দেড় মাস পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল। ২২শে ডিসেম্বরের দেড় মাস আগে ও পরে দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধে শীতকাল থাকে। ২১শে মার্চের দেড়মাস আগে থেকে দেড়মাস পর পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল বিরাজ করে। পৃথিবীর এরূপ অবস্থানের কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বছরের ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ঋতু পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকে উল্লিখিত 'N' গতির জন্য সূর্যরশ্মি পৃথিবীর কোথাও আড়াআড়িভাবে আবার কোথাও খাড়াভাবে পতিত হয় এবং দিন ও রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। এটি পৃথিবীর বার্ষিক গতিকেই নির্দেশ করে। বার্ষিক গতির ফলে সময়ভেদে যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে তাতে প্রকৃতি নতুন নতুন রূপ ধারণ করে। প্রকৃতির পরিবর্তন মানুষ তথা প্রাণিজগতের জীবনযাপনে বৈচিত্র্য আনয়ন করে।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বৈচিত্র্যময় তাপমাত্রা অনুভূত হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪ দৃশ্যকল্প-১ : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে একটি নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে 'P' নামক নদীর উৎপত্তি হয়েছে।

দৃশ্যকল্প-২ : দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি নদী 'Q', যার মোহনায় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. নদ-নদীর উপর জনবসতির নির্ভরশীলতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এ উল্লিখিত 'P' নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এ উল্লিখিত 'Q' নদীটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে–বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৫ নির্বাচনে জয়লাভ করার পর 'ক' রাষ্ট্রে নতুন সরকার গঠিত হয়। ক্ষমতা লাভের পর নবগঠিত সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি। এর পরেই গুরুত্ব প্রদান করেন দেশের জনগণের শিক্ষার ওপর, কারণ শিক্ষিত জনগণই রাষ্ট্রের বড় সম্পদ।

ক. রাষ্ট্র কাকে বলে? ১

খ. "আইনের দৃষ্টিতে সাম্য" ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে নবগঠিত সরকার যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন তা রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের পরবর্তী গুরুত্ব প্রদানকারী বিষয়টি রাষ্ট্রের যে ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত তা আধুনিক রাষ্ট্র কোনো ভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।" – উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র হলো একটি ভূখণ্ডভিত্তিক সমাজবিশেষ, যার সংগঠিত সরকার ও জনসমষ্টি রয়েছে এবং যার নিজস্ব ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত আছে।

খ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বোঝায় সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান।

আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য। রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই খর্ব হয় যখন আইনের অনুশাসন থাকে না।

গ উদ্দীপকে নবগঠিত সরকার যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেন তা রাষ্ট্রের অপরিহার্য বা মুখ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত।

মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের কাজ। বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে, যথা : নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কল্যাণমূলক। এ দুই ধরনের ভূমিকার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন-অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি এবং কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

উদ্দীপকের নির্বাচনে জয়লাভ করার পর 'ক' রাষ্ট্রে নতুন সরকার গঠিত হয়। ক্ষমতা লাভের পর নবগঠিত সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি। নবগঠিত সরকারের এরূপ কাজে রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজের প্রকাশ ঘটেছে। কেননা, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

ঘ "উদ্দীপকে উল্লিখিত সরকারের পরবর্তী গুরুত্ব প্রদানকারী বিষয়টি রাষ্ট্রের যে ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত তা আধুনিক রাষ্ট্র কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারে না।" রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজের প্রেক্ষিতে মন্তব্যটি যথার্থ।

আধুনিক রাষ্ট্রের কাজ শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও কর আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং রাষ্ট্রকে জনকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নানা ধরনের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি সম্পাদন করতে হয়। এই কার্যাবলি নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতা, শান্তি ও উন্নয়নেও সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের 'ক' রাষ্ট্রের নতুন সরকার দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পরপরই দেশের জনগণের শিক্ষার ওপর, কারণ শিক্ষিত জনগণই রাষ্ট্রের বড় সম্পদ। আর এরূপ কাজ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত যা কোনো রাষ্ট্র অস্বীকার করতে পারে না। আজকের বিশ্বে প্রতিটি রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, নারী ও শিশু সুরক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, দুর্যোগ মোকাবিলা, অবকাঠামো উন্নয়ন, এবং সাংস্কৃতিক বিকাশসহ বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করছে। দরিদ্র, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও বেকারদের জন্য ভাতা, পেনশন, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রাষ্ট্র জনগণের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এছাড়া শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি উন্নয়ন, যোগাযোগ প্রযুক্তির আধুনিকায়ন এবং শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণে রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মঞ্চ, পার্ক, খেলার মাঠ, জাদুঘর, সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের চিত্তবিনোদন ও জাতীয় ঐক্যও গড়ে তোলা হয়।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, বর্তমান যুগে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকে থাকার অন্যতম শর্ত হলো জনগণের আস্থা অর্জন। জনগণের চাহিদা মেটাতে না পারলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই আধুনিক রাষ্ট্র কোনোভাবেই তার কল্যাণমূলক দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব 'ক' এমন এক পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত যার অবস্থান দেশের সবার উপরে। দেশের সকল কাজ তাঁর নামে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে জনাব 'খ' দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতীক। জনাব 'খ' যে কোনো ঘটনার সঠিক তথ্য নিরূপণ করে সমাধানের আদেশ দেন।

ক. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কাকে বলে? ১

খ. জেলা প্রশাসককে জেলা প্রশাসনের মধ্যমনি বলার কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'ক' এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব 'খ' যে বিভাগের সদস্য সে বিভাগ দেশে ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে বলে কি তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৭

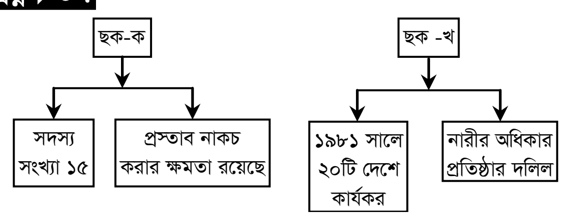

ক. ইউনিফেম কী? ১

খ. লীগ অব নেশনস বলতে কী বুঝায়? ২

গ. 'ক' চিহ্নিত চিত্রে জাতিসংঘের কোন অঙ্গটি নির্দেশ করছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে 'খ' চিহ্নিত বিষয়টির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে"– উক্তিটির সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৮ দৃশ্যকল্প-১ : একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানি পাহাড় কেটে বিরাট খাল ভরাট করছে এবং প্লট বিক্রি করছে।

দৃশ্যকল্প-২ : 'ক' পৌরসভার মেয়র মহোদয় একটি সুন্দর বাসযোগ্য পৌরসভা গঠনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে উন্নত পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা করলেন, প্রচুর গাছ লাগালেন, নারী পুরুষের কাজের ব্যবস্থা করলেন। ট্যাক্স-খাজনা আদায়ের ডিজিটাল ব্যবস্থা করলেন।

ক. অংশীজন কাকে বলে? ১

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্বের প্রয়োজন কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ টেকসই উন্নয়নের কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ এর 'ক' পৌরসভা একাই টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে কি? যৌক্তিক বিশ্লেষণ কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৯ বিদেশি নাগরিক মি. 'ক' বাংলাদেশের কর্ণফুলী কাগজকল পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি জানতে পারলেন এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং এর পাশাপাশি বেশকিছু বেসরকারি কাগজকলও রয়েছে। কিন্তু তার নিজের দেশে ব্যক্তি মালিকানায় কোন প্রতিষ্ঠান নেই। সেখানকার জনগণ নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য উৎপাদন এবং ভোগ করতে পারে না।

ক. অভাব কাকে বলে? ১

খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. মি. 'ক' এর দেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মি. 'ক' এর দেশের অর্থ ব্যবস্থা এবং তাঁর ভ্রমণকৃত দেশটির অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে কোনটিতে শ্রমিক শোষণের সুযোগ বেশি– মূল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো বস্তু বা সেবা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছাকে অভাব বলে।

খ মোট দেশজ উৎপাদন এর ইংরেজি প্রতিরূপ হলো Gross Domestic Product.

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে বসবাসকারী সকল জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি। এতে উক্ত সীমানার মধ্যে বসবাসকারী দেশের সকল নাগরিক ও বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বিদেশে অবস্থানকারী ও কর্মরত দেশের নাগরিক বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

গ মি. 'ক' এর দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান।

উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থায় বৈষম্য দূর করে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা অনুপস্থিত থাকে। উৎপাদনের উপকরণ, উৎপাদন, বিনিয়োগ, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সরকারিভাবে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও উপকরণসমূহের বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হয়। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই বিধায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালিত হয় না।

উদ্দীপকের বিদেশি নাগরিক মি. 'ক' এর দেশে ব্যক্তি মালিকানায় কোন প্রতিষ্ঠান নেই। সেখানকার জনগণ নিজের ইচ্ছামত দ্রব্য উৎপাদন এবং ভোগ করতে পারে না। এরূপ বৈশিষ্ট্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরে। কারণ একমাত্র সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উৎপাদনের সকল উপকরণসহ জাতীয় সম্পদের উপর সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে জনগণ তার ইচ্ছামতো পণ্য উৎপাদন করতে পারে না।

ঘ মি. 'ক' এর দেশের অর্থ ব্যবস্থা হলো সমাজতান্ত্রিক এবং তার ভ্রমণকৃত দেশটির অর্থব্যবস্থা হলো মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ দুটির মধ্যে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক শোষণের সুযোগ বেশি।

মিশ্র অর্থব্যবস্থা হলো ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা, যেখানে ব্যক্তিমালিকানার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানাও বিদ্যমান। এখানে ব্যক্তি ও সরকারি উভয় খাতে উৎপাদন ও বিনিয়োগের সুযোগ থাকে। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে এবং সকল উৎপাদন ও বণ্টন কার্যক্রম সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা বা ব্যক্তিগত মুনাফার সুযোগ থাকে না।

উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' এর দেশটি সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, যেখানে ব্যক্তি উদ্যোগ বা ব্যক্তিমালিকানার কোনো স্থান নেই এবং জনগণ নিজের ইচ্ছামতো দ্রব্য উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে না। এটি নিঃসন্দেহে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। অপরদিকে, বাংলাদেশে সরকারি কাগজকলের পাশাপাশি বেসরকারি কাগজকলও রয়েছে, যা মিশ্র অর্থনীতির পরিচায়ক। মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তি খাতের প্রাধান্য থাকায় অনেক সময় শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি না দিয়ে উদ্বৃত্ত মজুরি থেকে মুনাফা অর্জন করা হয়, যা শ্রমিক শোষণের পথ তৈরি করে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়, ফলে শ্রমিকের কল্যাণ অনেক সময় উপেক্ষিত থাকে। অপরদিকে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থাকেন এবং রাষ্ট্রই তাদের মজুরি প্রদান করে। এখানে মজুরি নির্ধারিত হয় 'কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক'-এই নীতিতে। ফলে শোষণের সুযোগ কম থাকে। রাষ্ট্র প্রত্যেকের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করায় বেকারত্বের সম্ভাবনাও কমে যায়।

সুতরাং আলোচনা হতে দেখা যায় যে মি. 'ক' এর দেশের সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের শোষণের সুযোগ কম, কারণ সেখানে রাষ্ট্র শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করে। অপরদিকে বাংলাদেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি খাতে মুনাফা অর্জনের প্রবণতার কারণে শ্রমিক শোষণের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি।

প্রশ্ন ▶ ১০ রনি ও মনির এর বাবা-মা চাকুরীজীবী। ছুটির দিনে তারা সবাই মিলে বেড়াতে যায়। তাদের আচরণ সবার কাছে প্রশংসনীয়। তারা বিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে পরিচিত। পড়াশোনার পাশাপাশি তারা সহপাঠীদের সাথে পত্রিকা পড়ে এবং শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখে। বাবা-মায়ের সাথে তারা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করে।

ক. পরিবার কাকে বলে? ১

খ. মিথস্ক্রিয়া বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের পরিবারটির ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রনি ও মনিরের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সবকটি উপাদান কার্যকর।– মূল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ক্ষুদ্রতম সামাজিক সংগঠনে পিতা-মাতা এবং তাদের সন্তানেরা একত্রে বসবাস করে তাকে পরিবার বলে।

খ পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়াকেই মিথস্ক্রিয়া বলে।

মিথস্ক্রিয়া এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা বস্তু পরস্পরকে প্রভাবিত করে। দ্বৈত প্রভাবের ধারণাটি মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরস্পরকে প্রভাবিত করার জন্য ন্যূনতম দুইজন ব্যক্তি বা বস্তুর উপস্থিতি অবশ্য প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় শ্রেণিকক্ষে 'ক' এর আচরণ অন্যদের আচরণকে যেমন প্রভাবিত করে, তেমনি অন্যদের আচরণ দ্বারা 'ক' নিজেও প্রভাবিত হয়। এরূপ পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়াই হলো মিথস্ক্রিয়া।

গ উদ্দীপকের পরিবারটি হলো একক পরিবার।

আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- একক বা অণু পরিবার, যৌথ পরিবার ও বর্ধিত পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে একক পরিবার বলা হয়। এই পরিবার পিতা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি এই দুই পুরুষে আবদ্ধ। আবার যৌথ পরিবারে বিবাহিত পুত্র তার সন্তানাদিসহ পিতামাতার কর্তৃত্বাধীন এক সংসারে সে বাস করে। তিন পুরুষের পারিবারিক বন্ধনের মাধ্যমে পিতা-মাতা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রী পরিজন নিয়ে বর্ধিত পরিবারের সংখ্যাও কম নয়।

উদ্দীপকের রনি ও মনির তাদের বাবা-মায়ের সাথে একাকি বসবাস করে। এ হিসেবে তাদের পরিবারটি হলো একক পরিবার। কারণ একক পরিবারে বাবা-মা ও অবিবাহিত সন্তানেরা বসবাস করে।

ঘ উদ্দীপকের রনি ও মনিরের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে সবকটি উপাদান কার্যকর।– মন্তব্যটি যথার্থ।

সামাজিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, আচরণ ও মূল্যবোধ শেখে। এটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।

উদ্দীপকের রনি ও মনিরের জীবনযাপন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রধান উপাদানসমূহ-সামাজিক পরিবেশ, সমাজ জীবন এবং সামাজিক মূল্যবোধ-প্রত্যেকটি সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। প্রথমত, তাদের পরিবার একটি ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশ তৈরি করেছে। বাবা-মা চাকুরিজীবী হলেও পরিবারে বন্ধন, ভালোবাসা ও মূল্যবোধের চর্চা রয়েছে। সবাই মিলে ঘুরতে যাওয়া, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং একসাথে সময় কাটানো তাদের আচরণে সৌহার্দ ও শৃঙ্খলার প্রতিফলন ঘটায়। দ্বিতীয়ত, সমাজজীবনের অংশ হিসেবে তারা স্কুলে সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশা করে, পত্রিকা পড়ে ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখে। এই অভ্যাস তাদের মধ্যে তথ্যভিত্তিক চিন্তা, আলোচনার দক্ষতা এবং সামাজিক আচরণ গঠনে সাহায্য করে। অন্যদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে তারা আত্মবিশ্বাস ও সহনশীলতা অর্জন করে। তৃতীয়ত, তাদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। তারা মেধাবী, নম্র, সহানুভূতিশীল এবং সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল। তারা পরিবারের কাছ থেকে ন্যায়বোধ, শ্রদ্ধা, ভদ্রতা, সহানুভূতি ও সততার মত মূল্যবোধ আত্মস্থ করছে, যা তাদের চারিত্রিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রনি ও মনিরের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় সামাজিক পরিবেশ, সমাজজীবন ও সামাজিক মূল্যবোধ-সব উপাদানই সমভাবে কার্যকর এবং তারা একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সচেতন সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে।

প্রশ্ন ▶ ১১ ঘটনা-১ : জনাব মহিউদ্দিন বাসে করে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। পথে তার বাসটি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এতে তিনি দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারান।

ঘটনা-২ : জনাব দবির উদ্দিন বাসে উঠে দেখতে পান যে হেলপারের বয়স ১২ বছর। তিনি বিষয়টি নিয়ে খুবই চিন্তিত হন। পাশে বসা ভদ্রলোককে বলেন "বাংলাদেশে প্রচলিত আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ হলে এই সামাজিক সমস্যাটি থাকত না।"

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায়? ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জনাব দবির উদ্দিনের শেষোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা মূল্যায়ন কর। ৪

[য. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা) বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **মুসলিম শাসনামলে বাংলাদেশে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল?**
ⓚ সামন্ততান্ত্রিক ⓚ ধনতান্ত্রিক ⓖ ইসলামি ⓖ সমাজতান্ত্রিক

২. **সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত প্রধান খাত কোনটি?**
ⓚ রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসায়
ⓚ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ
ⓖ পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য
ⓖ হোটেল ও রেস্তোরাঁ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মি. মান্নান তার চা ফ্যাক্টরির উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নেন। তার এই উৎপাদিত পণ্যের ওপর তাকে কর প্রদান করতে হয়।

৩. **মি. মান্নান কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেন?**
ⓚ কেন্দ্রীয় ব্যাংক ⓚ বিশেষায়িত ব্যাংক
ⓖ বাণিজ্যিক ব্যাংক ⓖ বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৪. **উদ্দীপকে উল্লিখিত কর আদায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে–**
i. সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা
ii. ক্ষতিকর দ্রব্যের ভোগ-হ্রাস করা
iii. করের প্রগতিশীল হার বজায় রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৫. **জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত নিচু গোত্রের জয়া মজুমদারকে বিয়ে করে। তাদের পরিবারটি কোন ধরনের বিবাহভিত্তিক পরিবার?**
ⓚ অন্তর্গোত্র ⓚ প্রতিলোম ⓖ সমগোত্রীয় ⓖ অনুলোম

৬. **'উচ্চ ফলনশীল বীজ' সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানের অন্তর্ভুক্ত?**
ⓚ প্রযুক্তি ⓚ প্রাকৃতিক ⓖ জৈবিক ⓖ সাংস্কৃতিক

৭. **সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে–**
i. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এ
ii. মানব পাচার প্রতিরোধ দমন আইন-২০০১ এ
iii. এসিড অপরাধ দমন আইন- ২০০২ এ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

৮. **মাতৃকালীন ছুটির মেয়াদ কত মাস?**
ⓚ ৪ ⓚ ৬ ⓖ ৮ ⓖ ১০

৯. **ক্রীড়া ক্লাব শিশুর সামাজিকীকরণের কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত?**
ⓚ সম্প্রদায় ⓚ স্থানীয় সমাজ ⓖ স্থানীয় গোষ্ঠী ⓖ সহপাঠী

১০. **'তমদ্দুন মজলিস' কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?**
ⓚ ধর্মীয় ⓚ রাজনৈতিক ⓖ সামাজিক ⓖ সাংস্কৃতিক

১১. **'অংশীদারিত্ব' এসডিজি এর কত নম্বর অভীষ্ট?**
ⓚ ১৭ ⓚ ১৬ ⓖ ১৫ ⓖ ১৪

১২. **জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সাধারণত কোন জেলায় তাপমাত্রা বেশি থাকে?**
ⓚ ঢাকা ⓚ নোয়াখালী ⓖ বগুড়া ⓖ দিনাজপুর

১৩. **মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোন দেশ?**
ⓚ যুক্তরাষ্ট্র ⓚ রাশিয়া ⓖ যুক্তরাজ্য ⓖ চীন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
মাসুম তার বন্ধুদের নিয়ে সমুদ্রে বেড়াতে যায়। সমুদ্রে নামতে চাইলে ভাটা থাকায় তাদের নামতে দেয়া হয়নি। তারা জানতে পারে ঐদিন জোয়ার শুরু হয় সকাল দশটায়। ঐ দিনটি ছিল পূর্ণিমা তিথি?

১৪. **তাদের কখন সমুদ্রে নামা নিরাপদ হবে?**
ⓚ ঐ দিন রাত ১০ টা ২৬ মিনিটে ⓚ ঐ দিন রাত ১২ টায়
ⓖ পরদিন সকাল ১০ টা ৫২ মিনিটে ⓖ পরদিন বেলা ১১ টা ২৬ মিনিটে

১৫. **উল্লিখিত দিনে–**
i. জোয়ারের তীব্রতা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হবে
ii. চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী সমকোণে অবস্থান করবে
iii. ভাটায় পানি বেশি নিচে নেমে যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৬. **কত সালে নূর হোসেন পুলিশের গুলিতে নিহত হন?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ⓚ ১৯৮৫ সালে ⓚ ১৯৮৬ সালে ⓖ ১৯৮৭ সালে ⓖ ১৯৮৮ সালে

১৭. **৭ই মার্চের ভাষণে তুলে ধরা হয়–**
i. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা
ii. বাঙালির প্রতি বৈষম্যের ইতিহাস
iii. নির্বাচন পরবর্তী শাসকগোষ্ঠীর প্রতারণার ইতিহাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

১৮. **কোনো একটি স্থানের অবস্থান ২৬° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৯১° পূর্ব দ্রাঘিমায়। স্থানটির প্রতিপাদ স্থান কোনটি?**
ⓚ ২৬° দ. ৮৯° প. ⓚ ৬৪° দ. ৮৯° প.
ⓖ ২৬° দ. ৮৯° পূ. ⓖ ১৫৪° দ. ৯১° প.

☐ **নিচের খণ্ডিত মানচিত্র দুটি দেখ এবং ১৯ ও ২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

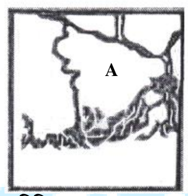

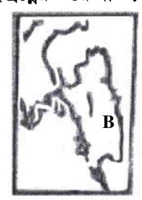

১৯. **'A' চিহ্নিত অঞ্চলে কোন ধরনের সমভূমি গড়ে উঠেছে?**
ⓚ উপকূলীয় ⓚ ব-দ্বীপ ⓖ স্রোতজ ⓖ পলল গঠিত

২০. **'B' চিহ্নিত অঞ্চলে স্বল্প জনবসতি গড়ে ওঠার কারণ–**
i. ভূমির বন্ধুরতা
ii. জলাভূমির আধিক্য
iii. হিংস্র জীবজন্তুর উপস্থিতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২১. **তথ্য কমিশনে 'তথ্য কমিশনার' পদে কয়জন কর্মকর্তা রয়েছেন?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ⓚ ২ জন ⓚ ৩ জন ⓖ ৪ জন ⓖ ৫ জন

২২. **জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজ?**
ⓚ মুখ্য ⓚ অপরিহার্য ⓖ প্রাথমিক ⓖ কল্যাণমূলক

২৩. **বাংলাদেশে উপজেলা ব্যবস্থা কত সালে প্রবর্তিত হয়?** [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ⓚ ১৯৮৩ ⓚ ১৯৮৫ ⓖ ২০০০ ⓖ ২০০৯

২৪. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে 'P' দলটি ১৫১টি আসন লাভ করে। দলটি কয়টি সংরক্ষিত নারী আসন লাভ করবে?**
ⓚ ৫০ ⓚ ৪৫ ⓖ ৩১ ⓖ ২৫

২৫. **আধুনিক গণতন্ত্রের উৎসস্থল কোনটি?**
ⓚ গ্রীস ⓚ যুক্তরাষ্ট্র ⓖ ইংল্যান্ড ⓖ ফ্রান্স

২৬. **ছদ্মনামে ভোট দিলে কী ধরনের শাস্তি পেতে পারে?**
ⓚ জরিমানাসহ ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড
ⓚ জরিমানাসহ ১ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড
ⓖ জরিমানাসহ ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড
ⓖ জরিমানাসহ ১ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড

২৭. **মেঘনা নদীতে মোহনা রয়েছে–**
i. ভৈরবে ii. গোয়ালন্দে iii. চাঁদপুরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓖ i, ii ও iii

২৮. **জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয় কত সাল থেকে?**
ⓚ ১৯৭৪ ⓚ ১৯৮৪ ⓖ ১৯৮৬ ⓖ ২০১২

২৯. **বিভিন্ন বেকারি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ময়দাকে কী ধরনের দ্রব্য বলা হয়?**
ⓚ ভোগ্য ⓚ প্রাথমিক ⓖ মাধ্যমিক ⓖ চূড়ান্ত

৩০. **কোন অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেই?**
ⓚ সমাজতান্ত্রিক ⓚ পুঁজিবাদী ⓖ মিশ্র ⓖ ইসলামি

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১।

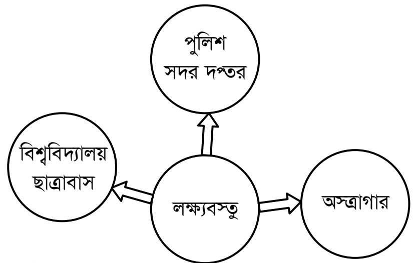

ক. গণযুদ্ধ কী? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প কেন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত ঘটনার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

২। **দৃশ্যকল্প-১ :** আসলাম এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম করায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আসলামের বাবা প্রভাব খাটিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মুকুল সাহেব দেশের জনগণ হিসেবে আইন কানুন মেনে চলেন। নিয়মিত কর প্রদান, সততা বিবেচনাপূর্বক নির্বাচনে ভোট দেন।

ক. সরকার কাকে বলে? ১
খ. স্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এর ঘটনা পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণার পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নাগরিক হিসেবে মুকুল সাহেবকে মূল্যায়ন কর। ৪

৩। **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব আব্দুল জলিল প্রশাসনের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। স্থানীয় প্রশাসনের তৃতীয় স্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তাঁর দায়িত্ব।

দৃশ্যকল্প-২ : বেলাল বেগ তাঁর এলাকার প্রাপ্ত বয়স্কদের সমর্থনে পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব পেয়েছেন। বছরে একাধিক সময় তাঁর কার্যালয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সেই সাথে আগামী বছরের সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি তাঁর মত প্রকাশ করতে পারেন।

ক. সচিবালয় কী? ১
খ. বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের বিচারক কীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়? ২
গ. জনাব আব্দুল জলিলের অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বেলাল বেগের কার্যালয়ের ক্ষমতা ও কাজ বিশ্লেষণ কর। ৪

৪।

দৃশ্যকল্প-১

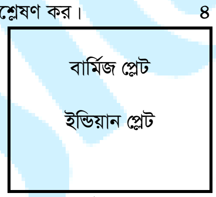

দৃশ্যকল্প-২

ক. কালবৈশাখি কী? ১
খ. বাংলাদেশের জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ ও ২ এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-২ বাংলাদেশকে কোন বিষয়ে সতর্ক করছে? এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রস্তুতি মূল্যায়ন কর। ৪

৫। কুড়িগ্রাম জেলার বৃহৎ একটি নদীপাড়ের বাসিন্দা রহিম মিয়া। রহিম নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। নদীর গ্রাসে ভিটে মাটি হারিয়ে রহিম ঢাকায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা চালাচ্ছে। নাব্যতা হারার কারণে অনেক নদীতে জাহাজ চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে।

ক. গরান বনভূমি কাকে বলে? ১
খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচুর সৌরশক্তি পাওয়া যায় কেন? ২
গ. রহিম মিয়া যে নদীটির পাশে বসবাস করত সে নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। ১৫ মে ২০২২ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকার দুটি পৃষ্ঠায় বর্ণিত সংবাদের সারসংক্ষেপ :

পৃষ্ঠা-১ : জনাব 'ব' পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বেনামে ঋণ ও শেয়ার ক্রয় করেন। দেশে বিদেশে তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়ি।

পৃষ্ঠা-১০ : নিরাপত্তা পোশাক না পরে জাহাজ কাটা লোহার পাত ঘষে সমান করেন শত শত শ্রমিক। দিন শেষে মজুরি পান ৭০০-৮০০ টাকা।

ক. জলবায়ু কার্যক্রম কী? ১
খ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হিসেবে জেন্ডার সমতা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্পের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নে কোন অভীষ্ট গ্রহণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দুর্নীতিই উক্ত অভীষ্ট অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ– দৃশ্যকল্পের আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

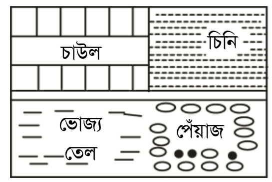

চিত্র-১ : খাদ্যগুদাম

চিত্র-২

ক. মাতৃকল্যাণ কী? ১
খ. বাংলাদেশে এইড্স বা এইচ আইভি কেন ঝুঁকিপূর্ণ? ২
গ. চিত্র-১ কোন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-২ এর বিষয়টি জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন– মন্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৮। **দৃশ্যকল্প-১ :** নাসির উদ্দীনের স্ব-কর্মসংস্থানের আর্থিক সঙ্গতি নাই। প্রতিবেশী কাদের সাহেব তাঁকে 'প' প্রতিষ্ঠান থেকে বিনা জামানতে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগির খামার করার পরামর্শ দিলেন।

দৃশ্যকল্প-২ : আশিকের বাবা একটি সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিপর্যায়ে ঋণ প্রদান করে না। তবে সরকারের যাবতীয় দায়ভার মিটিয়ে থাকে।

ক. আবগারী শুল্ক কী? ১
খ. বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাখাতে ব্যয়ের বর্ণনা দাও। ২
গ. 'প' প্রতিষ্ঠানের ঋণদান কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে আশিকের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়ন কর। ৪

৯। বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট ২০২০ অনুসারে 'D' রাষ্ট্রের মোট জাতীয় আয় ১,৫৮০, ০০ বিলিয়ন ডলার এবং জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়ন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশটির মাথাপিছু আয় ছিল ১,০৯০ ইউএস ডলার।

ক. জিডিপি কাকে বলে? ১
খ. উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. D রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ২০২০ অর্থবছরে কত ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বিশ্বব্যাংকের আয়ের বিন্যাসে দেশটি যে শ্রেণিতে অবস্থান করছে তার প্রেক্ষিতে দেশটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০। **দৃশ্যকল্প-১ :** M আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য কর্তৃক নারীর অধিকার সম্বলিত একটি সনদ গৃহীত হয়। M সংগঠনের ১৩২ সদস্য সনদটি সমর্থন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : ইসরাইল ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিবাদ মীমাংসায় N আন্তর্জাতিক সংগঠন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলের মানবাধিকার সংরক্ষণে N সংগঠন ব্যাপকভাবে কাজ করছে।

ক. ভেটো ক্ষমতা কী? ১
খ. "ইউনিসেফ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ নির্দেশিত সনদটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষায় N নির্দেশিত সংঘের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১১। চাকরিজীবী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান তাহমিদ বাবা-মায়ের সাথে একটি জেলা শহরে বসবাস করে। তার দাদা-দাদি গ্রামে থাকেন। তাহমিদ তার আচরণে যেমন সকলের কাছে প্রশংসনীয় তেমনি সে বিদ্যালয়ে ভালো ফল অর্জন করে আসছে। অবসরে তাহমিদ 'কিশোর আলো' পত্রিকায় লেখালেখির কাজ করে। দুরন্ত টেলিভিশনের 'সবজান্তা' তার সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান।

ক. সামাজিকীকরণে মিথস্ক্রিয়া কী? ১
খ. সামাজিকীকরণের সাংস্কৃতিক উপাদানের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. তাহমিদ কোন ধরনের পরিবারের সদস্য? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্পে শেষোক্ত মাধ্যমটি সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– তাহমিদের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরমালা (চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	ক	২	গ	৩	গ	৪	ক	৫	ঘ	৬	ক	৭	গ	৮	খ	৯	গ	১০	ঘ	১১	ক	১২	খ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	*	১৭	গ	১৮	ক	১৯	খ	২০	খ	২১	*	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	গ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	খ	২৯	খ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১

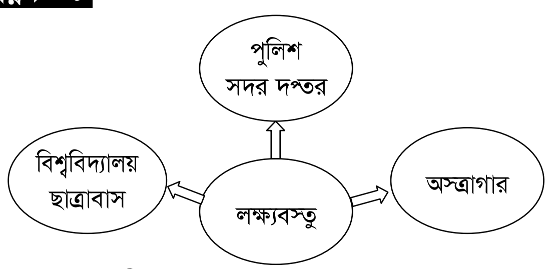

ক. গণযুদ্ধ কী? ১

খ. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত ঘটনার পরিণতি বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে যুদ্ধে সর্বস্তরের জনগণ অংশগ্রহণ করে তাকে গণযুদ্ধ বলে।

খ প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্রগোলাবারুদ সরবরাহ না করতে সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা কাজ করেছেন।

গ দৃশ্যকল্প যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে নির্দেশ করেছে সেটি হলো অপারেশন সার্চলাইট।

১৯৭১ সালে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে সকল স্তরের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গোপন আলোচনার নামে কালক্ষেপণ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও গোলাবারুদ এনে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ১৭ই মার্চ টিক্কা খান ও রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। ২৫শে মার্চ রাতে পৃথিবীর ইতিহাসে বর্বরতম গণহত্যার নাম দেয়া হয় 'অপারেশন সার্চলাইট'। এ অপারেশনের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্প, পিলখানা ইপিআর ক্যাম্প ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তাদের সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কারণে বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫শে মার্চের রাত 'কালরাত্রি' নামে পরিচিত।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্পের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে, অস্ত্রাগার, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাস ও পুলিশ সদর দপ্তর। এরূপ রূপচিত্র ১৯৭১ সালে বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানীদের চালানো ২৫শে মার্চের গণহত্যার উদ্দেশ্যে পরিচালিত নীল নকশার সাদৃশ্য পাওয়া যায়, যা ইতিহাসে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পরিচিত। এই গণহত্যার মূল উদ্দেশ্য ছিল মূলত বাঙালিদের স্বাধীনতার স্বপ্নকে চিরতরে নসাৎ করে দেওয়া।

ঘ উক্ত ঘটনা তথা ২৫শে মার্চের গণহত্যা বা অপারেশন সার্চলাইটের পরিণতি ছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক এক নৃশংস অভিযান চালায়। ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে তারা নির্বিচারে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করে। এই রাতটি ইতিহাসে 'কালরাত্রি' নামে পরিচিত এবং বর্তমানে দিনটি 'জাতীয় গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

উদ্দীপকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট নামক পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার নকশা চিত্রিত হয়েছে। তবে এই গণহত্যা বাঙালি জাতিকে স্তব্ধ করে দেয়নি, বরং আরও ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার জবাবে ২৬শে মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। শুরু হয় বাঙালির সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ, যেখানে আনসার, ইপিআর, ছাত্র, কৃষক ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে। অপারেশন সার্চলাইট ছিল পাকিস্তানের দমননীতি, কিন্তু তা ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। এ বর্বরতা গোটা জাতিকে স্বাধীনতার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, ২৫শে মার্চের গণহত্যা ছিল বাঙালির জীবনে বিভীষিকাময় অধ্যায়, তবে এ রাতের রক্তাক্ত ইতিহাসই মুক্তিযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সেই আগুনের ফলেই জন্ম নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

প্রশ্ন ▸ ০২ **দৃশ্যকল্প-১ :** আসলাম এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম করায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আসলামের বাবা প্রভাব খাটিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেন।

দৃশ্যকল্প-২ : মুকুল সাহেব দেশের জনগণ হিসেবে আইন কানুন মেনে চলেন। নিয়মিত কর প্রদান, সততা বিবেচনাপূর্বক নির্বাচনে ভোট দেন।

ক. সরকার কাকে বলে? ১

খ. স্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কেন? ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ এর ঘটনা পাঠ্যবইয়ের কোন ধারণার পরিপন্থি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাগরিক হিসেবে মুকুল সাহেবকে মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী শাসকগোষ্ঠীকে সরকার বলে।

খ স্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, কারণ স্বাধীনতা ছাড়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার, মত প্রকাশ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায় না। স্বাধীন রাষ্ট্রই জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং তাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করে। যদি স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, তবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, গণতন্ত্র ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। তাই রাষ্ট্রের প্রধান দায়িত্ব হলো স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং যেকোনো হুমকি থেকে দেশকে সুরক্ষিত করা।

গ দৃশ্যকল্প-১ এর ঘটনা পাঠ্যবইয়ের আইনের শাসন ধারণার পরিপন্থি।

সাধারণভাবে আইন বলতে সামাজিকভাবে স্বীকৃত, লিখিত ও অলিখিত বিধিবিধান ও রীতিনীতিকে বোঝায়। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। তখন কেউ কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। আইনের প্রাধান্য বজায় থাকলে কেউ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করতে সচারাচর সাহস করে না। আইনের শাসনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-১ এর আসলাম এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম করায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আসলামের বাবা প্রভাব খাটিয়ে ছেলেকে ছাড়িয়ে নেন। এরূপ কর্মকাণ্ডে উক্ত এলাকায় আইনের শাসন না থাকার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। কারণ আইনের শাসনের উপস্থিতি থাকলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সন্ত্রাস করা আসলাম কখনই পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পেত না।

ঘ নাগরিক হিসেবে মুকুল সাহেব একজন আদর্শ সুনাগরিক।

সুনাগরিক হলেন সেই ব্যক্তি যিনি নিজের অধিকার ভোগের পাশাপাশি দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। তিনি রাষ্ট্রের আইন মেনে চলেন, দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং জাতীয় ঐক্য ও কল্যাণে অবদান রাখেন। সুনাগরিক দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকেন, নিজের সংস্কৃতি ও জাতীয় অর্জনকে সম্মান করেন এবং অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি শুধু নিজের নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণে সচেষ্ট থাকেন।

উদ্দীপকের দৃশ্যকল্প-২ এর মুকুল সাহেব দেশের জনগণ হিসেবে আইন কানুন মেনে চলেন। নিয়মিত কর প্রদান, সততা বিবেচনাপূর্বক নির্বাচনে ভোট দেন। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মুকুল সাহেব একজন আদর্শ সুনাগরিকের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিয়মিত আইন-কানুন মেনে চলেন, যা একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস কর যথাসময়ে পরিশোধের মাধ্যমে তিনি দেশের প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন। এছাড়া নির্বাচনে তিনি সততা ও বিবেচনার সঙ্গে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেন, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। মুকুল সাহেবের এ দায়িত্বশীল আচরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, তিনি দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সচেতন এবং রাষ্ট্রের উন্নয়নে আন্তরিক। তার মত নাগরিকদের কারণেই রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে পারে।

আলোচনার শেষে বলা যায়, মুকুল সাহেবের মতো দায়িত্ববান নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। আমাদের প্রত্যেকের উচিত তাঁর ন্যায় সচেতনতা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে নাগরিক কর্তব্য পালন করা, যাতে একটি শান্তিপূর্ণ, উন্নত ও সুশাসিত রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন ▸ ০৩ **দৃশ্যকল্প-১ :** জনাব আব্দুল জলিল প্রশাসনের উপসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা। স্থানীয় প্রশাসনের তৃতীয় স্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তাঁর দায়িত্ব।

দৃশ্যকল্প-২ : বেলাল বেগ তাঁর এলাকার প্রাপ্ত বয়স্কদের সমর্থনে পাঁচ বছরের জন্য দায়িত্ব পেয়েছেন। বছরে একাধিক সময় তাঁর কার্যালয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা ও বিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সেই সাথে আগামী বছরের সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি তাঁর মত প্রকাশ করতে পারেন।

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. বাংলাদেশে উচ্চ আদালতের বিচারক কীভাবে নিয়োগ দেওয়া হয়? ২

গ. জনাব আব্দুল জলিলের অর্থ সংক্রান্ত দায়িত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বেলাল বেগের কার্যালয়ের ক্ষমতা ও কাজ বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৪

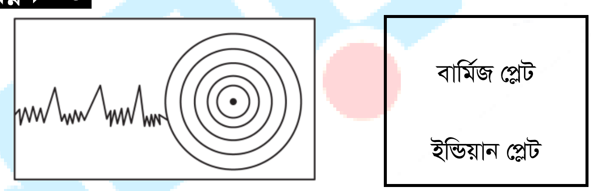

দৃশ্যকল্প-১ দৃশ্যকল্প-২

ক. কালবৈশাখি কী? ১

খ. বাংলাদেশের জলবায়ুতে মৌসুমী বায়ুর প্রভাব বর্ণনা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ ও ২ এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্প-২ বাংলাদেশকে কোন বিষয়ে সতর্ক করছে? এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রস্তুতি মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৫ কুড়িগ্রাম জেলার বৃহৎ একটি নদীপাড়ের বাসিন্দা রহিম মিয়া। রহিম নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। নদীর গ্রাসে ভিটে মাটি হারিয়ে রহিম ঢাকায় রিক্সা চালিয়ে জীবিকা চালাচ্ছে। নাব্যতা হারানোর কারণে অনেক নদীতে জাহাজ চলাচলও বন্ধ হয়ে গেছে।

ক. গরান বনভূমি কাকে বলে? ১

খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে প্রচুর সৌরশক্তি পাওয়া যায় কেন? ২

গ. রহিম মিয়া যে নদীটির পাশে বসবাস করত সে নদীটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্পে বর্ণিত সমস্যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৬ ১৫ মে ২০২২ তারিখে 'দৈনিক প্রথম আলো' পত্রিকার দুটি পৃষ্ঠায় বর্ণিত সংবাদের সারসংক্ষেপ :

পৃষ্ঠা-১ : জনাব 'ব' পাঁচটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বেনামে ঋণ ও শেয়ার ক্রয় করেন। দেশে বিদেশে তাঁর প্রাসাদতুল্য বাড়ি।

পৃষ্ঠা-১০ : নিরাপত্তা পোশাক না পরে জাহাজ কাটা লোহার পাত ঘষে সমান করেন শত শত শ্রমিক। দিন শেষে মজুরি পান ৭০০-৮০০ টাকা।

ক. জলবায়ু কার্যক্রম কী? ১

খ. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট হিসেবে জেন্ডার সমতা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্পের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নে কোন অভীষ্ট গ্রহণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দুর্নীতিই উক্ত অভীষ্ট অর্জনে বড় চ্যালেঞ্জ– দৃশ্যকল্পের আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৭

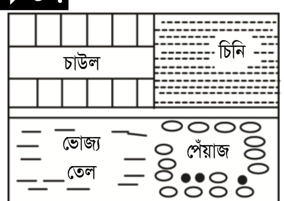

চিত্র-১ : খাদ্যগুদাম

চিত্র-২

ক. মাতৃকল্যাণ কী? ১

খ. বাংলাদেশে এইড্স বা এইচআইভি কেন ঝুঁকিপূর্ণ? ২

গ. চিত্র-১ কোন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টিতে কাজ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-২ এর বিষয়টি জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন– মন্তব্য বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৮ **দৃশ্যকল্প-১ :** নাসির উদ্দীনের স্ব-কর্মসংস্থানের আর্থিক সঙ্গতি নাই। প্রতিবেশী কাদের সাহেব তাঁকে 'প' প্রতিষ্ঠান থেকে বিনা জামানতে ঋণ নিয়ে হাঁস-মুরগির খামার করার পরামর্শ দিলেন।

দৃশ্যকল্প-২ : আশিকের বাবা একটি সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। প্রতিষ্ঠানটি ব্যক্তিপর্যায়ে ঋণ প্রদান করে না। তবে সরকারের যাবতীয় দায়ভার মিটিয়ে থাকে।

ক. আবগারী শুল্ক কী? ১

খ. বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষাখাতে ব্যয়ের বর্ণনা দাও। ২

গ. 'প' প্রতিষ্ঠানের ঋণদান কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সরকারের ব্যাংক হিসেবে আশিকের বাবার কর্মরত প্রতিষ্ঠানকে মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৯ বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট ২০২০ অনুসারে 'D' রাষ্ট্রের মোট জাতীয় আয় ১,৫৮০.০০ বিলিয়ন ডলার এবং জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়ন। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে দেশটির মাথাপিছু আয় ছিল ১,০৯০ ইউএস ডলার।

ক. জিডিপি কাকে বলে? ১

খ. উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. D রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ২০২০ অর্থবছরে কত ছিল? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্বব্যাংকের আয়ের বিন্যাসে দেশটি যে শ্রেণিতে অবস্থান করছে তার প্রেক্ষিতে দেশটির আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বলে।

খ উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হলেও ভিন্ন ধারণা।

প্রবৃদ্ধি মানে হলো দেশের উৎপাদন বা আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া, যা সাধারণত জিডিপি বৃদ্ধির মাধ্যমে বোঝানো হয়। অন্যদিকে, উন্নয়ন মানে হলো মানুষের জীবনের মানোন্নয়ন, যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও সামাজিক ন্যায়বিচার। একটি দেশ প্রবৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত না-ও হতে পারে। তাই টেকসই উন্নয়নের জন্য শুধু প্রবৃদ্ধি নয়, মানবিক অগ্রগতিও জরুরি।

গ D রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় ২০২০ অর্থবছরে ছিল ৭,৯০০ ইউএস ডলার।

মাথাপিছু আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের নাগরিকদের গড় আয়। মাথাপিছু আয় দুইটি পৃথক মান দ্বারা নির্ধারিত হয়। যথা- ১. মোট জাতীয় আয় এবং ২. মোট জনসংখ্যা। কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের মোট জাতীয় আয়কে (GNI) সে দেশের মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। মাথাপিছু আয়কে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায় :

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোট জাতীয় আয়}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

উদ্দীপকের D দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দেশটির মোট জনসংখ্যা ২০০ মিলিয়ন এবং মোট জাতীয় আয় ১,৫৮০.০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সুতরাং D দেশের জনগণের মাথাপিছু আয়

$$= \frac{\text{১৫৮০ বিলিয়ন ডলার}}{\text{২০০ মিলিয়ন}}$$

$$= \frac{\text{১৫৮০০০০ মিলিয়ন ডলার}}{\text{২০০ মিলিয়ন}}$$

(১ বিলিয়ন = ১০০০ মিলিয়ন)

= ৭৯০০ ইউএস ডলার।

ঘ বিশ্বব্যাংকের আয়ের বিন্যাসে দেশটি যে শ্রেণিতে অবস্থান করছে তা হলো দেশটি উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ।

মধ্য আয়ের দেশসমূহ সাধারণত উন্নয়নশীল দেশ। তবে মধ্য আয়ের ২টি ভাগের মধ্যে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোর অবস্থান উন্নত। এসব দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা অনেকটাই পূরণ হয়েছে। দেশগুলো দ্রুত শিল্পায়িত হচ্ছে এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মতো সামাজিক অবকাঠামোর দ্রুত উর্ধ্বমুখী উন্নয়ন ঘটছে। তবে উন্নত দেশগুলোর সমপর্যায়ে পৌঁছাতে এসব দেশকে এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় ৪৪৬৬ ডলার থেকে ১৩৮৪৫ ডলার পর্যন্ত। এদেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকা।

উদ্দীপকের 'D' রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় হলো ৭,৯০০ মার্কিন ডলার যা দেশটিকে উচ্চ মধ্য আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত করে। এ দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণে দেখা যায়, এসব দেশের অর্থনীতি দ্রুত গতিতে শিল্পভিত্তিক হচ্ছে। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর ঘটছে। ফলে কর্মসংস্থান বাড়ছে এবং মানুষের আয়-উপার্জনও বেড়েছে। উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোতে সামাজিক খাতে যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মান তুলনামূলক উন্নত। শিশু মৃত্যু হার, অপুষ্টি ও সংক্রামক রোগের হার কমছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বেড়েছে এবং নারী শিক্ষার প্রসারও চোখে পড়ার মতো। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, নগরায়ণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি অনেক দেশে দারিদ্র্য হ্রাস, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানান সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তবে এসব অগ্রগতির পাশাপাশি উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলোতে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়ে গেছে। আয় বৈষম্য, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এসব দেশের টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, উচ্চ মধ্য আয়ের দেশগুলো উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপে রয়েছে। তারা অনেকখানি অগ্রগতি অর্জন করলেও, উন্নত দেশের পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে টেকসই ও সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। সামাজিক ন্যায়বিচার, দারিদ্র্য হ্রাস এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন এই দেশগুলোর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের চাবিকাঠি হতে পারে।

প্রশ্ন ▸ ১০ **দৃশ্যকল্প-১ :** M আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য কর্তৃক নারীর অধিকার সম্বলিত একটি সনদ গৃহীত হয়। M সংগঠনের ১৩২ সদস্য সনদটি সমর্থন করে।

দৃশ্যকল্প-২ : ইসরাইল ও ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিবাদ মীমাংসায় N আন্তর্জাতিক সংগঠন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলের মানবাধিকার সংরক্ষণে N সংগঠন ব্যাপকভাবে কাজ করছে।

ক. ভেটো ক্ষমতা কী? ১

খ. "ইউনিসেফ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রতিষ্ঠান"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যকল্প-১ নির্দেশিত সনদটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষায় N নির্দেশিত সংঘের অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ১১ চাকরিজীবী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান তাহমিদ বাবা-মায়ের সাথে একটি জেলা শহরে বসবাস করে। তার দাদা-দাদি গ্রামে থাকেন। তাহমিদ তার আচরণে যেমন সকলের কাছে প্রশংসনীয় তেমনি সে বিদ্যালয়ে ভালো ফল অর্জন করে আসছে। অবসরে তাহমিদ 'কিশোর আলো' পত্রিকায় লেখালেখির কাজ করে। দুরন্ত টেলিভিশনের 'সবজান্তা' তার সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান।

ক. সামাজিকীকরণে মিথস্ক্রিয়া কী? ১

খ. সামাজিকীকরণের সাংস্কৃতিক উপাদানের ধারণা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. তাহমিদ কোন ধরনের পরিবারের সদস্য? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্যকল্পে শেষোক্ত মাধ্যমটি সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে– তাহমিদের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ কর। ৪

[চ. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিকীকরণে মিথস্ক্রিয়া হলো পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়া।

খ সামাজিকীকরণের সাংস্কৃতিক উপাদান হলো সমাজের মধ্যে প্রচলিত মূল্যবোধ, বিশ্বাস, রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, ভাষা ও জীবনধারা, যা মানুষ ছোটবেলা থেকেই শিখে নেয়।

সামাজিকীকরণের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো মানুষের চিন্তা, আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরিবার, বিদ্যালয়, গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এসব উপাদান শেখানোর প্রধান মাধ্যম। যেমন- একজন শিশু যখন সম্মান, শিষ্টাচার বা জাতীয় সংগীতের গুরুত্ব শেখে, তখন সে সাংস্কৃতিক উপাদানের মাধ্যমে সামাজিকীকৃত হয়। এভাবেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে সমাজের সদস্যে পরিণত হয়।

গ তাহমিদ অণু বা একক পরিবারের সদস্য।

আকারের ভিত্তিতে পরিবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন- একক বা অণু পরিবার, যৌথ পরিবার ও বর্ধিত পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও তাদের অবিবাহিত সন্তানসন্ততি নিয়ে গঠিত পরিবারকে একক পরিবার বলা হয়। এই পরিবার পিতা এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানসন্ততি এই দুই পুরুষে আবদ্ধ। একক পরিবার আকারে ছোটো হয়। শহরাঞ্চলে এ ধরনের পরিবার বেশি দেখা যায়। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও এ ধরনে পরিবার গঠনের প্রবণতা লক্ষণীয়।

উদ্দীপকের চাকরিজীবী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান তাহমিদ বাবা-মায়ের সাথে একটি জেলা শহরে বসবাস করে। তার দাদা-দাদি গ্রামে থাকেন। এ হিসেবে তাদের পরিবারটি হলো একক পরিবার। কারণ একক পরিবারে বাবা-মা ও অবিবাহিত সন্তানেরা বসবাস করে। যেমনটি তাহমিদ তার বাবা মায়ের সাথে একাকি বসবাস করে।

ঘ দৃশ্যকল্পে শেষোক্ত মাধ্যমটি হলো গণমাধ্যম। সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, বিশেষ ধ্যানধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করে গণমাধ্যম। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি। এসব মাধ্যমগুলো শিশুর সামাজিকীকরণে ব্যাপক অবদান রাখে।

উদ্দীপকের তাহমিদ অবসরে 'কিশোর আলো' পত্রিকায় লেখালেখির কাজ করে। দুরন্ত টেলিভিশনের 'সবজান্তা' তার সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান। পত্রিকা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকাকে তুলে ধরে। ব্যক্তির সামাজিকীকরণে এ মাধ্যমটির ভূমিকা ব্যাপক। গণমাধ্যমে বিশেষ করে সংবাদপত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোররা এসব পাঠ করে মনে প্রফুল্লতা বোধ করে। নিজেকে সমাজ সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে। মানুষ জীবন-জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত হয়। টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত গঠনমূলক অনুষ্ঠান ব্যক্তির চিন্তা, চরিত্র, আচরণসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে।

আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, ব্যক্তির সামাজিকীকরণে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে গণমাধ্যম।

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. কোন ব্যাংক থেকে ভূমিহীন নিঃস্ব মানুষরা লোন নেয়?
ক সমবায় ব্যাংক খ বাণিজ্যিক ব্যাংক
গ গ্রামীণ ব্যাংক ঘ কৃষি ব্যাংক

২. মুসলিম শাসনামলে বাংলায়–
i. ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ছিল ii. কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ছিল
iii. রপ্তানি আয় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ফরিদুল একজন সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছে। সে যথাযথভাবে তার সমাজের নিয়ম কানুন অনুসরণ ও অনুশীলন করে। অন্যদিকে লাবু লক্ষ করেছে তার মেয়ে মিনা স্বাভাবিক শিশুদের মতো আচরণ করছে না। সে স্বাভাবিকভাবে কথাও বলতে পারে না।

৩. ফরিদুলের মধ্যে সামাজিকীকরণের কোন প্রতিষ্ঠানটির প্রভাব রয়েছে?
ক স্থানীয় গোষ্ঠী খ স্থানীয় সমাজ গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘ গণমাধ্যম

৪. যথাযথ সামাজিকীকরণের জন্য মিনার প্রয়োজন–
i. বিনোদনমূলক সুবিধা ii. প্রশিক্ষণ সুবিধা iii. মানবিক আচরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. কোনটি সামাজিক সম্পর্কের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে?
ক সংবাদপত্র খ টেলিভিশন গ মোটর গাড়ি ঘ ইন্টারনেট

৬. কে সার্ক (SAARC) গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন?
ক শেখ মুজিব খ জিয়াউর রহমান
গ এইচ এম এরশাদ ঘ বেগম খালেদা জিয়া

৭. "ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়" গানটি কে রচনা করেছেন?
ক আবদুল গাফফার খ জহির রায়হান
গ আবদুল লতিফ ঘ মুনির চৌধুরী

৮. মুক্তিযুদ্ধ কে পরিচালনা করেন?
ক এম. মনসুর আলী খ শেখ মুজিব
গ তাজউদ্দীন আহমদ ঘ সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৯. গ্রিনিচের দ্রাঘিমা কত ডিগ্রি?
ক ০° খ ৩০° গ ৬০° ঘ ৯০°

১০. নিচের কোনটি সর্বনিম্ন পর্বত শৃঙ্গ?
ক পিরামিড খ কিওক্রাডং গ তাজিওডং ঘ মোদকমুয়াল

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
রাজন সাহেব খুবই রক্ষণশীল। তিনি তার পূর্ব পুরুষের জীবনধারণ ও অন্যান্য কার্যাবলি কঠোরভাবে অনুসরণ করেন। অন্যদিকে, হাকিম সাহেব তার জমির কিছু দলিলপত্র দেখার জন্য ভূমি অফিসে যান। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

১১. রাজন সাহেবের কাজে আইনের কোন উৎসটি প্রতিফলিত হয়েছে?
ক ন্যায়বোধ খ আইনসভা গ প্রথা ঘ ধর্ম

১২. কর্মকর্তাটির কাজের মাধ্যমে–
i. একজনের দায়িত্বে স্বচ্ছতা নিশ্চিৎ হতে পারে
ii. তথ্যকে মৌলিক অধিকার করা যেতে পারে
iii. জনগণকে গণতন্ত্রে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. নিচের কোনটি সবচেয়ে দীর্ঘতম নদী?
ক কর্ণফুলী খ সাঙ্গু গ মাতামুহুরী ঘ পশুর

১৪. নিচের কোনটি দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে পুরোপুরি অনুপস্থিত?
ক সমবেদনা খ বুদ্ধিমত্তা গ স্বদেশপ্রেম ঘ সৃজনশীলতা

১৫. "আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসন কার্যত রাজনৈতিক দলের শাসন" কে বলেছেন?
ক ম্যাকাইভার খ ফাইনার গ গেটেল ঘ অ্যারিস্টটল

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
নাদিম সাহেব বদরগঞ্জ উপজেলা শহরের নাগরিকদের ভোটে একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি বাসস্থান ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির উন্নয়নে কাজ করছেন। তিনি সংক্রামক রোগ প্রতিরোধেও কাজ করছেন।

১৬. নাদিম সাহেব কোন স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি?
ক জেলা পরিষদ খ পৌরসভা গ সিটি কর্পোরেশন ঘ উপজেলা

১৭. পূর্ব পাকিস্তানে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল–
i. শাসকশ্রেণির বৈষম্যের কারণে
ii. পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কম বরাদ্দের কারণে
iii. কম আমদানি ও রপ্তানির কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. সামাজিক পরিবর্তনে প্রাকৃতিক উপাদানের প্রভাব কোনটি?
ক নতুন ভাবাদর্শ খ ধার্মিক হওয়া
গ জীবনযাত্রার মান ঘ মানুষের অভিবাসন

১৯. এস ডি জি এর ৫ম অভীষ্ট কোনটি?
ক নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন খ জেন্ডার সমতা
গ গুণগত শিক্ষা ঘ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ

২০. ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কোনটি সঠিক?
ক কর্মপন্থা তৈরিতে মালিকদের স্বাধীনতা আছে
খ সরকারের কঠোর তদারকি
গ শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা
ঘ সর্বোচ্চ মুনাফা, সর্বোচ্চ উন্নয়ন

২১. কত সালে বিশ্বে প্রথম এইচ, আই, ভি সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ১৯৮১ খ ১৯৮৯ গ ১৯৯৫ ঘ ২০০১

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
হাবিব সাহেব 'ক' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার একজন সদস্য। বিশ্বে টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে এই সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। অন্যদিকে, মনিপুর গ্রামের বাসিন্দারা সবসময়েই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। পাশের গ্রামের একদল যুবককে মনিপুর গ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।

২২. 'ক' দ্বারা তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে?
ক UNICEF খ UNESCO গ UNDP ঘ WHO

২৩. অনুচ্ছেদ এর যুবকদের মতো, বাংলাদেশেও–
i. একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে
ii. সকল দেশের স্বার্বভৌমত্ব রক্ষা করছে
iii. আন্তর্জাতিক নিরাপত্তায় কাজ করছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৪. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর সাবেক নাম কী ছিল?
ক পূর্ব পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক খ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
গ কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাংক ঘ বাংলার কৃষি ব্যাংক

২৫. উৎপাদিত উপাদানকে কী বলে?
ক ভূমি খ শ্রম গ মূলধন ঘ সংগঠন

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দুপুর ২ টায় সাহিরা কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে গৌণ জোয়ার দেখে। এরপর সে ভাটা দেখার জন্য অপেক্ষা করে।

২৬. উক্ত জায়গায় সাহিরা কখন ভাটা দেখতে পারবে?
ক সন্ধ্যা ৮টা ১৩ মিনিট খ সন্ধ্যা ৮টা ২৬ মিনিট
গ রাত ২টা ১৩ মিনিট ঘ রাত ২টা ২৬ মিনিট

২৭. অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে–
i. বন বিলুপ্ত হচ্ছে ii. সামাজিক অসমতা ঘটছে
iii. যথাযথ উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮. আমরা সৎ ব্যক্তিদের ভোট দেব কেন?
ক গণতন্ত্র বজায় রাখতে খ ভালো যোগাযোগের জন্য
গ সুশাসনের জন্য ঘ দেশ পরিচালনার জন্য

২৯. কোন দেশগুলো প্রধানত নিম্ন আয়ের দেশ?
ক উত্তর আফ্রিকান দেশগুলো খ মধ্য এশিয়ার দেশগুলো
গ মধ্য-প্রাচ্য দেশগুলো ঘ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো

☐ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
সজিব পূর্ব ভারতের একটি বন দেখতে যায়, যেখানে গাছগুলো অনেক উঁচু ও ঘন। এই গাছগুলো বাংলাদেশের একটি স্থানে জন্মে।

৩০. সজিবের দেখা বনে কোন গাছগুলো জন্মে?
ক সেগুন খ বহেড়া গ শিরীষ ঘ ধুন্দল

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

বরিশাল বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১।

ক	● ছাত্রসমাজ দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন। ● "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' আন্দোলনের প্রথম কবিতা।
খ	● ছাত্র সমাজ ও ৩টি রাজনৈতিক জোট দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন। ● "গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' আন্দোলনের প্রধান স্লোগান।

ক. 'অপারেশন সার্চলাইট' কী? ১
খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২
গ. ছকে উল্লিখিত 'খ' দ্বারা কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ছকের 'ক' দ্বারা প্রতিফলিত আন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২। **দৃশ্য-১ :** রাশির বাবা চাকরির উদ্দেশ্যে থাইল্যান্ড গিয়েছিলেন। চাকরিরত অবস্থায় সেখানে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থবোধ করলে দেশে ফিরে আসেন এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর ছয়মাস পর তার মাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার তাকে বিশেষ একটি রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করেন।
দৃশ্য-২ : কলেজ শিক্ষার্থী রোহান ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারায়। গত ২৮ আগস্ট দুপুরে একটি বাসের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে কলেজ থেকে বাসায় যাচ্ছিল। হঠাৎ বাসটিকে পেছন থেকে অপর একটি বাস গা ঘেঁষে অতিক্রম করে। এসময় দুইবাসের প্রবল চাপে রোহান ডান হাতে ও মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে।
ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১
খ. দুর্নীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ঘটনা-২ এর "রোহান যে সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তা শুধু পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩।

স্থান	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমা	সময়
ক	২০°৩৪′ উত্তর	৯২° পশ্চিম	সকাল ৭ ঘটিকা
খ	২০°৩০′ দক্ষিণ	৬০° পশ্চিম	?

চিত্র-১

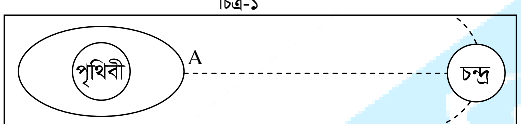

চিত্র-২

ক. মেরুরেখা কাকে বলে? ১
খ. অধিবর্ষ কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্র-১ এ 'ক' চিহ্নিত স্থানটির সময় সকাল ৭ ঘটিকা হলে 'খ' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় কত হবে? ৩
ঘ. চিত্র-২ এ সৃষ্ট ঘটনাটি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উপকূলভাগ কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। **ঘটনা-১ :** জনাব আলম একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। তিনি আইন প্রণয়ন ও এলাকার উন্নয়ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকেন।
ঘটনা-২ : জনাব রহমান একটি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তিনি দলীয় আদর্শ প্রচারণার মাধ্যমে জনমত গঠন ও জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। তাঁর সংগঠন জনগণের সমর্থন পেলে উন্নয়নমূলক কাজ করতে চায়।
ক. সচিবালয় কাকে বলে? ১
খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের শাসনব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনাব রহমানের সংগঠনের ভূমিকা অপরিহার্য"– বিশ্লেষণ কর। ৪

৫।

	প্রধান বৃক্ষ	বৈশিষ্ট্য
ক	শাল, গজারি, কড়ই, বহেড়া, হিজল, নিম প্রভৃতি।	শীতকালে সম্পূর্ণরূপে পাতা ঝরে যায়।
খ	সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, গরান, গোলপাতা প্রভৃতি।	স্রোতজ বা গরান বনভূমির আধিক্য থাকায় স্যাঁতসেঁতে লোনা পানির গাছের আধিক্য।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. কৃষিজ সম্পদের উপর জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকের 'ক' দ্বারা কোন ধরনের বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছকের 'খ' দ্বারা নির্দেশিত বনভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬।

A	● আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। ● জাতীয় নিরাপত্তা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা। ● প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার।
B	● হাসপাতাল, স্বাস্থ্য সুরক্ষা। ● যৌতুক ও বর্ণ প্রথা দূরীকরণ। ● বাল্য বিবাহ রোধ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ।

ক. অধ্যাপক হল্যান্ড কর্তৃক প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদানটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' দ্বারা রাষ্ট্রের কোন ধরনের কার্যাবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর 'B' দ্বারা নির্দেশিত কার্যাবলি নির্ভরশীল।" বিশ্লেষণ কর। ৪

৭।

ক	খ
● সামাজিক যোগাযোগ পরিধির বিস্তৃতি	● কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি
● গ্রামীণ জীবনের ওপর নাগরিক জীবনের প্রভাব	● আয় বৈষম্য সৃষ্টি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
● কৃষি খামার অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন	● মাদকাসক্তি ও অপরাধ বৃদ্ধি

ক. সামাজিক সমস্যা কী? ১
খ. শিশু শ্রমের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছক 'ক' দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ছক 'খ' তে প্রতিফলিত সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানটি একদিকে আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপ।"– মূল্যায়ন কর। ৪

৮।

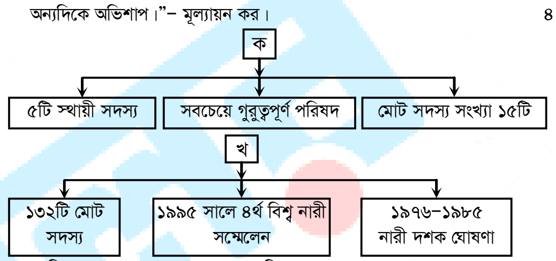

ক. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১
খ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে 'ক' দ্বারা জাতিসংঘের কোন সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. নারীর ক্ষমতায়নে 'খ' চিহ্নিত সংস্থাটির ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

৯।

ক	● সম্পদের উপর ব্যক্তি মালিকানা নেই। ● দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে। ● উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে উৎপাদকের স্বাধীনতা নেই।
খ	● সম্পদের উপর ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় দুধরনের মালিকানা বিদ্যমান। ● দ্রব্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। ● উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১
খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে 'খ' দ্বারা কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. " 'ক' দ্বারা নির্দেশিত অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।" ৪

১০।

ব্যাংক	কার্যাবলি
X	● আমানত গ্রহণ ও ঋণদান। ● ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকালীন ঋণপত্র।
Y	● সহজ শর্তে বিনা জামানতে ঋণপ্রদান। ● ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১
খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ পর্যায়ের ঋণদাতা বলা হয় কেন? ২
গ. ছকের 'X' দ্বারা কোন ধরনের ব্যাংককে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গ্রামীণ নারীদের অবস্থার উন্নয়নে 'Y' ব্যাংকের অবদান আলোচনা কর। ৪

১১। **দৃশ্য-১ :** মাহীর মামা রাঙ্গামাটিতে চাকরি করেন। সেখানে সে একটি চমৎকার লেক ও নদী দেখতে পায়। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর উক্ত নদীর তীরে অবস্থিত। এ নদীকে কেন্দ্র করে দেশি বিদেশি বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হয়।
দৃশ্য-২ : সাফিন ও মাহিন দুই ভাই-বোন টেবিলের দুপাশে বসে পড়াশোনা করছিল। হঠাৎ টেবিলটি নড়ে উঠলে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। পরক্ষণে তাদের পুরো চারতলা বাড়িটি নড়ে উঠলে, তারা আসল ঘটনাটি উপলব্ধি করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করল।
ক. সৌর সম্পদ কী? ১
খ. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. দৃশ্য-১ এ কোন নদীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্য-২ এর দুর্যোগটির প্রেক্ষিতে সৃষ্টি ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আলোচনা কর। ৪

উত্তরমালা (বরিশাল বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	ঘ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	খ	৭	গ	৮	গ	৯	ক	১০	ক	১১	গ	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	গ	২১	*	২২	গ	২৩	খ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	ক	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ঘ	৩০	ক

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

ক	● ছাত্রসমাজ দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন।
	● "কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' আন্দোলনের প্রথম কবিতা।
খ	● ছাত্র সমাজ ও ৩টি রাজনৈতিক জোট দ্বারা সংগঠিত আন্দোলন।
	● "গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' আন্দোলনের প্রধান স্লোগান।

ক. 'অপারেশন সার্চলাইট' কী? ১

খ. মৌলিক গণতন্ত্র বলতে কী বোঝ? ২

গ. ছকে উল্লিখিত 'খ' দ্বারা কোন আন্দোলনকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকাশে ছকের 'ক' দ্বারা প্রতিফলিত আন্দোলনের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ **দৃশ্য-১ :** রাশির বাবা চাকরির উদ্দেশ্যে থাইল্যান্ড গিয়েছিলেন। চাকরিরত অবস্থায় সেখানে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থবোধ করলে দেশে ফিরে আসেন এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর ছয়মাস পর তার মাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার তাকে বিশেষ একটি রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করেন।

দৃশ্য-২ : কলেজ শিক্ষার্থী রোহান ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারায়। গত ২৮ আগস্ট দুপুরে একটি বাসের পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে কলেজ থেকে বাসায় যাচ্ছিল। হঠাৎ বাসটিকে পেছন থেকে অপর একটি বাস গা ঘেঁষে অতিক্রম করে। এসময় দুই বাসের প্রবল চাপে রোহান ডান হাতে ও মাথায় প্রচন্ড আঘাত পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১

খ. দুর্নীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এর "রোহান যে সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে তা শুধু পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না, আর্থ-সামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৩

স্থান	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমা	সময়
ক	২০°৩৪′ উত্তর	৯২° পশ্চিম	সকাল ৭ ঘটিকা
খ	২০°৩০′ দক্ষিণ	৬০° পশ্চিম	?

চিত্র-১

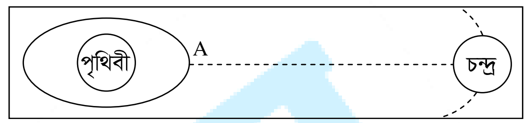

চিত্র-২

ক. মেরুরেখা কাকে বলে? ১

খ. অধিবর্ষ কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্র-১ এ 'ক' চিহ্নিত স্থানটির সময় সকাল ৭ ঘটিকা হলে 'খ' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় কত হবে? ৩

ঘ. চিত্র-২ এ সৃষ্ট ঘটনাটি কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উপকূলভাগ কীভাবে উপকৃত হতে পারে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে অক্ষ বা মেরুরেখা বলে।

খ ৩৬৫ দিনের পরিবর্তে ৩৬৬ দিনে বছর হিসাবকে অধিবর্ষ বলে। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর এক বছর সময় লাগে। ঠিক হিসেবে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড; কিন্তু ৩৬৫ দিনে সৌরবছর গণনা করা হয়। তাই প্রতি চার বছরে একদিন বাড়িয়ে ইংরেজি চতুর্থ বছর ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিনে ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ বা লিপইয়ার (Leap year) বলে।

গ ছকের 'ক' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় সকাল ৭টা হলে 'খ' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় দ্রাঘিমার পার্থক্যের কারণে বেশি হবে। পৃথিবীতে বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে। স্থানটি পূর্বে হলে সময় বাড়বে আবার স্থানটি পশ্চিম দিকে হলে এর স্থানীয় সময় কমবে।

ছকে 'ক' চিহ্নিত স্থানটির দ্রাঘিমা ৯২° পশ্চিম এবং ছকের 'খ' চিহ্নিত স্থানটির দ্রাঘিমা ৬০° পশ্চিম। উক্ত স্থান দুটির দ্রাঘিমার পার্থক্য হলো ৯২° − ৬০° = ৩২°। প্রতি ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের কারণে সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। অতএব, ৩২° দ্রাঘিমার ব্যবধানের জন্য সময়ের পার্থক্য হবে ৩২ × ৪ = ১২৮ মিনিট। ১২৮ মিনিট = ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট। 'ক' চিহ্নিত স্থান ও 'খ' চিহ্নিত স্থান উভয়টিই পশ্চিম দ্রাঘিমায় অবস্থিত এবং 'খ' স্থানটি 'ক' স্থানের পূর্বে অবস্থিত বলে 'খ' এর সময় বেশি হবে।

'ক' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় সকাল ৭ টা। 'ক' থেকে 'খ' চিহ্নিত স্থানটির সময়ের পার্থক্য হলো ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট।
সুতরাং 'খ' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় সকাল ৭টা + ২ ঘণ্টা ৮ মিনিট = সকাল ৯টা ৮ মিনিট (যোগ করে)।
অতএব, 'খ' চিহ্নিত স্থানটির স্থানীয় সময় হবে সকাল ৯টা ৮ মিনিট।

ঘ চিত্র-২ এ সৃষ্ট ঘটনাটি জোয়ার-ভাটাকে নির্দেশ করে। জোয়ার-ভাটা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর দারুন প্রভাব ফেলে।
পৃথিবীর নিজস্ব গতি এবং তার উপর চাঁদ ও সূর্যের প্রভাবেই মূলত জোয়ার-ভাটা সংঘটিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে সমুদ্রস্রোত ছাড়াও পানিরাশির নিজস্ব গতি আছে। এর ফলে প্রতিদিনই কিছু সময় সমুদ্রের পানি ফুলে ওঠে (উচ্চতা বৃদ্ধি পায়), আবার কিছু সময়ের জন্য তা নেমে যায়। সমুদ্রের পানি এভাবে নিয়মিত ফুলে ওঠাকে জোয়ার (High Tide) এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা (Low Tide) বলে।
উদ্দীপকের চিত্র-২ এ জোয়ার-ভাটার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় জীবনে জোয়ার ভাটার ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। জোয়ার-ভাটার প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল নানাভাবে উপকৃত হতে পারে। প্রতিদিন দু'বার করে জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে নদীর আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ পরিষ্কার হয়ে যায়, ফলে পানি থাকে স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যসম্মত। নদীর মুখে পলি জমে মুখ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা কমে, যা নৌপরিবহন সহজ করে তোলে। জোয়ারের সময় নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে বড়ো জাহাজ সহজেই প্রবেশ ও প্রস্থান করতে পারে, ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য উন্নত হয়। এছাড়া, নদীর পাশে খাল কেটে জোয়ারের পানি জমা রেখে কৃষিজমিতে সেচ দেওয়া যায়, যা উপকূলীয় কৃষির জন্য বড় সহায়ক। জোয়ার-ভাটার স্রোত জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগও এনে দেয়- যেমনটি ফ্রান্স বা ভারতের কিছু অঞ্চলে হয়েছে। বাংলাদেশের তেমন সম্ভাবনাও আছে, যা নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হতে পারে। জোয়ারের পানি লবণ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে উপকূলের মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।
আলোচনা শেষে বলা যায়, সঠিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জোয়ার-ভাটা উপকূলীয় অর্থনীতি ও পরিবেশের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ০৪ **ঘটনা-১ :** জনাব আলম একজন জনপ্রতিনিধি। তিনি জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। তিনি আইন প্রণয়ন ও এলাকার উন্নয়ন কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রতিটি কাজের জন্য জবাবদিহিতা করতে বাধ্য থাকেন।
ঘটনা-২ : জনাব রহমান একটি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। তিনি দলীয় আদর্শ প্রচারণার মাধ্যমে জনমত গঠন ও জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। তাঁর সংগঠন জনগণের সমর্থন পেলে উন্নয়নমূলক কাজ করতে চায়।

ক. সচিবালয় কাকে বলে? ১
খ. অভিশংসন বলতে কী বোঝ? ২
গ. ঘটনা-১ এ কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনাব রহমানের সংগঠনের ভূমিকা অপরিহার্য"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৫

	প্রধান বৃক্ষ	বৈশিষ্ট্য
ক	শাল, গজারি, কড়ই, বহেড়া, হিজল, নিম প্রভৃতি।	শীতকালে সম্পূর্ণরূপে পাতা ঝরে যায়।
খ	সুন্দরী, গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, গরান, গোলপাতা প্রভৃতি।	স্রোতজ বা গরান বনভূমির আধিক্য থাকায় স্যাঁতসেঁতে লোনা পানির গাছের আধিক্য।

ক. প্রাকৃতিক সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. কৃষিজ সম্পদের উপর জলবায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ছকের 'ক' দ্বারা কোন ধরনের বনভূমিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ছকের 'খ' দ্বারা নির্দেশিত বনভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬

A	• আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। • জাতীয় নিরাপত্তা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা। • প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার।
B	• হাসপাতাল, স্বাস্থ্য সুরক্ষা। • যৌতুক ও বর্ণ প্রথা দূরীকরণ। • বাল্য বিবাহ রোধ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ।

ক. অধ্যাপক হল্যান্ড কর্তৃক প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞাটি লেখ। ১
খ. রাষ্ট্র গঠনের মুখ্য উপাদানটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. 'A' দ্বারা রাষ্ট্রের কোন ধরনের কার্যাবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর 'B' দ্বারা নির্দেশিত কার্যাবলি নির্ভরশীল।" বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, "আইন হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রণীত হয়।"

খ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা ও মুখ্য উপাদান।
রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্ব বলতে চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্রের গঠন পূর্ণতা পায়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। যতদিন রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব থাকে ততদিন সার্বভৌমত্বের স্থায়িত্ব থাকবেই। সুতরাং সার্বভৌমত্বই হচ্ছে রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান।

গ 'A' দ্বারা রাষ্ট্রের মুখ্য বা অপরিহার্য কার্যাবলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের কাজ। বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে, যথা: নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কল্যাণমূলক। এ দুই ধরনের ভূমিকার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন-অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি এবং কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি।

উদ্দীপকের 'A' রাষ্ট্রের তথ্যগুলো হলো- আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা; জাতীয় নিরাপত্তা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা; প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার। এরূপ তথ্যগুলো রাষ্ট্রের অপরিহার্য কাজকে উপস্থাপন করে। কেননা, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

ঘ "রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর 'B' দ্বারা নির্দেশিত কার্যাবলি তথা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলি নির্ভরশীল।"– উক্তিটি যথার্থ।

রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলি হলো এমন সব কাজ, যা সরাসরি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মধ্যে পড়ে না; বরং জনকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাই এসব কাজের মূল লক্ষ্য। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্প-বাণিজ্য প্রসার, যোগাযোগব্যবস্থা উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি। বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রই নিজেদের কল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

উদ্দীপকে 'B' দ্বারা রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক বা কল্যাণমূলক কার্যাবলি নির্দেশিত হয়েছে। আর একটি রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজ নির্ভর করে। কেননা, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা যত বেশি সমৃদ্ধ, তার কল্যাণমূলক কার্যাবলির পরিধি তত বেশি বিস্তৃত হয়। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোই ব্যাপক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালু রাখতে পারে, যা শিক্ষিত, সচেতন ও স্বাস্থ্যবান জনসম্পদ গঠনে সহায়ক হয়। কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, রপ্তানি বাড়ানো, অবকাঠামো নির্মাণ ও নগরায়ণের মতো কাজগুলো বিপুল অর্থ বিনিয়োগ ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো এসব ক্ষেত্রে সীমিত সুযোগ রাখতে বাধ্য হয়। উন্নয়নশীল দেশে খাদ্য নিরাপত্তা, দরিদ্রদের সহায়তা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুনর্বাসন কর্মসূচির পরিমাণও অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। শ্রমিকদের জন্য মজুরি নির্ধারণ, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ভাতা, দুর্নীতি প্রতিরোধ কিংবা নারী-শিশু সুরক্ষার মতো নীতি বাস্তবায়নেও অর্থনৈতিক সক্ষমতা অত্যন্ত জরুরি। এক কথায়, অর্থনৈতিক ভিত যত মজবুত, রাষ্ট্র ততই জনকল্যাণে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে।

সুতরাং বলা যায়, কল্যাণমূলক কার্যাবলি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নই প্রধান ভিত্তি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি না থাকলে রাষ্ট্রের পক্ষে জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এজন্য কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গঠনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য।

প্রশ্ন ▸ ০৭

ক	খ
• সামাজিক যোগাযোগ পরিধির বিস্তৃতি	• কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি
• গ্রামীণ জীবনের ওপর নাগরিক জীবনের প্রভাব	• আয় বৈষম্য সৃষ্টি ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
• কৃষি খামার অর্থনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন	• মাদকাসক্তি ও অপরাধ বৃদ্ধি

ক. সামাজিক সমস্যা কী? ১

খ. শিশুশ্রমের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছক 'ক' দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "ছক 'খ' তে প্রতিফলিত সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানটি একদিকে আশীর্বাদ অন্যদিকে অভিশাপ।"– মূল্যায়ন কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৮

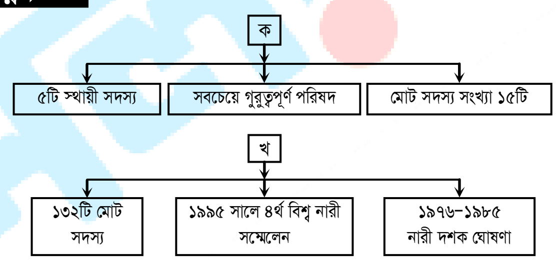

ক. জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত? ১

খ. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' দ্বারা জাতিসংঘের কোন সংস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নারীর ক্ষমতায়নে 'খ' চিহ্নিত সংস্থাটির ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৯

ক	• সম্পদের উপর ব্যক্তি মালিকানা নেই।
	• দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে।
	• উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে উৎপাদকের স্বাধীনতা নেই।
খ	• সম্পদের উপর ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় দুধরনের মালিকানা বিদ্যমান।
	• দ্রব্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।
	• উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে।

ক. উপযোগ কাকে বলে? ১

খ. মোট দেশজ উৎপাদন বলতে কী বুঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'খ' দ্বারা কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "'ক' দ্বারা নির্দেশিত অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।

খ মোট দেশজ উৎপাদন এর ইংরেজি প্রতিরূপ হলো Gross Domestic Product.

মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে, সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের অভ্যন্তরে বা ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে বসবাসকারী সকল জনগণ কর্তৃক উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের অর্থমূল্যের সমষ্টি। এতে উক্ত সীমানার মধ্যে বসবাসকারী দেশের সকল নাগরিক ও বিদেশি ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বিদেশে অবস্থানকারী ও কর্মরত দেশের নাগরিক বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না।

গ উদ্দীপকে 'খ' দ্বারা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি ব্যবস্থা মিশ্র অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় দ্রব্য উৎপাদন, বিনিয়োগ ও ভোগের ক্ষেত্রে যেমন ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত, তেমনি সরকারি উদ্যোগে উৎপাদন ও বিনিয়োগের ব্যবস্থাও রয়েছে। অর্থনীতির কোনো কোনো খাত বা খাতের অংশবিশেষ সরকারি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশে মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে।

উদ্দীপকের 'খ' এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো সম্পদের উপর ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় দুধরনের মালিকানা বিদ্যমান; দ্রব্য উৎপাদনে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান ও উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে। এরূপ তথ্যগুলো স্পষ্টভাবে মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে উপস্থাপন করে। কেননা, মিশ্র অর্থব্যবস্থা হলো সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মিলিত রূপ।

ঘ "'ক' দ্বারা নির্দেশিত অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা।" 'ক' রাষ্ট্রে বর্ণিত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে উক্তিটি যথার্থ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একটি পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা, যেখানে উৎপাদনের উপাদানসমূহ, যেমন- ভূমি, শ্রম, মূলধন-রাষ্ট্রের মালিকানাধীন এবং সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত লাভ নয়, বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও সামগ্রিক কল্যাণই মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দীপকে 'ক' অর্থব্যবস্থার যেসব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে, সেগুলো সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে পুরোপুরি মিলে যায়। যেমন: সম্পদের উপর ব্যক্তি মালিকানা না থাকা, উৎপাদন ও বণ্টনে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদক ও ভোক্তার স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা। এসব বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় যে, এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ব্যক্তি নয় বরং সামগ্রিক সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা। রাষ্ট্র যেহেতু মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য উৎপাদন করে, তাই প্রতিটি নাগরিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবা লাভ করে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য প্রতিযোগিতা নেই, ফলে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য অনেক কমে আসে। আয় বণ্টন হয় কাজ ও যোগ্যতা অনুযায়ী। সকলকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়া হয়, ফলে বেকারত্বের হারও কমে। রাষ্ট্র যখন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন ব্যক্তির স্বার্থের চেয়ে সামষ্টিক স্বার্থ গুরুত্ব পায়। এসব কারণে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা তৈরি হয়।

উপরের আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, 'ক' দ্বারা নির্দেশিত সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য সত্যিই সর্বাধিক জনকল্যাণ নিশ্চিত করা। এটি ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়, সমতা এবং নিরাপত্তার ভিত্তিতে একটি সুষম সমাজ গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।

প্রশ্ন ▸ ১০

ব্যাংক	কার্যাবলি
X	• আমানত গ্রহণ ও ঋণদান।
	• ব্যাংক ড্রাফট, হুন্ডি, ভ্রমণকালীন ঋণপত্র।
Y	• সহজ শর্তে বিনা জামানতে ঋণপ্রদান।
	• ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

ক. সরকারি অর্থব্যবস্থা কী? ১

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সর্বশেষ পর্যায়ের ঋণদাতা বলা হয় কেন? ২

গ. ছকের 'X' দ্বারা কোন ধরনের ব্যাংককে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গ্রামীণ নারীদের অবস্থার উন্নয়নে 'Y' ব্যাংকের অবদান আলোচনা কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ১১ **দৃশ্য-১ :** মাহীর মামা রাঙ্গামাটিতে চাকরি করেন। সেখানে সে একটি চমৎকার লেক ও নদী দেখতে পায়। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর উক্ত নদীর তীরে অবস্থিত। এ নদীকে কেন্দ্র করে দেশি বিদেশি বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

দৃশ্য-২ : সাফিন ও মাহিন দুই ভাই-বোন টেবিলের দুপাশে বসে পড়াশোনা করছিল। হঠাৎ টেবিলটি নড়ে উঠলে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে। পরক্ষণে তাদের পুরো চারতলা বাড়িটি নড়ে উঠলে, তারা আসল ঘটনাটি উপলব্ধি করে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে চেষ্টা করল।

ক. সৌর সম্পদ কী? ১

খ. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্য-১ এ কোন নদীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. দৃশ্য-২ এর দুর্যোগটির প্রেক্ষিতে সৃষ্টি ক্ষয়ক্ষতি নিরসনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আলোচনা কর। ৪

[ব. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

সিলেট বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. **কোনটির স্থানীয় নাম টিলা?**
ⓚ তাজিংডং ⓚ মোদকমুয়াল ⓖ চিকনাগুল ⓘ লালমাই

২. **কত সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে?**
ক ১৯৫২ খ ১৯৫৩ গ ১৯৫৬ ঘ ১৯৬৯

৩. **বাংলাদেশে সাধারণ শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কম হওয়ার কারণ—**
i. উদ্যোমহীনতা
ii. প্রযুক্তিগত অদক্ষতা
iii. পুষ্টিহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. **নির্বাচনকালে কোন অপরাধের জন্য কমপক্ষে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়?**
ক মহাসড়কে জনসভা করা খ সরকারি প্রচারপত্র ব্যবহার করা
গ উস্কানিমূলক বক্তব্য দেওয়া ঘ ছদ্মনামে ভোট দেওয়া

৫. **পড়ালেখার জন্য নাসিমের কম্পিউটার প্রয়োজন। এই অনুভূত প্রয়োজনকে কী বলা হয়?**
ক অভাব খ ভোগ গ উপযোগ ঘ চাহিদা

৬. **কোনটি গঠনের মাধ্যমে নদী পথে বাণিজ্য প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে?**
ক বিআইডব্লিউটিএ খ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন
গ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ঘ কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র

৭. **কোনটি রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা?**
ক প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ খ সংসদ অধিবেশনের সূচনা
গ জরুরি অবস্থা জারি ঘ প্রধান বিচারপতি নিয়োগ

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
Q নদী ত্রিকোণ ও দুবলা দ্বীপ দুইটির ডানদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

৮. **Q নদীর নাম কী?**
ক তিস্তা খ সাঙ্গু গ ফেনী ঘ পশুর

৯. **দেশের অর্থনীতিতে নদীটির গুরুত্ব—**
i. বৈদেশিক বাণিজ্যে
ii. খনিজ উত্তোলনে
iii. অভ্যন্তরীণ পরিবহণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. **বাংলাদেশ কত সালে জাতি সংঘের সদস্য পদ লাভ করে?**
ক ১৯৭২ খ ১৯৭৪ গ ১৯৮০ ঘ ১৯৯০

১১. **আমদানি দ্রব্যের উপর ধার্যকৃত রাজস্বের অতিরিক্ত অংশকে কী বলা হয়?**
ক মূল্য সংযোজন কর খ আবগারি শুল্ক
গ বাণিজ্য শুল্ক ঘ সম্পূরক শুল্ক

১২. **কোনটি শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব?**
ক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ খ নেতৃত্বের বিকাশ
গ সাহিত্যপ্রেম ঘ স্বজাত্যবোধ

১৩. **উত্তরাধিকার আইনের উৎস কী?**
ক প্রথা খ ধর্ম গ রাষ্ট্র ঘ ন্যায়বোধ

১৪. **টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের সতেরোতম লক্ষ্য কী?**
ক পরিমিত ভোগ ও টেকসই উন্নয়ন খ সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি
গ অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব ঘ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

১৫. **কতসাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়?**
ক ১৯৭৪ খ ১৯৭৯ গ ১৯৮৪ ঘ ২০১২

☐ **চিত্রটি লক্ষ করো এবং ১৬ ও ১৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

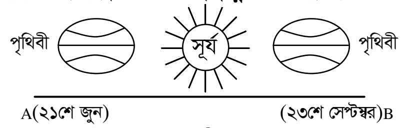

চিত্র : পৃথিবীর অবস্থান

১৬. **পৃথিবীর A অবস্থানে উত্তর গোলার্ধে কোন ঋতু বিরাজ করে?**
ক গ্রীষ্ম খ শীত গ শরৎ ঘ বসন্ত

১৭. **পৃথিবীর A অবস্থানে দক্ষিণ গোলার্ধে—**
i. রাত অপেক্ষা দিনের দৈর্ঘ্য বড় হবে
ii. সূর্যকিরণ তীর্যকভাবে পতিত হবে
iii. সূর্যের তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. **Y রাষ্ট্রে সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় পরিচালিত। Y রাষ্ট্রে কোনটি পরিলক্ষিত হবে?**
ক ধনী-গরিব বৈষম্য কম হবে খ পুঁজিপতির সম্পদ বৃদ্ধি পাবে
গ দরিদ্রশ্রেণি আরো গরিব হবে ঘ শ্রমিক শোষণ বৃদ্ধি পাবে

১৯. **যে লক্ষ্যে রাষ্ট্র রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে তা হলো—**
i. জনসাধারণকে আইন মনে চলায় বাধ্য করতে
ii. সমাজে শান্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তির বিধান করতে
iii. অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. **বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের সবচেয়ে বড় বাজার কোনটি?**
ক যুক্তরাজ্য খ জার্মান গ যুক্তরাষ্ট্র ঘ বেলজিয়াম

২১. **সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে কোনটি?**
ক প্রযুক্তি খ সংস্কৃতি গ শিক্ষা ঘ শিল্পায়ন

২২. **প্রবাসী আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে কোনটিতে?**
ক GNP 'C' খ GDP গ PCI ঘ GNI

২৩. **কোনটি বিচার বিভাগের কাজ?**
ক মানবাধিকার সংরক্ষণ খ আইনের অপব্যবহার
গ প্রতিরক্ষা ঘ জনসমর্থন তৈরি

২৪. **কর বহির্ভূত রাজস্বের উৎস কোনটি?**
ক ভূমি খ রেলওয়ে গ বিদ্যুৎ ঘ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

২৫. **'C' ভৌগোলিক রেখাটি ঢাকা শহরের উপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে কল্পনা করা হয়েছে। 'C' রেখার নাম কী?**
ক দ্রাঘিমা রেখা খ নিরক্ষ রেখা
গ মূল মধ্যরেখা ঘ কর্কটক্রান্তি রেখা

২৬. **ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের স্তরটির নাম কি?**
ক তাপমণ্ডল খ ওজোন স্তর গ স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার ঘ ট্রপোমণ্ডল

২৭. **ইউনেস্কোর কাজের ক্ষেত্র কোনটি?**
ক স্যানিটেশন খ পরিবেশ
গ সংস্কৃতি ঘ জনসংখ্যা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৮ ও ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শাফিন লক্ষ্য করে একটি তারা প্রতিদিন সন্ধ্যায় পশ্চিম আকাশে উজ্জ্বলভাবে স্থির থাকে। শাফিনের দাদী জানালেন এই তারাটি ভোরবেলা পূর্ব আকাশে দেখা যায়।

২৮. **শাফিনের দেখা তারাটি কোন গ্রহ?**
ক শুক্র খ মঙ্গল
গ শনি ঘ বৃহস্পতি

২৯. **পৃথিবী গ্রহের সাথে তারাটির বৈসাদৃশ্য—**
i. উপগ্রহের সংখ্যায়
ii. উপাদানের পরিমাণে
iii. পরিক্রমণ সময়সীমায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. **পাট ⇒ ব্যাগ দৃশ্যকল্প কোনটি নির্দেশ করছে?**
ক সম্পদ খ প্রাচুর্য
গ উপযোগ ঘ উৎপাদন

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

সিলেট বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। আন্দোলন
↓

ছক	ছক
↓ ক	↓ খ
↓ * শফিউর রহমান	↓ * নূর হোসেন
* রফিক উদ্দীন আহমেদ	* ডা. সামসুল আলম মিলন

ক. যুক্তফ্রন্ট কী? ১
খ. "মৌলিক গণতন্ত্র' ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'ক' ছকের নামগুলো ইতিহাসের কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকে 'খ' ছকের বর্ণিত আন্দোলনটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল'– বিশ্লেষণ করো। ৪

২। বশির এবং রহিম সাহেব দুই ভাই। বশির সাহেব স্থানীয় এম.পি। তিনি এলাকায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা, পুল-সাঁকো তৈরি, মসজিদ মন্দিরে সহায়তা প্রদানসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। অপরদিকে রহিম সাহেব সাধারণ মানুষ। তিনি নিয়মিত ট্যাক্স দেন, আইনের প্রতি সম্মান দেখান, নিজের দেশকে খুব ভালোবাসেন।
ক. রাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক গার্নারের সংজ্ঞা লেখ। ১
খ. "আইনের প্রাধান্য নাগরিকের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ"—ব্যাখ্যা করো। ২
গ. বশির সাহেবের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো রহিম সাহেব নাগরিক হিসেবে সকল দায়িত্ব পালন করেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। জনাব রায়েদ এবং জনাব আকিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। জনাব রায়েদ নিজের এলাকার জনপ্রতিনিধি। তিনি জনগণের কল্যাণে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন। জনাব আকিল যে বিভাগে কাজ করেন তা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাংবিধানিক বিভিন্ন সমস্যারও সমাধানে পরামর্শ দেন।
ক. সচিবালয় কী? ১
খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কীভাবে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করে? ২
গ. জনাব আকিল সরকারের কোন বিভাগে কাজ করেন? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "জনাব রায়েদ যে বিভাগে কাজ করেন তা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে"—বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। শহরের অবস্থান → ছক-১; সম্পদ → ছক-২

ছক-১	ছক-২
ঢাকা-বুড়িগঙ্গা সিলেট-সুরমা কুমিল্লা-গোমতি	ভূমি, বন, সৌরতাপ, খনিজ পদার্থ

ক. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১
খ. জলবিদ্যুৎ অর্থনীতির জন্য লাভজনক কেন? ২
গ. ছক-২ এ উল্লিখিত সম্পদটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর ছক-১ এ উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৫। 'B' নামক রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। দিনব্যাপী নির্বাচনে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে নানা ধরনের সমস্যায় মাঝে মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যেমন– অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভোটার, প্রার্থীদের কেন্দ্র দখলের চেষ্টা ইত্যাদি।
ক. নির্বাচক মণ্ডলী কাকে বলে? ১
খ. রাজনৈতিক দলের যেকোনো একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের 'B' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন নির্বাচনি আচরণবিধি অনুসরণ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৬। নাওয়াল এবং আবদুল্লাহ মালয়েশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। কথা প্রসঙ্গে একদিন নাওয়াল বলে, "দেশে গিয়ে আমার ইচ্ছেমতো যেকোনো একটি ব্যবসা করব।" আবদুল্লাহ বলে, "আমিও ব্যবসা করব, তবে হালাল পণ্যের। আমাদের দেশে কোনো হারাম পণ্যের ব্যবসা করা যায় না।"
ক. সংগঠক কাকে বলে? ১
খ. "বণ্টন-ধারণাটি ব্যাখ্যা করো? ২
গ. আবদুল্লাহর দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "নাওয়ালের দেশের অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন"—বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। দৃশ্যপট-১ : মি. আহসান তার মেয়ে ইলমাকে নিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে খেতে যান। ইরমা খেয়াল করে তার বাবা খাবারের দাম ছাড়াও বাড়তি কিছু টাকা দিচ্ছেন। ইরমা কারণ জানতে চাইলে বাবা বলেন। "এ টাকা সরকার পাবে। এছাড়া প্রতিবছর আমার বেতনের কিছু অংশও সরকারকে দেই।"
দৃশ্যপট-২ : আলভী এম.এ পাশ করে। পছন্দমতো চাকরি না পেয়ে বাবার জমি বন্ধক রেখে একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হাঁসমুরগির খামার দেয় এবং নিজেদের পুকুরে মাছ চাষ করে। এখন আলভীর খামারে গ্রামের বেশকিছু যুবক কাজ করে।
ক. 'বিহিত মুদ্রা' কাকে বলে? ১
খ. 'নিকাশ ঘর'–ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. দৃশ্যপট-১ এ সরকারের আয়ের কোন ধরনের উৎসের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. তুমি কি মনে করো দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত ব্যাংকটি দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

৮। 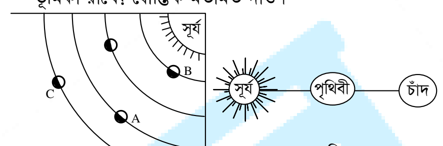

চিত্র-ক চিত্র-খ

ক. 'সৌর কলঙ্ক' কাকে বলে? ১
খ. প্রমাণ সময় বলতে কী বোঝ? ২
গ. 'ক' নং চিত্রে প্রদর্শিত 'A' নামক গ্রহটির গতিপথ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'মানব জীবনে চিত্র-খ এ উল্লিখিত বিষয়টির প্রভাব ব্যাপক।"– বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। 'A' নামক দেশটির অর্থনীতিতে মৌলিক শিল্পের আধিক্য রয়েছে। সেখানে সবসময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। বেকারত্বের হারও খুব বেশি নয়। অপরদিকে 'B' নামক দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিকে আধুনিকায়ন করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশটিতে জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে তবে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।
ক. মাথাপিছু আয় কাকে বলে? ১
খ. 'বৈদেশিক বাণিজ্য'– ধারণাটি ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে উদ্দীপকে 'A' নামক দেশটি কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই ধরনের দেশের মধ্যে বাংলাদেশ কোন শ্রেণিভুক্ত? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

১০। দৃশ্যপট-১ : নঈম সাহেব বিদেশে কর্মরত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন, উনি যে রোগে আক্রান্ত সেটির কার্যকর প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।
দৃশ্যপট-২ : রিক্সাচালক মজিদ মিঞা রাস্তায় ট্রাকের ধাক্কায় পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। তার স্ত্রী রমিজা মানুষের বাসায় কাজ করে কোনো রকমে সে সংসার চালায়। একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া বন্ধ করে একটি কারখানায় কাজে দিয়ে দেয়।
ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১
খ. কীভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে সামাজিক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়? ২
গ. দৃশ্যপট '১' এ বর্ণিত বিষয়টির কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. সমাজ জীবনে দৃশ্যপট '২'-এ উল্লিখিত ঘটনার প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। দৃশ্যপট-১ : রাহিক এবং মুহাইমিন চাচাত ভাই। রাহিক গ্রামে দাদা-দাদি, চাচা-ফুফুসহ একই পরিবারে থাকে। রাহিক সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করে। সে প্রয়োজনে বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করে। অপরদিকে মুহাইমিন শহরে তার মা-বাবার সাথে থাকে। সে বেশ চুপচাপ। বাসায় এসে মোবাইলে গেমস খেলে। সে একা থাকতে ভালোবাসে। সহজে কারো সাথে মিশতে পারেনা।
দৃশ্যপট-২ : সম্প্রতি ফতেয়াবাদ গ্রামে কৃষি জমিতে চাষের পরিবর্তে ঔষধ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি কাগজ তৈরির একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। মানুষ তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা ছেড়ে নানামুখী কাজে যুক্ত হচ্ছে। পুরো গ্রামে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। জীবনে ব্যস্ততা বেড়েছে। অনেক গরিব মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে কিন্তু হারিয়ে গেছে সরলতা ও আন্তরিকতা।
ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১
খ. শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. দৃশ্যপট-২ এ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদান কার্যকর? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. দৃশ্যপট-১ এর রাহিক এবং মুহাইমিনের আচরণের অমিলের কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

উত্তরমালা (সিলেট বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	গ	২	খ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	খ	১১	ঘ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	গ
	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	গ	২১	খ	২২	ক	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	ঘ	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১

আন্দোলন
↓

ছক	ছক
↓ ক	↓ খ
↓ শফিউর রহমান	↓ নূর হোসেন
রফিক উদ্দীন আহমেদ	ডা. সামসুল আলম মিলন

ক. যুক্তফ্রন্ট কী? ১

খ. 'মৌলিক গণতন্ত্র' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' ছকের নামগুলো ইতিহাসের কোন আন্দোলনের সাথে জড়িত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে 'খ' ছকের বর্ণিত আন্দোলনটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল'— বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২ বশির এবং রহিম সাহেব দুই ভাই। বশির সাহেব স্থানীয় এম.পি। তিনি এলাকায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা, পুল-সাঁকো তৈরি, মসজিদ মন্দিরে সহায়তা প্রদানসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। অপরদিকে রহিম সাহেব সাধারণ মানুষ। তিনি নিয়মিত ট্যাক্স দেন, আইনের প্রতি সম্মান দেখান, নিজের দেশকে খুব ভালোবাসেন।

ক. রাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক গার্নারের সংজ্ঞা লেখ। ১

খ. "আইনের প্রাধান্য নাগরিকের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ"—ব্যাখ্যা কর। ২

গ. বশির সাহেবের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের কোন ধরনের কাজের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো রহিম সাহেব নাগরিক হিসেবে সকল দায়িত্ব পালন করেন? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক গার্নারের উক্তিটি হলো– "রাষ্ট্র যদি হয় জীবদেহ তবে সরকার হলো এর মস্তিষ্কস্বরূপ।"

খ আইনের প্রাধান্য মানে হলো রাষ্ট্রে আইনই সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব, কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। এটি নাগরিকদের স্বাধীনতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, কারণ এতে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ থাকে না। ব্যক্তি যদি কোনো অন্যায়ের শিকার হয়, তবে সে আইনের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে পারে। সরকারের কর্মকাণ্ডও আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে নাগরিকেরা হয়রানি বা নিপীড়নের শিকার হয় না। বিচারব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকলে সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার পায়। এভাবেই আইনের প্রাধান্য ব্যক্তি স্বাধীনতার দৃঢ় রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে এবং গণতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলে।

গ বশির সাহেবের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

জনগণের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র যেসব কাজ করে থাকে সেসব কাজকে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজ বলা হয়। রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো রাষ্ট্রের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সম্পদ। শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়। এজন্য রাষ্ট্র শিক্ষাবিস্তারে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। রাষ্ট্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঐচ্ছিক কাজ হলো জনসাধারণের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা করা। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের স্বাস্থ্য রক্ষায় এবং অসুস্থদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, শিশুসদন, মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, অস্থায়ী হেলথ ক্যাম্পেইন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পরিচালনা করে। পাশাপাশি জনগণের জন্য বিশুদ্ধ পানীয়জলের সুব্যবস্থা, রোগ প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক টিকা প্রদান প্রভৃতি সেবাও রাষ্ট্র প্রদান করে থাকে।

উদ্দীপকের বশির সাহেব স্থানীয় এম.পি। তিনি এলাকায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা, পুল-সাঁকো তৈরি, মসজিদ মন্দিরে সহায়তা প্রদানসহ আরো অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন। বশির সাহেবের এরূপ কাজগুলো রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে অবকাঠামোগত সকল উন্নয়নমূলক কাজ রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজ।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি রহিম সাহেব নাগরিক হিসেবে সকল দায়িত্ব পালন করেন না।

একজন দায়িত্বশীল নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, আইন মান্য, কর প্রদানে সচেতনতা, দেশপ্রেম, সহনশীলতা ও ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দেন। তিনি রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখেন এবং নিজেও একজন সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠেন।

উদ্দীপকের আলোকে বিচার করলে দেখা যায়, রহিম সাহেব নাগরিক হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিয়মিত ট্যাক্স দেন অর্থাৎ তিনি রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি বড় উৎসে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক খরচ

পরিচালনায় কর প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এদিক থেকে রহিম সাহেব কর্তব্যপরায়ণ। তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যা একজন সুনাগরিকের মৌলিক গুণ। আইন মান্য করলে সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে ওঠে। এতে তার দায়িত্ববোধ ও সুশাসনের প্রতি আনুগত্যের প্রতিফলন ঘটে। রহিম সাহেব নিজের দেশকে ভালোবাসেন অর্থাৎ তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। দেশপ্রেম নাগরিক দায়িত্বের একটি অত্যাবশ্যক দিক, যা নাগরিককে রাষ্ট্রের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সচেষ্ট রাখে। তবে নাগরিক হিসেবে আরও কিছু দায়িত্ব যেমন- সঠিকভাবে ভোট প্রদান, ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা, সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, রাষ্ট্রীয় কাজে সততার সঙ্গে অংশগ্রহণ-এসব দিক সম্পর্কে আলোচনায় কিছু বলা হয়নি। ফলে বলা যায়, রহিম সাহেব নাগরিক হিসেবে অনেক দায়িত্ব পালন করলেও সকল দায়িত্ব পালন করেন-এ কথা পুরোপুরি নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

সুতরাং বলা যায়, রহিম সাহেব একজন দায়িত্বশীল নাগরিক, এতে সন্দেহ নেই। তবে একজন পূর্ণাঙ্গ কর্তব্যপরায়ণ নাগরিক হতে হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ লক্ষ্যে সবাইকে সচেতন হয়ে রাষ্ট্রের কল্যাণে যথাযথ ভূমিকা রাখা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ জনাব রায়েদ এবং জনাব আকিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। জনাব রায়েদ নিজের এলাকার জনপ্রতিনিধি। তিনি জনগণের কল্যাণে আইন প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন। জনাব আকিল যে বিভাগে কাজ করেন তা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সাংবিধানিক বিভিন্ন সমস্যারও সমাধানে পরামর্শ দেন।

ক. সচিবালয় কী? ১

খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন কীভাবে গণতন্ত্রের ভিত মজবুত করে? ২

গ. জনাব আকিল সরকারের কোন বিভাগে কাজ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব রায়েদ যে বিভাগে কাজ করেন তা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে"— বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৪

শহরের অবস্থান	সম্পদ
↓	↓
ছক-১	ছক-২
ঢাকা-বুড়িগঙ্গা সিলেট-সুরমা কুমিল্লা-গোমতি	ভূমি, বন, সৌরতাপ, খনিজ পদার্থ

ক. পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে? ১

খ. জলবিদ্যুৎ অর্থনীতির জন্য লাভজনক কেন? ২

গ. ছক-২ এ উল্লিখিত সম্পদটির গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর ছক-১ এ উল্লিখিত বিষয়গুলোর সাথে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৫ 'B' নামক রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। দিনব্যাপী নির্বাচনে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে নানা ধরনের সমস্যায় মাঝে মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যেমন— অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভোটার, প্রার্থীদের কেন্দ্র দখলের চেষ্টা ইত্যাদি।

ক. নির্বাচক মন্ডলী কাকে বলে? ১

খ. রাজনৈতিক দলের যেকোনো একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের 'B' রাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'B' রাষ্ট্রের সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন নির্বাচনি আচরণবিধি অনুসরণ— বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক সকল ভোটারকে একত্রিতভাবে নির্বাচকমন্ডলী বলে।

খ রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো নির্বাচনে জয়লাভের পর সরকার গঠন করা।

সাধারণত নির্বাচনে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তারাই সরকার গঠন করে থাকে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজনৈতিক দল তার দলীয় নীতিমালা ও কর্মসূচির ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে। নাগরিকদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ও তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল নানা ধরনের উদ্যোগ (যেমন— সভা, সেমিনার, লিফলেট, পোস্টার) গ্রহণ করে থাকে।

গ উদ্দীপকের 'B' রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান।

গণতান্ত্রিক সরকার একটি উত্তম সরকার ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের সুন্দর দিকগুলো হলো— গণতন্ত্রের আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। গণতন্ত্র হলো দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা। এ শাসন ব্যবস্থায় সরকার জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয় এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি করে থাকে।

উদ্দীপকের 'B' নামক রাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে। তাদের মধ্যে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। এরূপ ঘটনায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রূপ প্রতিফলিত হয়। কেননা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থায় সরকার জনগণের সরকার হিসেবে বিবেচিত। আর জনগণ ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে তাদের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করে। রাজনৈতিক দল তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ 'B' রাষ্ট্রের সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন নির্বাচনি আচরণবিধি অনুসরণ– মন্তব্যটি যথার্থ।

নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য নির্বাচন কমিশন কিছু নির্বাচনি আচরণবিধি নির্ধারণ করে দিয়েছে। উক্ত আইনকানুন ও বিধিবিধান অবশ্যই সকলকে মেনে চলতে হয়। নির্বাচনের আচরণবিধি ভঙ্গ করলে তা নির্বাচনি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুযায়ী নির্বাচনি অপরাধ ও তার দণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে।

উদ্দীপকের বর্ণিত দিনব্যাপী নির্বাচনে বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে নানা ধরনের সমস্যায় মাঝে মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যেমন– অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভোটার, প্রার্থীদের কেন্দ্র দখলের চেষ্টা ইত্যাদি। এগুলো নির্বাচনি আচরণবিধি ভঙ্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। নির্বাচনি আচরণবিধি অনুযায়ী প্রতিপক্ষের কোনো সভা বা মিছিলে কেউ বাধা প্রদান করতে পারবে না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া জনসভার জন্য সড়ক বা মহাসড়ক ব্যবহার কিংবা নাগরিকের জমি, বাড়ি-ঘর বা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা যাবে না। নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দল বা প্রার্থী রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করতে পারবে না। ভোটকেন্দ্রে নির্ধারিত সীমার মধ্যে যান্ত্রিক যানবাহন, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য বহন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এরূপ উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য প্রদান করা যাবে না। অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাবে না। কেবল নির্বাচনি কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন। কোনো প্রার্থীর বা দলের কর্মীগণ ভোটকেন্দ্রে ঘোরাফেরা করতে পারবে না। নির্বাচনি প্রচারণায় উক্ত বিধিগুলো মেনে চলার মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দেওয়া সম্ভব।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাই নির্বাচনি আচরণবিধি অনুসরণ করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ▶ ০৬ নাওয়াল এবং আবদুল্লাহ মালয়েশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। কথা প্রসঙ্গে একদিন নাওয়াল বলে, "দেশে গিয়ে আমার ইচ্ছেমতো যেকোনো একটি ব্যবসা করব।" আবদুল্লাহ বলে, "আমিও ব্যবসা করব, তবে হালাল পণ্যের। আমাদের দেশে কোনো হারাম পণ্যের ব্যবসা করা যায় না।"

ক. সংগঠক কাকে বলে? ১

খ. "বণ্টন" ধারণাটি ব্যাখ্যা কর? ২

গ. আবদুল্লাহর দেশে কোন ধরনের অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "নাওয়ালের দেশের অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন"— বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের তিনটি উপকরণ যথা– ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে উৎপাদনকার্য পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে। যিনি সংগঠন করেন তাকে সংগঠক বলা হয়।

খ উৎপাদিত সম্পদ উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিতে বণ্টন বলে।

উৎপাদনের উপাদান হলো চারটি। যথা– ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য এ চারটি উপাদান অপরিহার্য। এ চারটি উপাদানের সমন্বয়ে মোট উৎপাদিত সম্পদ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা এ চারটি উপাদানের মধ্যে অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসেবে ভাগ হয়ে যায়। উৎপাদিত সম্পদ এভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে ভাগ হওয়ার প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিতে বণ্টন বলা হয়।

গ আবদুল্লাহর দেশে ইসলামি অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলভিত্তি পবিত্র কোরআন ও হাদিসসমূহ এবং অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল কার্যাবলিই শরিয়তের বিধান অনুসারে পরিচালিত হয় তাই হলো ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলাম ধর্মের ৫টি মৌল স্তম্ভ, পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলি এবং রাসূল (স) এর হাদিসের বিধান অনুসারে অর্থনৈতিক কার্যাবলির মৌলিক নীতিমালা স্থির হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সুদ লেনদেন সম্পূর্ণ হারাম। তবে এখানে ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত।

উদ্দীপকের আবদুল্লাহ বন্ধু নাওয়ালের সাথে আলাপচারিতায় বলে, "আমিও ব্যবসা করব, তবে হালাল পণ্যের। আমাদের দেশে কোনো হারাম পণ্যের ব্যবসা করা যায় না।" এরূপ বক্তব্য ইসলামি অর্থব্যবস্থাকে উপস্থাপন করে। কেননা ইসলামিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হলো হালাল বা ইসলামসম্মত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা। এখানে হারাম পণ্যের ব্যবসা করা যায় না।

ঘ "নাওয়ালের দেশের অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন"– ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ক্ষেত্রে উক্তিটি যথার্থ।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এমন এক পদ্ধতি যেখানে উৎপাদনের উপাদানসমূহ- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন-ব্যক্তিমালিকানাধীন। ব্যক্তি স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং বাজারে চাহিদা-যোগানের ভিত্তিতে উৎপাদন ও বণ্টন পরিচালিত হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা খুবই সীমিত, আর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকে লক্ষ্য করেই কাজ করে।

উদ্দীপকে নাওয়াল বলে, "দেশে গিয়ে আমার ইচ্ছেমতো যেকোনো একটি ব্যবসা করব।" তার এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, সে এমন একটি দেশে বসবাস করে যেখানে ব্যবসা করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। এর মানে সে যে পণ্য বা সেবা খুশি মনে উৎপাদন করতে পারবে এবং তার বিনিময়ে লাভ করতে পারবে। এমন স্বাধীনতা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই বৈশিষ্ট্য। এ ব্যবস্থায় ব্যবসায়ীরা মুনাফার সম্ভাবনা বিবেচনা করে পণ্য উৎপাদন করে। অধিক লাভের আশায় উৎপাদনের খরচ কমাতে শ্রমিকদের কম মজুরি প্রদান করা হয়, যার ফলে সমাজে আয়ের বৈষম্য সৃষ্টি হয়। শ্রমিকের ভাগে পড়ে কম আয়, আর পুঁজিপতিরা ভোগ করেন অধিক লাভ। তবুও এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামতো বিনিয়োগ, পণ্য নির্বাচন ও মূল্য নির্ধারণ করতে পারে-যা সম্পূর্ণ মুনাফাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন। নাওয়ালের কথায় তার দেশের এই ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বাধীনতা ও মুনাফাভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট। এর মাধ্যমে অনুমান করা যায়, তার দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে মুনাফা অর্জন।

আলোচনার শেষে বলা যায়, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও সর্বাধিক মুনাফা। ব্যক্তির স্বাধীনতা ও বাজারভিত্তিক প্রতিযোগিতার ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় মুনাফার অন্বেষণই প্রাধান্য পায়।

প্রশ্ন ▶ ০৭ দৃশ্যপট-১ : মি. আহসান তার মেয়ে ইলমাকে নিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে খেতে যান। ইলমা খেয়াল করে তার বাবা খাবারের দাম ছাড়াও বাড়তি কিছু টাকা দিচ্ছেন। ইলমা কারণ জানতে চাইলে বাবা বলেন। "এ টাকা সরকার পাবে। এছাড়া প্রতিবছর আমার বেতনের কিছু অংশও সরকারকে দেই।"

দৃশ্যপট-২ : আলভী এম.এ পাশ করে। পছন্দমতো চাকরি না পেয়ে বাবার জমি বন্ধক রেখে একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে হাঁসমুরগির খামার দেয় এবং নিজেদের পুকুরে মাছ চাষ করে। এখন আলভীর খামারে গ্রামের বেশকিছু যুবক কাজ করে।

ক. 'বিহিত মুদ্রা' কাকে বলে? ১

খ. 'নিকাশ ঘর'–ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. দৃশ্যপট-১ এ সরকারের আয়ের কোন ধরনের উৎসের কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো দৃশ্যকল্প-২ এ বর্ণিত ব্যাংকটি দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখে? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৮

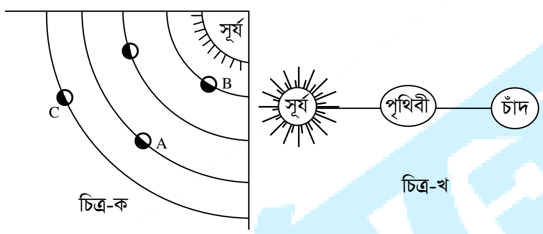

ক. 'সৌর কলঙ্ক' কাকে বলে? ১

খ. প্রমাণ সময় বলতে কী বোঝ? ২

গ. 'ক' নং চিত্রে প্রদর্শিত 'A' নামক গ্রহটির গতিপথ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'মানব জীবনে চিত্র-খ এ উল্লিখিত বিষয়টির প্রভাব ব্যাপক।"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যের মধ্যে যে কালো দাগ দেখা যায় তাকে সৌরকলঙ্ক (Sun Spot) বলে।

খ প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ণয় করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে।

একই দেশের মধ্যে সময় গণনার বিভ্রাট দূর করার জন্য প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়। দ্রাঘিমারেখার উপর মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থানের সময়কালকে দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করলে একই দেশের মধ্যে সময় গণনার বিভ্রাট সৃষ্টি হয়। সেজন্য প্রত্যেক দেশের একটি প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়। তবে দেশটি আয়তনে বড় হলে কয়েকটি প্রমাণ সময় থাকে। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চারটি এবং কানাডাতে পাঁচটি প্রমাণ সময় রয়েছে।

গ 'ক' নং চিত্রে প্রদর্শিত 'A' নামক গ্রহটি হলো পৃথিবী। পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ৩৬৫ দিনে যে পথ অতিক্রম করে তাই পৃথিবীর গতিপথ।

পৃথিবী হলো সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ। পৃথিবী অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্যকে কেন্দ্র করে একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। এটিই হলো পৃথিবীর গতিপথ।

উদ্দীপকের 'ক' নং চিত্রে প্রদর্শিত 'A' নামক গ্রহটি হলো পৃথিবী। পৃথিবী নিজ অক্ষে অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার কক্ষপথে, নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পৃথিবীর এই পরিক্রমণকে বার্ষিক গতি (Annual Motion) বলে। পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যকে পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর এক বছর সময় লাগে। এ সময়কে সৌরবছর বলা হয়। ঠিক হিসাবে এ সময় হলো ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। কিন্তু ৩৬৫ দিনে সৌরবছর গণনা করা হয়। তাই প্রতি চার বছরে একদিন বাড়িয়ে খ্রিস্টীয় চতুর্থ বছর ৩৬৬ দিনে বছর গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিনে ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ বা লিপইয়ার (Leap Year) বলে। বার্ষিক গতির ফলে পৃথিবীতে দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

ঘ 'মানব জীবনে চিত্র-খ এ উল্লিখিত বিষয়টির তথা জোয়ার-ভাটার প্রভাব ব্যাপক।"– উক্তিটি যথার্থ।

জোয়ার-ভাটা হলো সমুদ্রের পানির দৈনিক ওঠানামা, যা প্রধানত চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তির ফলে ঘটে। প্রতিদিন সাধারণত দু'বার করে জোয়ার ও দু'বার ভাটা হয়। এ প্রাকৃতিক ঘটনাটি শুধু সমুদ্রেই নয়, নদী, মোহনা ও উপকূলীয় অঞ্চলেও তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকের চিত্র-খ এ প্রদর্শিত চিত্রে জোয়ার-ভাটার প্রতীকী রূপ প্রকাশ পেয়েছে। জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর একটি প্রাকৃতিক ঘটনা হলেও এর প্রভাব মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমুখী। দৈনিক দু'বার জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে নদীর আবর্জনা পরিষ্কার হয়ে পানি নির্মল থাকে এবং নদী মোহনায় পলি জমে নদীর মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। এর ফলে নদীপথ সচল থাকে এবং বড় জাহাজ চলাচল করতে পারে, যেমন- বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরে জোয়ারের সময় নদীর গভীরতা বাড়ায় জাহাজ সহজেই বন্দর থেকে আসা-যাওয়া করতে পারে। নদীখাতে স্রোতের কারণে খাত গভীর হয়, ফলে নৌপরিবহন সুবিধা বাড়ে। জোয়ারের পানি খাল-বিল ও জলাধারে সংরক্ষণ করে সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়, যা কৃষির জন্য অত্যন্ত উপকারী। আবার ভাটার স্রোতকে কাজে লাগিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো টেকসই শক্তি উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি শুকিয়ে লবণ উৎপাদনও একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কার্যক্রম।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে জোয়ার-ভাটা মানব জীবনে পরিবেশ, অর্থনীতি ও পরিবহন খাতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। তাই বলা যায়, মানব জীবনে জোয়ার-ভাটার প্রভাব নিঃসন্দেহে ব্যাপক।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ‘A’ নামক দেশটির অর্থনীতিতে মৌলিক শিল্পের আধিক্য রয়েছে। সেখানে সবসময় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। বেকারত্বের হারও খুব বেশি নয়। অপরদিকে ‘B’ নামক দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিকে আধুনিকায়ন করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশটিতে জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে তবে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে।

ক. মাথাপিছু আয় কাকে বলে? ১

খ. ‘বৈদেশিক বাণিজ্য’— ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে উদ্দীপকে ‘A’ নামক দেশটি কোন ধরনের দেশ? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দুই ধরনের দেশের মধ্যে বাংলাদেশ কোন শ্রেণিভুক্ত? যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো দেশের নাগরিকদের গড় আয়কে মাথাপিছু আয় বলে।

খ বৈদেশিক বাণিজ্য বলতে দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশের সাথে আমদানি-রপ্তানি তথা বাণিজ্যিক সম্পর্ককে বোঝায়।

দুই বা ততোধিক সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর আদান-প্রদানকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, বিশ্বের কোনো একটি দেশের সাথে অন্য এক বা একাধিক দেশের দ্রব্যসামগ্রীর যে লেনদেন হয় তাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বলে। যেমন– বাংলাদেশ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে এবং সেসব দেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করে। সুতরাং রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের সমন্বয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য গঠিত।

গ উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে উদ্দীপকে ‘A’ নামক দেশটি একটি উন্নত দেশ।

উন্নত দেশ বলতে এমন দেশকে বোঝায় যার অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত উন্নত। এসব দেশে মাথাপিছু আয় বেশি, শিল্প ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা রয়েছে, আর্থসামাজিক অবকাঠামো সুসংগঠিত, এবং জনসাধারণের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

উদ্দীপকের আলোকে দেখা যায়, ‘A’ নামক দেশটির অর্থনীতিতে মৌলিক শিল্পের আধিক্য রয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে দেশটি কৃষিনির্ভরতা থেকে শিল্পনির্ভরতার পথে অগ্রসর হয়েছে, যা উন্নত দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজ করছে-এটি একটি টেকসই উন্নয়নবান্ধব পরিবেশের অন্যতম শর্ত। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সহজ হয়। দেশের বেকারত্বের হার খুব বেশি নয়-এটি ইঙ্গিত দেয় যে কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্ট রয়েছে এবং মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে। উন্নত দেশগুলোয় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত, দক্ষ জনবল তৈরি হয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, এবং প্রযুক্তি নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তদ্রূপ ‘A’ দেশেও মৌলিক শিল্পের উপস্থিতি, স্থিতিশীল রাজনীতি এবং কম বেকারত্ব- এই সবই দেশটিকে উন্নত দেশের মানদণ্ডের কাছাকাছি অবস্থানে এনে দাঁড় করায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ‘A’ ও ‘B’ দেশ দুটি দ্বারা যথাক্রমে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে উপস্থাপন করে। এই দুই ধরনের দেশের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের শ্রেণিভুক্ত।

বিশ্বের উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যপর্যায়ে আরেক ধরনের দেশ আছে যেগুলোকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। উন্নয়নশীল দেশে মাথাপিছু প্রকৃত আয় উন্নত দেশসমূহের তুলনায় অনেক কম। উন্নয়নশীল দেশসমূহে অনুন্নত অর্থনীতির অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। এগুলোর মধ্যে রয়েছে কৃষি খাতের প্রাধান্য, শিল্প খাতের অনগ্রসরতা, ব্যাপক বেকারত্ব, পরিবহন যোগাযোগ ও বিদ্যুতের অপর্যাপ্ততা, শিক্ষার নিম্নহার, মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের নিম্নহার, নিম্ন মাথাপিছু আয় ও দারিদ্র্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার ইত্যাদি।

উদ্দীপকের ‘A’ দেশটি হলো একটি উন্নত দেশ। অন্যদিকে ‘B’ দশটির অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষিকে আধুনিকায়ন করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দেশটিতে জনসংখ্যার আধিক্য রয়েছে তবে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে অনেক কর্মসূচি গৃহিত হয়েছে। এরূপ বর্ণনা একটি উন্নয়নশীল দেশকে উপস্থাপন করে যা বাংলাদেশের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল একটি দেশ। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি নয়, আবার খুব কমও নয়। বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থবির বা স্থিতিশীল নয়। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ছে। অর্থনৈতিক সূচকসমূহ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষির ওপর নির্ভরশীলতা কমছে, শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি হচ্ছে। জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হচ্ছে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা ক্রমশ কমছে। এছাড়াও বাংলাদেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ ও অন্যান্য খাতের উন্নয়ন হচ্ছে। এসব বিষয় বিবেচনা করলে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে উন্নয়নশীল দেশ বলা যায়।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে উল্লিখিত দুটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ভুক্ত।

প্রশ্ন ▶ ১০ দৃশ্যপট-১ : নঈম সাহেব বিদেশে কর্মরত ছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলেন, উনি যে রোগে আক্রান্ত সেটির কার্যকর প্রতিষেধক এখনো আবিষ্কৃত হয়নি।

দৃশ্যপট-২ : রিক্সাচালক মজিদ মিঞা রাস্তায় ট্রাকের ধাক্কায় পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছে। তার স্ত্রী রমিজা মানুষের বাসায় কাজ করে কোনো রকমে সে সংসার চালায়। একমাত্র ছেলেকে লেখাপড়া বন্ধ করে একটি কারখানায় কাজে দিয়ে দেয়।

ক. দুর্নীতি কাকে বলে? ১
খ. কীভাবে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাধ্যমে সামাজিক অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়? ২
গ. দৃশ্যপট '১' এ বর্ণিত বিষয়টির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সমাজ জীবনে দৃশ্যপট ২-এ উল্লিখিত ঘটনার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ দৃশ্যপট-১ : রাহিক এবং মুহাইমিন চাচাত ভাই। রাহিক গ্রামে দাদা-দাদি, চাচা-ফুফুসহ একই পরিবারে থাকে। রাহিক সবার সাথে মিলেমিশে থাকতে পছন্দ করে। সে প্রয়োজনে বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করে। অপরদিকে মুহাইমিন শহরে তার মা-বাবার সাথে থাকে। সে বেশ চুপচাপ। বাসায় এসে মোবাইলে গেমস খেলে। সে একা থাকতে ভালোবাসে। সহজে কারো সাথে মিশতে পারেনা।

দৃশ্যপট-২ : সম্প্রতি ফতেয়াবাদ গ্রামে কৃষি জমিতে চাষের পরিবর্তে ঔষধ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি কাগজ তৈরির একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। মানুষ তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা ছেড়ে নানামুখী কাজে যুক্ত হচ্ছে। পুরো গ্রামে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। জীবনে ব্যস্ততা বেড়েছে। অনেক গরিব মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে কিন্তু হারিয়ে গেছে সরলতা ও আন্তরিকতা।

ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১
খ. শিশুর সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২
গ. দৃশ্যপট-২ এ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদান কার্যকর? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যপট-১ এর রাহিক এবং মুহাইমিনের আচরণের অমিলের কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

[সি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজ কাঠামো ও এর কার্যাবলির পরিবর্তন।

খ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো শিশুকে নৈতিক মূল্যবোধ, সঠিক-ভুলের ধারণা ও সমাজে চলার আদব-কায়দা শেখায়।

ছোটবেলা থেকেই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে শিশু শৃঙ্খলা, শ্রদ্ধাবোধ ও সহনশীলতা রপ্ত করে। ধর্মীয় উপদেশ ও গল্প তাদের ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াতে ও অন্যায়ের বিরোধিতা করতে শেখায়। এছাড়া, উৎসব ও সম্মিলিত প্রার্থনার মাধ্যমে তারা সমাজের সঙ্গে সংযুক্ত হতে শেখে। এসব কারণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান শিশুর মানসিক গঠন ও চারিত্রিক বিকাশে গভীর প্রভাব ফেলে।

গ দৃশ্যপট-২ এ সামাজিক পরিবর্তনের শিল্পায়ন ও নগরায়ন উপাদানটি কার্যকর।

সামাজিক পরিবর্তনের মূলে যেসব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিল্পায়ন ও নগরায়ণ। শিল্পায়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা শিল্পভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত হয়। আর শিল্পায়নের ফলে নগরায়ণ ঘটে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, দৃশ্যপট-২ এ সম্প্রতি ফতেয়াবাদ গ্রামে কৃষি জমিতে চাষের পরিবর্তে ঔষধ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি কাগজ তৈরির একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। মানুষ তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা ছেড়ে নানামুখী কাজে যুক্ত হচ্ছে। পুরো গ্রামে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। জীবনে ব্যস্ততা বেড়েছে। অনেক গরীব মানুষ অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে কিন্তু হারিয়ে গেছে সরলতা ও আন্তরিকতা। এরূপ বর্ণনায় শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাবে এখানে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কারণ শিল্পায়ন ও নগরায়নের মানুষের পেশার পরিবর্তন ঘটে, পরিবর্তন ঘটে মানুষের জীবনযাত্রায়। যেমনটি উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া শিল্পায়ন ও নগরায়ণের নেতিবাচক যে প্রভাব রয়েছে সেটিরও উল্লেখ রয়েছে উদ্দীপকে।

ঘ দৃশ্যপট-১ এর রাহিক এবং মুহাইমিনের আচরণের অমিলের কারণ হলো সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া।

মানুষের জীবনে সামাজিকীকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে প্রক্রিয়ায় একটি শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ বলে। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে শিশু সমাজের প্রথা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শেখে। শিশুর সামাজিকীকরণের অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে পরিবার শিশুকে সমাজের একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের দৃশ্যপট-১ এর রাহিক ও মুহাইমিনের আচরণগত পার্থক্যের মূল কারণ তাদের পারিবারিক পরিবেশ ও সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ভিন্নতা। রাহিক যৌথ পরিবারে বসবাস করে, যেখানে নানা বয়সী সদস্যের সংস্পর্শে থেকে সে সহযোগিতা, সম্প্রীতি ও মেলামেশার গুণাবলি আয়ত্ত করেছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সহনশীল আচরণের কারণে তার সামাজিক দক্ষতা বেশি বিকশিত হয়েছে। অপরদিকে মুহাইমিন একক পরিবারে শহরে বাস করে। সে একা সময় কাটায় এবং মোবাইল গেমসে বেশি আসক্ত, যা তাকে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুরা পারস্পরিক সম্পর্কের মূল্য শেখে, দায়িত্ববোধ গড়ে তোলে এবং কর্মে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু একক পরিবারে এমন সুযোগ সীমিত থাকে, ফলে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে কিছুটা সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। মা-বাবার সময় ও মেলামেশার পরিমাণ কম হলে শিশুর আচরণে একাকীত্ব, চুপচাপ থাকা ও সামাজিক অক্ষমতা দেখা দিতে পারে।

তাই বলা যায়, পারিবারিক গঠন ও পরিবেশ শিশুদের আচরণ ও সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে, যা উদ্দীপকের রাহিক ও মুহাইমিনের আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : | 1 | 5 | 0 |

সময়– ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার পরিবর্তনে প্রধান নিয়ামক কোনটি?
ক সামাজিক অবস্থা খ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
গ জলবায়ু ঘ আবহাওয়া

২. জনাব আবিদ একটি সিরামিক কারখানা নির্মাণ করেছেন। আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে জনাব আবিদের পারিতোষিক কোনটি হবে?
ক খাজনা খ মজুরি গ মুনাফা ঘ সুদ

৩. 'মাতামুহুরী' নদীর দৈর্ঘ্য কত কি.মি.?
ক ১২০ কি.মি. (প্রায়) খ ১৪২ কি.মি. (প্রায়)
গ ১৭৭ কি.মি. (প্রায়) ঘ ২৯৪ কি.মি. (প্রায়)

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
জহিরুদ্দিনের সাথে সালেহার বিয়ে হয়। পরপর তিনটি কন্যা সন্তান হওয়ায় পুত্র সন্তানের আশায় জহিরুদ্দিন আবার বিয়ে করে এবং সালেহাকে সে প্রায়ই গালি-গালাজ ও মারধর করে।

৪. অনুচ্ছেদে সালেহার প্রতি সহিংসতার কারণ কী?
ক দারিদ্র্য খ যৌতুক
গ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ঘ নারী দুর্বল ও অবলা

৫. সালেহার উপর নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে—
i. মানসিক স্বাস্থ্য ii. স্বাভাবিক জীবন-যাপন iii. দেশের অর্থনীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬. বাংলাদেশে কেন জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ কম?
ক প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব খ এখানে উৎপাদন খরচ বেশি
গ এখানে খরস্রোতা নদী নেই ঘ এখানে পাহাড়ি নদীর অভাব

৭. বাংলাদেশে তীব্র পানি সংকটের কারণ—
i. চাষের কাজে প্রচুর সেচ পাম্পের ব্যবহার
ii. নদীর পলিমাটি নিষ্কাশন করা iii. যত্রতত্র ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. প্রাচীন বাংলায় এবং মুসলিম ও বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশে প্রধানত কোন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত?
ক সামন্ততান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ ধনতান্ত্রিক ঘ ইসলামি

৯. সামাজিক পরিবর্তনের বিশেষ উপাদান কোনটি?
ক সংস্কৃতি খ যোগাযোগ গ প্রযুক্তি ঘ শিক্ষা

১০. নির্বাচন কমিশনে কে সভাপতি হিসেবে কাজ করেন?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ সিনিয়র সচিব ঘ প্রধান নির্বাচন কমিশনার

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১১ ও ১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
২০২৪ এর বন্যায় বৃহত্তর নোয়াখালী ও সিলেট জেলায় অনেক লোক মারা যায়, বহু মানুষ পানিবন্দী হয় এবং গবাদি পশুসহ অনেক সম্পদ নষ্ট হয়। জেলা প্রশাসক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

১১. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বন্যার্তদের জন্য জেলা প্রশাসকের করণীয় কাজটি কোন ধরনের?
ক রাজস্ব সংক্রান্ত খ সেবামূলক
গ সংস্কৃতি সংক্রান্ত ঘ প্রশাসন সংক্রান্ত

১২. জেলা প্রশাসকের আরও কিছু কাজ হলো—
i. সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ii. ইউনিয়ন পরিষদের তত্ত্বাবধান
iii. বিভাগের জনকল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কতসালে বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে?
ক ২০১০ খ ২০১৪ গ ২০১৫ ঘ ২০১৮

১৪. বহুপতি পরিবার প্রথা রয়েছে—
i. তিব্বতে ii. আফ্রিকায় iii. মালাগড়ে (ভারত)
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. লালমাই পাহাড়টির গড় উচ্চতা কত মিটার?
ক ২০ খ ২১ গ ২৪ ঘ ৩৬

১৬. বাংলাদেশের শিল্পখাত দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারছে না কেন?
ক শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত দুর্বলতা খ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
গ ঔপনিবেশিক শাসন ঘ মৌলিক ও ভারী শিল্পের অভাব

১৭. রাষ্ট্রের কাজ হলো—
i. জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলা ii. শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়া
iii. অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৮. বাংলাদেশ সরকারের কর বহির্ভূত রাজস্ব কোনটি?
ক আয়কর খ ভূমি রাজস্ব গ টোল ও লেভি ঘ মাদক শুল্ক

১৯. বাংলাদেশের সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত?
ক ৩৯ খ ৬৫ গ ৭৭ ঘ ১৪১

২০. বাংলাদেশে শাসন ব্যবস্থায় স্নায়ুকেন্দ্রস্বরূপ রয়েছে কোনটি?
ক উপজেলা প্রশাসন খ সচিবালয়
গ জেলা প্রশাসন ঘ বিভাগীয় প্রশাসন

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
ইউশার বাবা একজন ভ্রমণপ্রিয় মানুষ। তিনি ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে যান। তিনি লক্ষ্য করলেন নারায়ণগঞ্জ গাজীপুরে জনবসতি বেশি হলেও পার্বত্য অঞ্চলে জনবসতি কম। তবে গাজীপুরের বনভূমিতে বৃক্ষগুলো পাতাহীন।

২১. উদ্দীপকের ইউশার বাবার দেখা বনভূমি কোন ধরনের?
ক ক্রান্তীয় চিরহরিৎ খ পত্র পতনশীল
গ চাপালিশ বৃক্ষের ঘ ম্যানগ্রোভ

২২. ইউশার বাবার দেখা দুটি অঞ্চলের জনবসতির তারতম্যের যথার্থ কারণ হলো—
i. চরম ভাবাপন্ন জলবায়ু ii. যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিন্নতা
iii. জীবিকার সুযোগের ভিন্নতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৩. অছি পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য কী?
ক পরাধীন এলাকার তত্ত্বাবধান করা খ আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা
গ নিরাপত্তা পরিষদে পরামর্শদান ঘ মহাসচিবের পরামর্শক

২৪. কখন থেকে শহিদ দিবস দেশব্যাপী পালিত হয়ে আসছে?
ক ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি খ ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ ১৯৫৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ ১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি

২৫. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেশকে কতটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে?
ক ১১ খ ১২ গ ১৬ ঘ ২১

২৬. কোন গ্রহে পৃথিবীর একদিনে দুইবার সূর্য উদয় ও অস্ত যায়?
ক বুধ খ শুক্র গ বৃহস্পতি ঘ নেপচুন

২৭. টেকসই উন্নয়নের প্রধান ক্ষেত্র কয়টি?
ক ৩ খ ৪ গ ৫ ঘ ৬

২৮. স্কুল শিক্ষক মিসেস রামিছা জাতিসংঘের একটি অঙ্গ সংস্থার পরিচালিত শিশু ও কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। এখানে কোন সংস্থার কথা বলা হয়েছে?
ক UNDP খ UNICEF গ UNESCO ঘ UNFPA

২৯. মুক্তিযুদ্ধে নারীরা অবদান রাখে—
i. সরাসরি যুদ্ধ করে
ii. আহতদের সেবা করে
iii. গান গেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে উজ্জীবিত করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০. দুটি স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য 4°–45° হলে সময়ের পার্থক্য কত হবে?
ক ১৮ মিনিট খ ১৯ মিনিট গ ২০ মিনিট ঘ ২১ মিনিট

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১।

ক্রম.	সাল	ঘটনা
১	১৯৫২	ভাষা আন্দোলন
২	১৯৫৪	'ক'
৩	১৯৬৬	ছয় দফা
৪	১৯৭১	'খ'

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে সকলকে যে বিষয়টি ঐক্যবদ্ধ করে তা ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উল্লিখিত ছকে 'ক' চিহ্ন দ্বারা ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'খ' চিহ্নিত ঘটনাটি বাঙালির জাতীয় জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ করো। ৪

২। ভবানীপুর গ্রামে একসময় অজ্ঞতার ফলে বাড়িতে বাড়িতে জ্বীন-ভূতের আছর দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে সেখানে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে মানুষ বিশেষ করে মহিলারা আত্মসচেতন হয়েছে। তারা এগুলো এখন আর বিশ্বাস করেন না। এখন তারা কুসংস্কারে বশবর্তী না হয়ে পরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা নিজেরা এবং তাদের সন্তানদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এখন ভবানীপুর গ্রামে নারীদের ক্ষমতায়ন দেখে অনেকে আশ্চর্য হন।

ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১

খ. শিল্পায়ন কীভাবে আশীর্বাদ হয়? ২

গ. ভবানীপুর গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'নারীর ক্ষমতায়নে ভবানীপুর গ্রামের নারীদের কার্যক্রম যথাযথ'– বিশ্লেষণ করো। ৪

৩। **ঘটনা-১ :** মাইশা লক্ষ করে ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই সূর্য অস্ত যায়। কিন্তু সে অনুধাবন করে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে কিছুটা সময় খেলতে পারত।

ঘটনা-২ : সাদিয়া স্কুল থেকে ফিরে ডিসকভারি চ্যানেলে মহাকাশের চিত্র দেখতে পেলো। সেখানে সে দেখলো ঘূর্ণায়মান একটি জ্যোতিষ্ক ও তার চারপাশে তিনটি উজ্জ্বল আলোর বলয় আছে।

ক. গুরুমণ্ডল কী? ১

খ. পৃথিবীর যে গতির কারণে দিবা-রাত্র সংগঠিত হয় তার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. ঘটনা-১ এ মাইশার দেখা দ্রুত সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ সাদিয়ার দেখা গ্রহটিতে জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কী? যুক্তিসহ লিখ। ৪

৪।

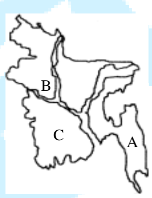

ক. সৌর সম্পদ কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বনভূমিকে চিরহরিৎ বন বলা হয় কেন? ২

গ. 'B' চিহ্নিত অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক গঠন ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. কৃষিকাজে 'A' চিহ্নিত অঞ্চল থেকে 'C' চিহ্নিত অঞ্চল অধিক গুরুত্বপূর্ণ– বিশ্লেষণ করো। ৪

৫। ফিলিস্তিনের রানিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। গত মাসে ইজরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে সে তার বাড়ি-ঘর হারিয়েছে। ইজরাইলের সেনাবাহিনী তার ভাইকে হত্যা করে এবং বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। তার মা এখন নিরাশ্রয় হয়ে একটি উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ সাধ্যমতো আহত ব্যক্তি ও নিরাশ্রয়দের চিকিৎসা ও ত্রাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. অ্যারিস্টটলের মতে নাগরিক কাকে বলে? ১

খ. নাগরিকের প্রধান দায়িত্বটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রানিয়ার দেশে রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি নেই? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্র হিসেবে রানিয়ার দেশের উল্লিখিত কাজকে তুমি কি সার্বিক কাজ হিসেবে মনে করো? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। খানপুর স্কুলের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যে কোনো কাজে শ্রেণির সকলের মতামত গ্রহণ করে। তারা শ্রেণিতে অনুষ্ঠান বা শিক্ষা সফরেও একই সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্য পক্ষে ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ভোটাভুটির মাধ্যমে ২ জন শ্রেণি ক্যাপ্টেন নির্বাচন করেছে। ক্যাপ্টেন ২ জন সকল কাজে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

ক. ম্যাকাইভার প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. ৮ম শ্রেণিতে কোন ধরনের গণতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ৭ম শ্রেণিতে প্রতিফলিত গণতন্ত্রের ভূমিকা অপরিসীম– বিশ্লেষণ করো। ৪

৭। ডা. ফাতিমা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি। তিনি এদেশে শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, নারী স্বাস্থ্য উন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন। তার কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে।

অন্যদিকে মেজর জাহাঙ্গীর গতবছর শান্তি মিশনে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে যান। তিনি তার মিশনে বিবাদমান গ্রুপের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে প্রশংসিত হন।

ক. ভেটো কী? ১

খ. জাতিসংঘের ১ম উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ডা. ফাতিমা আন্তর্জাতিক সংস্থার যে অঙ্গ সংস্থায় কর্মরত তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. 'মেজর জাহাঙ্গীরের মতো ব্যক্তিদের কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করেছে"–বিশ্লেষণ করো। ৪

৮। সুমি একবার তার পরিবারের সাথে ট্রলারে করে সমুদ্র ভ্রমণে যায়। কয়েকদিন ভ্রমণের ফলে তাদের খাওয়ার পানি ফুরিয়ে যায়। ট্রলারের চতুর্দিকে অসীম পানি ছিল কিন্তু সে পানি তারা পান করতে পারেনি। তার বাবা বলেন যে, এ পানি তাদের জন্য সম্পদ নয়। কিন্তু আশে পাশে ট্রলারে করে যে সকল জেলে মাছ শিকার করেন তাদের কাছে সমুদ্রের পানি সম্পদ।

ক. উদ্যোক্তা কাকে বলে? ১

খ. উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদিত উপাদানটি কী? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. সুমিদের নিকট সমুদ্রের পানি সম্পদ নয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পদ সংরক্ষণে জাতীয়ভাবে আমাদের করণীয় কী? বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। ঘটনা-১ : জনাব নাবিল পড়াশুনা শেষ করে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ছাগল-গরুর একটি বৃহৎ খামার গড়ে তুলেন। সেই খামারে তার গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের লোক কর্মের সুযোগ পায়। এতে অত্র এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

ঘটনা-২ : জনাব নাফিজ পড়াশুনা শেষ করে দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়া কর্মরত আছে। তিনি প্রতি মাসে যে আয় করেন তার বেশিরভাগ অর্থ বাবা-মা ও ভাই-বোনদের জন্য দেশে পাঠান।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. অর্থনীতিতে বণ্টন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ঘটনা-২ এর নাফিজের পাঠানো টাকা জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে কীভাবে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বর্তমান বেকারত্বের যুগে আমাদের মতো দেশে জনাব নাবিলের কর্মকাণ্ড অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক– বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। নবম শ্রেণির ছাত্রী রিমা ভালো বিতর্ক করত। এক সময় সে BTV এর একজন নামকরা বিতার্কিক হয়ে যায়। বর্তমানে সে বিভিন্ন বেতারে কথিকা পাঠ, টিভিতে নাটক ও বিতর্ক করে। সে তার পরিবার, বন্ধুমহল ও প্রতিবেশীদের নিকট খুবই প্রিয়।

অন্যপক্ষে লুবনা গ্রামে বাবা-মা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও ভাই-বোনসহ একত্রে বসবাস করে। বর্তমানে বিনোদনে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও তারা পরিবারকে বিনোদনের প্রধান কেন্দ্র মনে করে। তারা একই টেবিলে পরিবারের সবাই ভাত খায়, গল্প করে। তার আচরণে প্রতিবেশীসহ সকলে মুগ্ধ।

ক. মিথস্ক্রিয়া কী? ১

খ. সামাজিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. লিমার সামাজিকীকরণে কোন প্রতিষ্ঠান অধিকতর ভূমিকা পালন করবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে লুবনাদের মতো পরিবার সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। বিশ্লেষণ করো। ৪

১১। ১০ম শ্রেণির ছাত্র রনি প্রায়ই স্কুল লাগিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয় ও পথে ঘাটে অল্প বয়সি মেয়েদের দেখলে উত্যক্ত করে। সম্প্রতি সে ছিনতাই করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

অন্যদিকে জনাব রফিক গার্মেন্টস এ কাজ দেয়ার নামে গ্রামের সহজ-সরল মেয়েদের বিদেশে পাচার করে। সম্প্রতি তিনি নারী পাচারের অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন।

ক. নৈরাজ্য কী? ১

খ. শিশু শ্রমের একটি কারণ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রনির কার্যক্রমে কোন সামাজিক সমস্যায় ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব রবিনের মতো মানুষদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পুলিশের গ্রেফতার কার্যক্রম কতটুকু ফলপ্রসূ? যুক্তিসহ লেখ। ৪

উত্তরমালা (দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	খ	২	গ	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	গ	৭	খ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	খ	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	খ
	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ	২১	খ	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	গ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	খ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▶ ০১

ক্রম.	সাল	ঘটনা
১	১৯৫২	ভাষা আন্দোলন
২	১৯৫৪	'ক'
৩	১৯৬৬	ছয় দফা
৪	১৯৭১	'খ'

ক. মৌলিক গণতন্ত্র কী? ১

খ. বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে সকলকে যে বিষয়টি ঐক্যবন্ধ করে তা ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. উল্লিখিত ছকে 'ক' চিহ্ন দ্বারা ঐতিহাসিক কোন ঘটনাকে নির্দেশ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'খ' চিহ্নিত ঘটনাটি বাঙালির জাতীয় জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ— বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০২ ভবানীপুর গ্রামে একসময় অজ্ঞতার ফলে বাড়িতে বাড়িতে জ্বীন-ভূতের আছর দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে সেখানে স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে মানুষ বিশেষ করে মহিলারা আত্মসচেতন হয়েছে। তারা এগুলো এখন আর বিশ্বাস করেন না। এখন তারা কুসংস্কারে বশবর্তী না হয়ে পরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারা নিজেরা এবং তাদের সন্তানদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এখন ভবানীপুর গ্রামে নারীদের ক্ষমতায়ন দেখে অনেকে আশ্চর্য হন।

ক. সামাজিক পরিবর্তন কাকে বলে? ১

খ. শিল্পায়ন কীভাবে আশীর্বাদ হয়? ২

গ. ভবানীপুর গ্রামের সামাজিক পরিবর্তনের মূল কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'নারীর ক্ষমতায়নে ভবানীপুর গ্রামের নারীদের কার্যক্রম যথাযথ'— বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৩ **ঘটনা-১ :** মাইশা লক্ষ করে ডিসেম্বর মাসে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার সাথে সাথেই সূর্য অস্ত যায়। কিন্তু সে অনুধাবন করে অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে কিছুটা সময় খেলতে পারত।

ঘটনা-২ : সাদিয়া স্কুল থেকে ফিরে ডিসকভারি চ্যানেলে মহাকাশের চিত্র দেখতে পেলো। সেখানে সে দেখলো ঘূর্ণায়মান একটি জ্যোতিষ্ক ও তার চারপাশে তিনটি উজ্জ্বল আলোর বলয় আছে।

ক. গুরুমন্ডল কী? ১

খ. পৃথিবীর যে গতির কারণে দিবা-রাত্র সংগঠিত হয় তার ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. ঘটনা-১ এ মাইশার দেখা দ্রুত সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ঘটনা-২ এ সাদিয়ার দেখা গ্রহটিতে জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কি? যুক্তিসহ লেখ। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রমন্ডলের ওপর থেকে চতুর্দিকে প্রায় ২৮৮৫ কি. মি. পর্যন্ত মন্ডলটিকে গুরুমন্ডল বলে।

খ পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে দিবা-রাত্র সংগঠিত হয়।

পৃথিবী নিজ অক্ষে বা মেরুরেখায় পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করছে। নিজ অক্ষে পৃথিবীর এই আবর্তনকেই আহ্নিক গতি বলা হয়। পৃথিবীর নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। পৃথিবী গোলাকার বলে সূর্যের আলো একই সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের সবখানে পড়ে না। পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের সময় যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে সে অংশে দিন এবং যে অংশে অন্ধকার থাকে সে অংশে রাত হয়। এভাবে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে দিন ও রাত সংঘটিত হয়।

গ ঘটনা-১ এ মাইশার দেখা দ্রুত সূর্য অস্ত যাওয়ার কারণ হলো পৃথিবীর বার্ষিক গতি।

পৃথিবী একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দিকে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করে। এই পরিক্রমণ কালে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানের কারণে পৃথিবীতে দিন রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যা পৃথিবীর বার্ষিক গতির একটি ফলাফল।

উদ্দীপকের ঘটনা-১ এ দেখা যায়, ডিসেম্বর মাসে মাইশা যখন বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরে, তখন সে দেখে সূর্য অনেক তাড়াতাড়ি অস্ত যাচ্ছে। এর কারণ হলো, ডিসেম্বর মাসে পৃথিবী এমন এক অবস্থানে থাকে যখন দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে বেশি হেলে থাকে এবং উত্তর মেরু সূর্য থেকে দূরে থাকে। ২২শে ডিসেম্বরের দিকে সূর্যকিরণ মকরক্রান্তি রেখায় লম্বভাবে পড়ে, ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়ো ও রাত ছোটো হয়। কিন্তু মাইশার মতো যারা উত্তর গোলার্ধে বাস করে, তাদের জন্য পরিস্থিতি উল্টো-দিন ছোটো ও রাত বড়ো হয়। এই সময় সূর্য পূর্বে ওঠে দেরিতে এবং পশ্চিমে অস্ত যায় অনেক তাড়াতাড়ি। তাই মাইশা দেখে, বার্ষিক পরীক্ষার সময় বিকেলে খেলাধুলার সময়ই থাকে না। অথচ অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষা হয় সেপ্টেম্বরে, যখন ২৩শে সেপ্টেম্বরের কাছাকাছি সময়ে পৃথিবীতে দিবা ও রাত্রি প্রায় সমান থাকে। তাই সে সময় বিকেলে সূর্য কিছুটা দেরিতে অস্ত যায়, ফলে সে খেলার সুযোগ পেত। এটি পৃথিবীর সূর্যকে ঘিরে বার্ষিক গতির এবং কক্ষপথে অবস্থানের কারণে ঘটে।

ঘ ঘটনা-২ এ সাদিয়ার দেখা গ্রহটি হলো শনি। শনি গ্রহে জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।
শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে শনির দূরত্ব ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। শনি ২৯ বছর ৫ মাসে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করে। শনির বায়ুমন্ডলে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস রয়েছে। তিনটি উজ্জ্বল বলয় শনিকে বেষ্টন করে আছে।
উদ্দীপকের ঘটনা-২ এ বর্ণিত গ্রহটি হলো শনি গ্রহ কারণ এর উজ্জ্বল তিনটি বলয়। শনি গ্রহে জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। কারণ শনি একটি গ্যাসীয় গ্রহ, যার বায়ুমন্ডলে প্রধানত হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম রয়েছে। এছাড়াও মিথেন ও আমোনিয়ার মতো বিষাক্ত গ্যাসও রয়েছে। এই গ্যাসগুলো জীবনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে না। পৃথিবীতে জীবনের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন অক্সিজেন, তরল পানি এবং একটি কঠিন পৃষ্ঠ, যা শনিতে অনুপস্থিত। শনি গ্রহের তাপমাত্রা অত্যন্ত কম, যা জীবের জন্য প্রতিকূল। উপরন্তু, গ্রহটি একটি কঠিন পৃষ্ঠবিহীন গ্যাসীয় দানব হওয়ায় সেখানে বসবাসযোগ্য কোনো জমি বা স্থিতিশীল ভূমি নেই। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, সূর্য থেকে দূরে অবস্থানের কারণে শনিতে পর্যাপ্ত সূর্যালোক পৌঁছায় না, ফলে ফটোসিনথেসিস বা আলো-নির্ভর জীবনীশক্তি উৎপাদন সম্ভব নয়। এসব কারণ মিলিয়ে বলা যায়, শনি গ্রহে প্রাণধারী জীবের টিকে থাকার পরিবেশ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের মতে অনুপযুক্ত।
আলোচনা হতে তাই বলা যায়, শনি গ্রহে জীবের অস্তিত্ব থাকা একেবারেই সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▸ ০৪

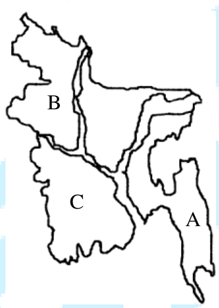

ক. সৌর সম্পদ কাকে বলে? ১
খ. বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বনভূমিকে চিরহরিৎ বন বলা হয় কেন? ২
গ. 'B' চিহ্নিত অঞ্চলের ভূপ্রাকৃতিক গঠন ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কৃষিকাজে 'A' চিহ্নিত অঞ্চল থেকে 'C' চিহ্নিত অঞ্চল অধিক গুরুত্বপূর্ণ— বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৫ ফিলিস্তিনের রানিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। গত মাসে ইজরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে সে তার বাড়ি-ঘর হারিয়েছে। ইজরাইলের সেনাবাহিনী তার ভাইকে হত্যা করে এবং বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। তার মা এখন নিরাশ্রয় হয়ে একটি উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ সাধ্যমতো আহত ব্যক্তি ও নিরাশ্রয়দের চিকিৎসা ও ত্রাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

ক. অ্যারিস্টটলের মতে নাগরিক কাকে বলে? ১
খ. নাগরিকের প্রধান দায়িত্বটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রানিয়ার দেশে রাষ্ট্রের কোন উপাদানটি নেই? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাষ্ট্র হিসেবে রানিয়ার দেশের উল্লিখিত কাজকে তুমি কি সার্বিক কাজ হিসেবে মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অ্যারিস্টটলের মতে, সেই ব্যক্তিই রাষ্ট্রের নাগরিক যে নগররাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব ও শাসনকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

খ নাগরিকের প্রধান দায়িত্বটি হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা।
রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন নাগরিকের প্রধান দায়িত্ব, কারণ রাষ্ট্র আমাদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মৌলিক সেবা নিশ্চিত করে। আনুগত্য মানে হলো রাষ্ট্রের আইন মানা, কর প্রদান, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও প্রয়োজনে দেশের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত থাকা। একটি শক্তিশালী ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র গঠনে নাগরিকদের এই দায়িত্ব পালন অপরিহার্য। তাই সচেতন, সৎ ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ ও আন্তরিক আনুগত্য প্রদর্শন করা।

গ রানিয়ার দেশে রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ব উপাদানটি নেই।
রাষ্ট্র গঠনের চারটি উপাদানের মধ্যে মুখ্য উপাদান হলো সাবভৌমত্ব বা সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌম শব্দ দ্বারা চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র পূর্ণতা পায়। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থা থেকে পৃথক করে। সার্বভৌমত্বের আদর্শই হলো আইন; যা সকলেই মানতে বাধ্য। সার্বভৌম ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুটি দিক রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। আর বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে। কেবল জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও সরকার থাকা সত্ত্বেও একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা না থাকলে তা রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত হবে না।
উদ্দীপকের ফিলিস্তিনের রানিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। গত মাসে ইজরাইল-ফিলিস্তিন যুদ্ধে সে তার বাড়ি-ঘর হারিয়েছে। ইজরাইলের সেনাবাহিনী তার ভাইকে হত্যা করে এবং বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। ফিলিস্তিনে ইজরাইলের এরূপ কর্মকাণ্ড চালানোর মাধ্যমে সহজেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম উপাদানের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

ঘ রাষ্ট্র হিসেবে রানিয়ার দেশের উল্লিখিত কাজকে আমি সার্বিক কাজ হিসেবে মনে করি না।
মানুষের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনই রাষ্ট্রের কাজ। বিশ্লেষকদের মতে, রাষ্ট্র প্রধানত দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে, যথা: নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কল্যাণমূলক। এ দুই ধরনের ভূমিকার ভিত্তিতে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যেমন- অপরিহার্য বা মুখ্য কার্যাবলি এবং কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কার্যাবলি।
উদ্দীপকের রানিয়ার দেশের কতৃপক্ষ উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়া আহত ব্যক্তি ও নিরাশ্রয়দের জন্য চিকিৎসা ও ত্রাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এরূপ কাজের মধ্যে রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক কাজের পরিচয় পাওয়া যায়। এটি রাষ্ট্রের সার্বিক কাজ নয়। এর বাইরেও একটি রাষ্ট্রকে আরো

অনেক অপরিহার্য কাজ করতে হয়। রাষ্ট্রের অস্তিত্ব, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্র যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেগুলোকে অপরিহার্য বা মুখ্য কাজ বলা হয়। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার নিশ্চয়তা থেকে রাষ্ট্র নামক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এজন্য জনসাধারণকে আইন মেনে চলতে বাধ্য করা, সমাজের শান্তি ভঙ্গাকারীদের শাস্তির বিধান করা এবং সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্র স্থানীয়, আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে। রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশ ও অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনী গড়ে তোলে। বাংলাদেশে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ইত্যাদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীবাহিনী কাজ করছে।

আলোচনা শেষে তাই বলা যায়, রাষ্ট্র হিসেবে রানিয়ার দেশের কল্যাণমূলক বা ঐচ্ছিক কাজ উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে। এর বাইরেও অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করাও রাষ্ট্রের অন্যতম অপরিহার্য কাজ।

প্রশ্ন ▸ ০৬ খানপুর স্কুলের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা যে কোনো কাজে শ্রেণির সকলের মতামত গ্রহণ করে। তারা শ্রেণিতে অনুষ্ঠান বা শিক্ষা সফরেও একই সিদ্ধান্ত নেয়।

অন্যপক্ষে ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ভোটাভুটির মাধ্যমে ২ জন শ্রেণি ক্যাপ্টেন নির্বাচন করেছে। ক্যাপ্টেন ২ জন সকল কাজে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

ক. ম্যাকাইভার প্রদত্ত রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞাটি লেখ। ১

খ. নির্বাচন কমিশন কীভাবে গঠিত হয়? ২

গ. ৮ম শ্রেণিতে কোন ধরনের গণতন্ত্রের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় ৭ম শ্রেণিতে প্রতিফলিত গণতন্ত্রের ভূমিকা অপরিসীম— বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৭ ডা. ফাতিমা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি। তিনি এদেশে শিশুমৃত্যু হার হ্রাস, নারী স্বাস্থ্য উন্নয়ন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করেন। তার কার্যক্রমে নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম হয়েছে।

অন্যদিকে মেজর জাহাঙ্গীর গতবছর শান্তি মিশনে মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে যান। তিনি তার মিশনে বিবাদমান গ্রুপের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে প্রশংসিত হন।

ক. ভেটো কী? ১

খ. জাতিসংঘের ১ম উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ডা. ফাতিমা আন্তর্জাতিক সংস্থার যে অঙ্গসংস্থায় কর্মরত তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. 'মেজর জাহাঙ্গীরের মতো ব্যক্তিদের কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সুনাম অর্জন করেছে"— বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০৮ সুমি একবার তার পরিবারের সাথে ট্রলারে করে সমুদ্র ভ্রমণে যায়। কয়েকদিন ভ্রমণের ফলে তাদের খাওয়ার পানি ফুরিয়ে যায়। ট্রলারের চতুর্দিকে অসীম পানি ছিল কিন্তু সে পানি তারা পান করতে পারেনি। তার বাবা বলেন যে, এ পানি তাদের জন্য সম্পদ নয়। কিন্তু আশে পাশে ট্রলারে করে যে সকল জেলে মাছ শিকার করেন তাদের কাছে সমুদ্রের পানি সম্পদ।

ক. উদ্যোক্তা কাকে বলে? ১

খ. উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদিত উপাদানটি কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সুমিদের নিকট সমুদ্রের পানি সম্পদ নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পদ সংরক্ষণে জাতীয়ভাবে আমাদের করণীয় কী? বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক যিনি ঝুঁকি আছে জেনেও উৎপাদনের উপকরণসমূহ; যেমন– ভূমি, শ্রম ও মূলধনকে সমন্বিত করে অর্থ-বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন তাকে উদ্যোক্তা বলে।

খ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদিত উপাদানটি হলো মূলধন।

উৎপাদিত উপাদানকে মূলধন বসে। মূলধন হলো সেই ধরনের সম্পদ যা সরাসরি ভোগ করা হয় না কিন্তু যা কাজে লাগিয়ে অধিকতর উৎপাদন করা হয়। যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত ভবন, অর্থ ইত্যাদি হলো মূলধন।

গ সুমিদের নিকট সমুদ্রের পানি সম্পদ নয় কারণ তার উপযোগিতা নেই।

সম্পদ বলতে এমন বস্তু বা উপাদানকে বোঝায় যা মানুষের কোনো না কোনো চাহিদা পূরণে সক্ষম এবং যার উপযোগ, অপ্রাচুর্য, বাহ্যিকতা ও হস্তান্তরযোগ্যতা থাকে। অর্থ, জমি, খাদ্য, পানি, স্বর্ণ, তেল ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। তবে সব উপযোগী বস্তুই সম্পদ নয়-যতক্ষণ না তা চাহিদার তুলনায় বিরল এবং ব্যবহার বা হস্তান্তরের উপযুক্ত হয়।

উদ্দীপকের সুমি ও তার পরিবারের সমুদ্র ভ্রমণের ঘটনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, চারদিকে পানির অভাব নেই, কিন্তু সেই পানিটি তারা ব্যবহার করতে পারছে না। কারণ, সমুদ্রের পানি লবণাক্ত, যা সরাসরি পান করার উপযোগী নয়। যদিও পানি মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপযোগী বস্তু, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সমুদ্রের পানি সুমিদের জন্য 'সম্পদ' নয়। কারণ এটি তাদের অভাব পূরণ করতে পারছে না। এই পানিকে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে পরিশোধনের প্রয়োজন, যা তখন সুমিদের হাতে ছিল না। ফলে পানির বাহ্যিকতা থাকলেও উপযোগ হারিয়ে গেছে। সুতরাং বলা যায়, কোনো বস্তুর উপযোগ, অবস্থান ও ব্যবহারক্ষমতার ওপর নির্ভর করে সেটি সম্পদ হবে কি না। সুমিদের ক্ষেত্রে সমুদ্রের পানি পান করার যোগ্য ছিল না বলেই তা সম্পদ নয়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সম্পদ তথা জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণে জাতীয়ভাবে আমাদের করণীয় রয়েছে।

জাতীয় সম্পদ হলো রাষ্ট্রের মালিকানাধীন সম্পদ, যা দেশের নাগরিকদের কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- সেতু, রাস্তা, সরকারি অফিস, বনাঞ্চল, খনিজ সম্পদ, পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এসব সম্পদ দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকের সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পদ জাতীয় সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। এই জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ আমাদের সকলের দায়িত্ব। প্রথমত, এসব সম্পদের নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সরকারি ভবন বা স্থাপনা অরক্ষিত দেখলে বা নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকলে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা উচিত। দ্বিতীয়ত, কেউ যদি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধভাবে গাছ কেটে ফেলে বা পশুপাখি শিকার করে, তা জাতীয় সম্পদের ক্ষতি বলে গণ্য হবে। এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনে আইনগত ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে। তৃতীয়ত, জাতীয় সম্পদের অপচয় ও অপব্যবহার রোধ করতে হবে। যেমন- অপ্রয়োজনে পানি, বিদ্যুৎ বা গ্যাস ব্যবহার না করে সাশ্রয়ী হতে হবে। এছাড়া সম্পদের উন্নয়নেও সচেষ্ট থাকতে হবে। চতুর্থত, জাতীয় সম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

আলোচনার শেষে বলা যায়, প্রত্যেক নাগরিক যদি সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হয় এবং নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে, তবে জাতীয় সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়ন সম্ভব। তাই জাতীয়ভাবে আমাদের সক্রিয়, দায়িত্বশীল ও সজাগ থাকতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ০৯ ঘটনা-১ : জনাব নাবিল পড়াশুনা শেষ করে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ছাগল-গরুর একটি বৃহৎ খামার গড়ে তুলেন। সেই খামারে তার গ্রামসহ আশেপাশের গ্রামের লোক কর্মের সুযোগ পায়। এতে অত্র এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়।

ঘটনা-২ : জনাব নাফিজ পড়াশুনা শেষ করে দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়া কর্মরত আছে। তিনি প্রতি মাসে যে আয় করেন তার বেশিরভাগ অর্থ বাবা-মা ও ভাই-বোনদের জন্য দেশে পাঠান।

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাকে বলে? ১

খ. অর্থনীতিতে বণ্টন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ঘটনা-২ এর নাফিজের পাঠানো টাকা জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে কীভাবে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বর্তমান বেকারত্বের যুগে আমাদের মতো দেশে জনাব নাবিলের কর্মকাণ্ড অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক– বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলে।

খ উৎপাদিত সম্পদ উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিতে বণ্টন বলে।

উৎপাদনের উপাদান হলো চারটি। যথা– ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য এ চারটি উপাদান অপরিহার্য। এ চারটি উপাদানের সমন্বয়ে মোট উৎপাদিত সম্পদ থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা এ চারটি উপাদানের মধ্যে অর্থাৎ খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসেবে ভাগ হয়ে যায়। উৎপাদিত সম্পদ এভাবে উৎপাদনের উপাদানগুলোর মধ্যে ভাগ হওয়ার প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিতে বণ্টন বলা হয়।

গ ঘটনা-২ এর নাফিজের পাঠানো টাকা জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে রেমিট্যান্স হিসেবে সম্পৃক্ত।

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভূমির ওপর সে দেশের মোট শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার আর্থিক মূল্যকে ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয় বলা হয়। জাতীয় আয় হিসাবের ক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী ও কর্মরত বিদেশি ব্যক্তি ও সংস্থার উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে বিদেশে বসবাসকারী ও কর্মরত দেশি নাগরিক, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বা আয় অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদ্দীপকের ঘটনা-২ এর জনাব নাফিজ পড়াশুনা শেষ করে দীর্ঘদিন অস্ট্রেলিয়া কর্মরত আছে। তিনি প্রতি মাসে যে আয় করেন তার বেশিরভাগ অর্থ বাবা-মা ও ভাই-বোনদের জন্য দেশে পাঠান। তার পাঠানো টাকা জাতীয় আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস যেটি রেমিট্যান্স হিসেবে পরিচিত। সুতরাং জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে নাফিজের পাঠানো টাকা রেমিট্যান্স হিসেবে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে অন্তর্ভূক্ত হবে।

ঘ জনাব নাবিল একজন উদ্যোক্তা। বর্তমান বেকারত্বের যুগে আমাদের মতো দেশে জনাব নাবিলের কর্মকাণ্ড অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক। মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্যোক্তা হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি উৎপাদনের উপকরণ-ভূমি, শ্রম ও মূলধন-সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কার্য সম্পাদন করেন। একজন উদ্যোক্তা কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজ ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

বর্তমান সময়ে আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা বেকারত্ব। অনেক শিক্ষিত তরুণ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেও কর্মসংস্থান পাচ্ছেন না। এই প্রেক্ষাপটে উদ্দীপকের জনাব নাবিলের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক। তিনি শুধু নিজের কর্মসংস্থানই তৈরি করেননি, বরং নিজ এলাকা ও আশেপাশের গ্রামের মানুষের জন্যও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন একটি গবাদিপশুর খামার, যা মূলত একটি উৎপাদনমুখী উদ্যোগ। এই উদ্যোগের ফলে স্থানীয় জনগণের মধ্যে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আয় বাড়ছে এবং মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। এই কার্যক্রমে আমরা উৎপাদনের চারটি উপকরণের সমন্বয় দেখতে পাই। খামারের জন্য জমি প্রয়োজন হয়েছে-এটি হলো ভূমি। ঋণের মাধ্যমে অর্থের সংস্থান করা হয়েছে-এটি মূলধন। কর্মরত মানুষ সরবরাহ করছে শ্রম। আর সবকিছুকে সংগঠিত করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করছেন জনাব নাবিল-তিনি হচ্ছেন উদ্যোক্তা।

আলোচনার শেষে তাই বলা যায়, জনাব নাবিলের মতো উদ্যোক্তারা দেশের অর্থনীতিকে গতিশীল করে তোলেন। তারা শুধু কর্মসংস্থানই সৃষ্টি করেন না, বরং নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতেও অনুপ্রেরণা দেন।

প্রশ্ন ▶ ১০ নবম শ্রেণির ছাত্রী লিমা ভালো বিতর্ক করত। এক সময় সে BTV এর একজন নামকরা বিতার্কিক হয়ে যায়। বর্তমানে সে বিভিন্ন বেতারে কথিকা পাঠ, টিভিতে নাটক ও বিতর্ক করে। সে তার পরিবার, বন্ধুমহল ও প্রতিবেশীদের নিকট খুবই প্রিয়।

অন্যপক্ষে লুবনা গ্রামে বাবা-মা, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি ও ভাই-বোনসহ একত্রে বসবাস করে। বর্তমানে বিনোদনে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়লেও তারা পরিবারকে বিনোদনের প্রধান কেন্দ্র মনে করে। তারা একই টেবিলে পরিবারের সবাই ভাত খায়, গল্প করে। তার আচরণে প্রতিবেশীসহ সকলে মুগ্ধ।

ক. মিথস্ক্রিয়া কী? ১

খ. সামাজিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? ২

গ. লিমার সামাজিকীকরণে কোন প্রতিষ্ঠান অধিকতর ভূমিকা পালন করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে লুবনাদের মতো পরিবার সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে। বিশ্লেষণ কর। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়াই মিথস্ক্রিয়া।

খ সামাজিকীকরণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মানুষের আচরণ, মূল্যবোধ ও সংস্কার গঠনে সহায়তা করে।

জন্মের পর মানুষ যেমন শিখে কথা বলতে, তেমনি শেখে কীভাবে সমাজে চলতে হয়। সামাজিকীকরণই শেখায় কী ভালো, কী মন্দ; কী করা উচিত, কী নয়। এটি না হলে মানুষ সমাজের নিয়ম-কানুন বুঝতে পারে না এবং গঠনমূলকভাবে সমাজে অবদান রাখতে পারে না। তাই একজন সচেতন, দায়িত্বশীল ও মানিয়ে চলতে সক্ষম নাগরিক গড়ে তুলতে সামাজিকীকরণ অপরিহার্য।

গ লিমার সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম অধিকতর ভূমিকা পালন করবে।

সামাজিকীকরণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সমাজের নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ, আচরণবিধি ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ধীরে ধীরে নিজেকে একজন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে গড়ে তোলে। জন্মের পর থেকেই মানুষ পরিবার, বিদ্যালয়, বন্ধু, গণমাধ্যম ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। সামাজিকীকরণ ব্যক্তি জীবনের চিন্তা-চেতনা, মানসিকতা ও আচরণ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, লিমা একজন সফল বিতার্কিক। সে রেডিওতে কথিকা পাঠ করে, টেলিভিশনে নাটক ও বিতর্কে অংশ নেয় এবং পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীদের নিকট জনপ্রিয়। এসব তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, লিমার সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছে। গণমাধ্যম যেমন বেতার ও টেলিভিশন তার চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিকে পরিশীলিত করেছে, আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে এবং তাকে সমাজের বৃহৎ পরিসরে পরিচিত করে তুলেছে। এ মাধ্যমগুলো তাকে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় সম্পর্কে সচেতন করেছে, মননশীলতা গড়ে তুলেছে এবং বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলেছে। পাশাপাশি পরিবার, বিদ্যালয় ও বন্ধুমহলও তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হলেও, গণমাধ্যমই তার প্রতিভা বিকাশ ও পরিচিতির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং বলা যায়, লিমার সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় গণমাধ্যম একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে।

ঘ সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে লুবনাদের মতো পরিবার সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে।- উক্তিটি যথার্থ।

বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে যৌথ পরিবার কাঠামো শিশুর সামাজিকীকরণের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে। দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, ভাই-বোনসহ অনেক সদস্যের সহাবস্থান শিশুকে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহানুভূতি, কর্তব্যবোধ ও মূল্যবোধ শেখায়। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ঘনিষ্ঠতা শিশুর আচরণে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

উদ্দীপকের লুবনার জীবনযাপন যৌথ পারিবারিক সংস্কৃতির একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পরিবারে একসঙ্গে খাওয়া, গল্প করা এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্যেও পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব দেওয়া লুবনার ব্যক্তিত্বে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। প্রতিবেশীদের প্রতি তার সৌহার্দপূর্ণ আচরণ ও ভদ্রতা তার সুস্থ মানসিক বিকাশ ও সঠিক সামাজিকীকরণের প্রমাণ। এই ধরনের পারিবারিক পরিবেশে শিশুরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা ও সামাজিক মূল্যবোধ অর্জন করে। যৌথ পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠদের উপস্থিতি শিশুর জন্য আদর্শ হিসেবে কাজ করে। তারা নৈতিক শিক্ষা, ঐতিহ্য ও জীবনদর্শনের ধারক হিসেবে কাজ করেন। শিশুরা পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের আচরণ অনুকরণ করে সামাজিক নিয়ম-কানুন ও মূল্যবোধ আত্মস্থ করে। তাছাড়া, এ ধরনের পরিবারে সংকট মোকাবেলায় সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মনোভাব গড়ে ওঠে। এসব উপাদান একজন শিশু তথা ভবিষ্যৎ নাগরিককে সুস্থ-স্বাভাবিক ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হয়।

আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, যৌথ পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সামাজিকীকরণের প্রাথমিক ও সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষেত্র। লুবনার মতো পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুরা নৈতিক, সহানুভূতিশীল ও দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বড় হতে হলে এমন পারিবারিক কাঠামোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ▶ ১১ ১০ম শ্রেণির ছাত্র রনি প্রায়ই স্কুল পালিয়ে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেয় ও পথেঘাটে অল্পবয়সি মেয়েদের দেখলে উত্যক্ত করে। সম্প্রতি সে ছিনতাই করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

অন্যদিকে জনাব রফিক গার্মেন্টস এ কাজ দেয়ার নামে গ্রামের সহজ-সরল মেয়েদের বিদেশে পাচার করে। সম্প্রতি তিনি নারী পাচারের অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছেন।

ক. নৈরাজ্য কী? ১

খ. শিশুশ্রমের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রনির কার্যক্রমে কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব রবিনের মতো মানুষদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পুলিশের গ্রেফতার কার্যক্রম কতটুকু ফলপ্রসূ? যুক্তিসহ লেখ। ৪

[দি. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়- ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান- ৩০

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য :** সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. বাংলাদেশ সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে? [পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন]
ক ৩৯ খ ৬৫ গ ৭৭ ঘ ১১৭

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**

স্থান	অক্ষাংশ	দ্রাঘিমাংশ	তারিখ
X	৪৫° দক্ষিণ	৮০° পূর্ব	২৫ জুন
Y	২৫° উত্তর	–	২৫ জুন

২. 'X' এর প্রতিপাদ স্থান কোনটি?
ক ৪৫° দক্ষিণ, ১০০° পূর্ব খ ১৩৫° উত্তর, ৮০° পশ্চিম
গ ৪৫° উত্তর, ১০০° পশ্চিম ঘ ২৫° দক্ষিণ ৮০° পূর্ব

৩. 'Y' স্থানে উল্লিখিত তারিখে—
i. দিনের তুলনায় রাতের পরিধি কম হবে
ii. সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পতিত হবে iii. গ্রীষ্মকাল বিরাজ করবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার হয় কত সাল থেকে?
ক ১৯৭৪ খ ১৯৭৯ গ ১৯৮৪ ঘ ১৯৮৬

৫. কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে মুক্তবাজার অর্থনীতি বলে?
ক ধনতান্ত্রিক খ সমাজতান্ত্রিক গ মিশ্র ঘ ইসলামি

৬. নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ—
i. অধিকসংখ্যক সেতু তৈরি ii. পলি সঞ্চিত হওয়া
iii. নদীতে চর সৃষ্টি হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭. চিনি, তামাক, চা প্রভৃতি দ্রব্যের উপর ধার্যকৃত করকে কী বলা হয়?
ক বাণিজ্য শুল্ক খ আবগারি শুল্ক
গ সম্পূরক শুল্ক ঘ মূল্য সংযোজন কর

৮. "মানবীয় সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন।"—উক্তিটি কার?
ক ম্যাকাইভার খ অ্যারিস্টটল গ কিংসলে ডেভিস ঘ গার্নার

৯. গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি—
i. সরকারকে সঠিকপথে পরিচালনা করে
ii. জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করে
iii. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১০. FAO বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয় কেন?
ক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য খ খাদ্য রপ্তানির জন্য
গ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ঘ খাদ্য নিরাপত্তা বিধানের জন্য

১১. তৃষা নবম শ্রেণিতে পড়ে। দরিদ্রতার কারণে সে একটি পোশাক কারখানায় কাজ করে। দুপুর ২টায় তাকে কাজে যেতে হয়। শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কয়টার সময় সে ছুটি পাবে?
ক সন্ধ্যা ৭ টায় খ রাত ৮ টায় গ রাত ৯ টায় ঘ রাত ১০ টায়

১২. কৃষি ব্যাংকের প্রধান কাজ কোনটি?
ক ভূমিহীন নারীদের বিনা বন্দকে ঋণ প্রদান
খ বাড়িঘর তৈরির জন্য অর্থের যোগান প্রদান
গ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
ঘ গবাদি পশু পালনে ঋণ সহায়তা প্রদান

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
'X' টাকার জন্য প্রায়ই তার স্ত্রীকে নির্যাতন করে। তার স্ত্রী বাবার বাড়ি থেকে কয়েকবার টাকা এনে দিলেও নির্যাতনের মাত্রা আর কমে না। 'X' এর বন্ধু 'Y' একটি গোপন সংস্থার সদস্য। একদিন সে একদল উগ্রপন্থী লোকের সাথে অস্ত্রশস্ত্রসহ ধরা পড়ে।

১৩. 'X' এর কার্যকলাপ নারীর প্রতি সহিংসতার কোন ধরনকে নির্দেশ করে?
ক যৌতুক খ এসিড নিক্ষেপ গ নারী পাচার ঘ ফতোয়া

১৪. 'Y' দ্বারা সৃষ্টি সমস্যা সমাজে—
i. আতঙ্কিত পরিবেশ সৃষ্টি করে ii. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে
iii. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা কত?
ক ৫ জন খ ৯ জন গ ১৩ জন ঘ ২১ জন

১৬. মেয়েদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির অন্যতম কারণ কোনটি?
ক বিনামূল্যে বই বিতরণ খ অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা
গ উপবৃত্তি প্রকল্প চালু ঘ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি

১৭. গুণগত শিক্ষা এনসিজি'র কত নং অভীষ্ট?
ক ৪ খ ৮ গ ১২ ঘ ১৬

১৮. 'তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি' গানের সুরকার কে?
ক ড. মুনীর চৌধুরী খ আবদুল গাফফার চৌধুরী
গ জহির রায়হান ঘ আবদুল লতিফ

১৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনর ভিত্তি কী ছিল?
ক সত্তরের নির্বাচন খ ভাষা আন্দোলন
গ ছয়দফা আন্দোলন ঘ ৬৯'-এর গণঅভ্যুত্থান

২০. ২৩ সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি—
i. নিরক্ষরেখায় ২৩.৫° কোণে পতিত হয়
ii. সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তে একই কোণে পতিত হয়
iii. মেরুদ্বয়ে পৌঁছায়না
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. সম্প্রতি 'X' তার বন্ধুদের সাথে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে যায়। তার একজন বন্ধু বলল, আমরা যে নদীতে অবস্থান করছি সেটির উৎপত্তি আমাদের দেশেরই একটি পর্বত থেকে। উদ্দীপকে কোন নদীকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?
ক ফেনী খ মাতামুহুরী গ তিস্তা ঘ সাঙ্গু

২২. বাংলাদেশ সর্বপ্রথম কোন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
ক ওআইসি খ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
গ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

☐ **নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
দেশের মাথাপিছু আয় ৫৩২০ ডলার, ঐ দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২% এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ৩%।

২৩. মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে 'B' দেশটি কোন শ্রেণির দেশ?
ক উচ্চ মধ্য আয়ের দেশ খ নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ
গ উচ্চ আয়ের দেশ ঘ নিম্ন আয়ের দেশ

২৪. উল্লিখিত দেশটিতে—
i. জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে
ii. উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে iii. জনগণের জীবনযাত্রার মান পরিবর্তন হচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৫. ক্যাপিটাস কোন গ্রহের উপগ্রহ?
ক শনি খ বৃহস্পতি গ মঙ্গল ঘ বুধ

২৬. অণু পরিবার কয় পুরুষে আবদ্ধ?
ক ১ খ ২ গ ৩ ঘ ৪

২৭. গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়েছিল কেন?
ক মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য খ মুজিবনগর সরকার গঠনের জন্য
গ দেশ পুনর্গঠনের জন্য ঘ শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য

২৮. বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের সব স্থানে লোক বাস করে কেন?
ক নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় খ ভূমির বন্ধুরতার কারণে
গ ভূমির সমরূপতার কারণে ঘ শিল্পায়নের কারণে

২৯. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস কয়টি?
ক ৬টি খ ৫টি গ ৪টি ঘ ৩টি

৩০. ওরস্যালাইন আবিষ্কারকের ফলে বহুসংখ্যক মানুষের প্রাণ রক্ষা পায়। এটি কোন ধরনের সম্পদ?
ক ব্যক্তিগত খ সমষ্টিগত গ জাতীয় ঘ আন্তর্জাতিক

☑ খালি ঘরগুলোতে পেন্সিল দিয়ে উত্তরগুলো লেখ। এরপর প্রদত্ত উত্তরমালার সাথে মিলিয়ে দেখ তোমার উত্তরগুলো সঠিক ছিল কি না।

উত্তর	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		১০		১১		১২		১৩		১৪		১৫	
	১৬		১৭		১৮		১৯		২০		২১		২২		২৩		২৪		২৫		২৬		২৭		২৮		২৯		৩০	

ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (সৃজনশীল প্রশ্ন)

বিষয় কোড : 1 5 0

সময়– ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট [২০২৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী] পূর্ণমান– ৭০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং যেকোনো **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। **ঘটনা–১ :** বাংলাদেশের ব্যবসায়ী আরিফ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে চীনে বসবাস করেন। তার ছেলে-মেয়েদের বাংলা শিখানোর জন্য তিনি একজন বাংলা বিষয়ের গৃহশিক্ষক নিয়োগ দেন। এছাড়া তিনি সবসময় তাদেরকে বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করানোর চেষ্টা করেন।

ঘটনা–২ : শমিত একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তার দাদা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক আর তার বাবা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শমিতের বাবা-দাদা দুজনেই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কী? ১

খ. বাঙালিরা নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে উপলব্ধি করে কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা-১ এ তোমার পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত কোন চেতনা কাজ করেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "শমিতের বাবা-দাদার মতো সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল স্বাধীন বাংলাদেশ"– বিশ্লেষণ করো। ৪

২।

স্থান	দ্রাঘিমা	অক্ষাংশ
A	৯৫° পূর্ব	৩০° উত্তর
B	৮৫° পশ্চিম	৩৫° দক্ষিণ

ক. উত্তর অয়নান্ত কাকে বলে? ১

খ. ট্রপোমণ্ডল কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ছকের 'A' স্থানের সময় শুক্রবার সকাল ১০ টা 'B' হলে স্থানের সময় নির্ণয় করো। ৩

ঘ. ১৫ অক্টোবর তারিখে 'A' ও 'B' স্থানে দিনের দৈর্ঘ্যের কোনো তারতম্য হবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। ফাইজা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি সনদ নিয়ে নারী উন্নয়নে কাজ করছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

ক. ভোটো কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশে ইউনিফেম-এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ফাইজার কাজটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪। কোনো একটি বছরে 'ক' দেশের মোট জনসংখ্যা ২০ মিলিয়ন এবং এ সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদন ৬৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে 'খ' দেশে ২০১৯–২০ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ১২০০ মার্কিন ডলার এবং পরের বছরে তা বেড়ে ১৫০০ মার্কিন ডলার হয়।

ক. প্রবৃদ্ধির হার কাকে বলে? ১

খ. মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাব করা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে 'ক' দেশটি কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো 'খ' দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিতভাবে উন্নত হয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। **ঘটনা–১ :** দিনমজুর রফিকের ১০ বছরের ছেলে একটি কারখানায় কাজ করে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে অন্যদের মতো খেলাধুলা করতে পারেনা।

ঘটনা–২ : জনাব 'ক' একজন সরকারি দপ্তরের কর্মচারী। তিনি লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের ফাইল আটকে রাখেন। এছাড়াও তিনি চাকরি দেয়ার নাম করে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন।

ক. নারীর প্রতি সহিংসতা কাকে বলে? ১

খ. নিজস্ব ধ্যান-ধারণা পোষণকারীরা সমাজের জন্য ক্ষতিকর কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা–১ কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "জনাব 'ক' এর কার্যকলাপ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধা স্বরূপ"– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬। জনাব 'X' একটি আসন থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষ জনাব 'Y' তার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেন। তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন বলে প্রচার চালান। এছাড়া ভোটদানকালে ব্যালট পেপার ছিনতাই করারও চেষ্টা করেন।

ক. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. আধুনিক সভ্যতা গণতান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়েছে কীভাবে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. জনাব 'X' এর নির্বাচিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, জনাব 'Y' এর কর্মকাণ্ড যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিবন্ধকস্বরূপ? তোমার মতামত দাও। ৪

৭। বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের বাসিন্দা রাহী তার বন্ধুর সাথে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে সে দেখল তার এলাকার সাথে ঐ এলাকার ভূমি ও গাছপালার ব্যাপক পার্থক্য।

ক. 'সিসমিক রিস্ক জোন' কাকে বলে? ১

খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে তাপমাত্রা নিম্ন পর্যায়ে নামে না কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রাহীর ভ্রমণকৃত এলাকাটি কোন ভূমিরূপের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাহীর বসবাসকৃত ও ভ্রমণকৃত এলাকার বনভূমির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। ৪

৮।

X	Y
১. বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি	১. ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি
২. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কমিটি গঠন	২. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন
৩. ৪ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত	৩. তিনজোটের রূপরেখা

ক. মুক্তিফৌজ কারা? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকের 'X' এ উল্লিখিত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "Y-এর ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়"–বিশ্লেষণ করো। ৪

৯। মৌলি 'P' দেশের বাসিন্দা। এখানে প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পায়, কেউ বঞ্চিত হয় না। অন্যদিকে মৌলির বান্ধবী তাবিয়া 'Q' দেশে থাকে। সেখানে নিজেরাই ইচ্ছামতো কাজ করে এবং উৎপাদনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক. ভোগ কাকে বলে? ১

খ. মূলধন গঠনে বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'P' দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'Q' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করো। ৪

১০। **ঘটনা–১ :** জনাব সফিক একজন সবজি বিক্রেতা। সাম্প্রতিক বন্যায় তার এলাকার ফসলের জমিসহ বাড়িঘর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে অনেকেই শহরমুখী হয়ে পড়ে।

ঘটনা–২ : সাদিয়া একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। তিনি অনলাইনে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রি করেন। বাটিক-বুটিক, হিজাব ছাড়াও তার রান্না করা খাবারের ব্যাপক চাহিদা। বর্তমানে তার এখানে প্রায় ৫০ জনের মতো মহিলা কাজ করে।

ক. মিথস্ক্রিয়া কাকে বলে? ১

খ. বিদ্যালয় কীভাবে শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্তরের জন্য উপযোগী করে তোলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা–১ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, ঘটনা-২ এর উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১। **ঘটনা–১ :** গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি গরিব কৃষক করিম আলীর জমি দখল করে নেয়। গ্রামে কোনো প্রতিকার না পেয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে আটক করে এবং বিচারের মাধ্যমে করিম আলী তার জমি ফিরে পায়।

ঘটনা–২ : জনাব ফরিদ সমাজের প্রচলিত নিয়মকানুনের প্রতি যথেষ্ট সচেতন। তিনি তার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করেন এবং উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে তার মতামত প্রদান করেন।

ক. নির্বাহী বিভাগ কাকে বলে? ১

খ. স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা কীভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ঘটনা–১ এ আইনের অনুশাসনের কোন ধারণাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. নাগরিক হিসেবে জনাব ফরিদের কাজ কি যথেষ্ট বলে তুমি মনে করো? মতামত দাও। ৪

উত্তরমালা (ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫)

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

উত্তর																														
	১	*	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	ক	৬	ঘ	৭	খ	৮	ক	৯	ঘ	১০	ঘ	১১	ক	১২	ঘ	১৩	ক	১৪	খ	১৫	ঘ
	১৬	গ	১৭	ক	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	গ	২১	খ	২২	গ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ঘ	২৮	গ	২৯	ক	৩০	ঘ

সৃজনশীল

প্রশ্ন ▸ ০১ **ঘটনা–১ :** বাংলাদেশের ব্যবসায়ী আরিফ চৌধুরী দীর্ঘদিন ধরে চীনে বসবাস করেন। তার ছেলে-মেয়েদের বাংলা শিখানোর জন্য তিনি একজন বাংলা বিষয়ের গৃহশিক্ষক নিয়োগ দেন। এছাড়া তিনি সবসময় তাদেরকে বাংলা নববর্ষসহ বিভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করানোর চেষ্টা করেন।

ঘটনা–২ : শমিত একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তার দাদা ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক আর তার বাবা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শমিতের বাবা-দাদা দুজনেই সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

ক. বাঙালি জাতীয়তাবাদ কী? ১

খ. বাঙালিরা নিজেদের অধিকার আদায়ের প্রয়োজনীয়তা নতুনভাবে উপলব্ধি করে কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা-১ এ তোমার পাঠ্যবইয়ে উল্লিখিত কোন চেতনা কাজ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "শমিতের বাবা-দাদার মতো সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল স্বাধীন বাংলাদেশ"– বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▸ ০২

স্থান	দ্রাঘিমা	অক্ষাংশ
A	৯৫° পূর্ব	৩০° উত্তর
B	৮৫° পশ্চিম	৩৫° দক্ষিণ

ক. উত্তর অয়নান্ত কাকে বলে? ১

খ. ট্রপোমন্ডল কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ছকের 'A' স্থানের সময় শুক্রবার সকাল ১০ টা 'B' হলে স্থানের সময় নির্ণয় কর। ৩

ঘ. ১৫ অক্টোবর তারিখে 'A' ও 'B' স্থানে দিনের দৈর্ঘ্যের কোনো তারতম্য হবে কি? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূর্যের উত্তরায়ণকালে মহাবিষুবের পর কর্কটক্রান্তি রেখায় (২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ) সূর্যের আগমণ তথা অবস্থানকে উত্তর অয়নান্ত বলা হয়।

খ এ স্তর দিয়ে বিমান চলাচল করে বলে ট্রপোমন্ডল গুরুত্বপূর্ণ।

ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর হলো ট্রপোমন্ডল। এ স্তরটির গড় গভীরতা প্রায় ১৩ কি. মি.। এটি মানুষের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর। কেননা, আর্দ্রতা, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি এই স্তরে লক্ষ করা যায়। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ স্তরে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়। আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার বেশির ভাগই বায়ুমণ্ডলের এ স্তরে ঘটে থাকে। ট্রপোমণ্ডলের উর্ধ্বসীমাকে ট্রপোপস বলে। ট্রপোপসের গভীরতা সরু, এখানে বায়ু স্থির। ঝড় বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব না থাকায় বিমান এ স্তর দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করে। একারণে এ স্তরটি গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের 'A' স্থানের দ্রাঘিমা হলো ৯৫° পূর্ব

'B' স্থানের দ্রাঘিমা হলো ৮৫° পশ্চিম।

'A' ও 'B' স্থানের দ্রাঘিমার পার্থক্য = (৯৫° + ৮৫°)

= ১৮০°।

আমরা জানি, ১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় = ৪ মিনিট

∴ ১৮০° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় = (১৮০ × ৪) মিনিট

= ৭২০ মিনিট

= ১২ ঘণ্টা।

এখন যেহেতু 'B' স্থানটি 'A' স্থানের চেয়ে পশ্চিমে অবস্থিত যেহেতু 'B' স্থানের সময় 'A' স্থানের চেয়ে ১২ ঘণ্টা কম হবে। অর্থাৎ 'A' স্থানের সময় থেকে ১২ ঘণ্টা বিয়োগ করতে হবে। সুতরাং 'A' স্থানের সময় শুক্রবার সকাল ১০টা হলে 'B' স্থানের সময় হবে = (শুক্রবার সকাল ১০টা − ১২ ঘণ্টা) = বৃহস্পতিবার রাত ১০টা।

ঘ ১৫ অক্টোবর তারিখে 'A' ও 'B' স্থানে সূর্যের অবস্থানের কারণে দিনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য দেখা যাবে।

পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যের চারপাশে ঘোরে এবং তার অক্ষ ২৩.৫° কোণে হেলানো অবস্থায় রয়েছে। এই হেলানো অক্ষ ও কক্ষপথে আবর্তনের ফলে সূর্যের আলো বছরের বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্নভাবে পড়ে। এর ফলে দিন ও রাতের দৈর্ঘ্যে পার্থক্য ঘটে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, স্থান 'A' ৩০° উত্তর অক্ষাংশে এবং স্থান 'B' ৩৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত। আবার ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন-রাত্রি সমান হলেও, এরপর সূর্য দক্ষিণে সরে যেতে থাকে। ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্যরশ্মি সরাসরি পড়ে এবং উত্তর গোলার্ধে তা হেলে পড়ে। ১৫ই অক্টোবর তারিখে যখন সূর্যের অবস্থান নিরক্ষরেখার দক্ষিণে, তখন 'A' বা উত্তর গোলার্ধের স্থানে দিন ছোটো হতে থাকে এবং রাত বড়ো হয়। কারণ, সূর্য উত্তর গোলার্ধ থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান করে, ফলে সেখানে সূর্য স্বল্প সময় দৃশ্যমান থাকে। অন্যদিকে, 'B' স্থানটি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। এই সময় সেখানে বসন্তকাল চলতে থাকে এবং সূর্য সরাসরি ওই অঞ্চলের কাছাকাছি পড়ে বলে সেখানে দিন বড়ো হয় ও রাত ছোটো হয়। অর্থাৎ ১৫ই অক্টোবর 'B' স্থানে সূর্য বেশি সময় দৃশ্যমান থাকে।

সুতরাং বলা যায়, পৃথিবীর অক্ষ হেলানো ও সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তনের কারণে ১৫ই অক্টোবর তারিখে 'A' ও 'B' স্থানে দিনের দৈর্ঘ্যে প্রকট তারতম্য ঘটে, যা ঋতুচক্রের একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন ▶ ০৩ ফাইজা একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার একটি সনদ নিয়ে নারী উন্নয়নে কাজ করছেন। আন্তর্জাতিক সংস্থাটি বিশ্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

ক. ভেটো কাকে বলে? ১

খ. বাংলাদেশে ইউনিফেম-এর কার্যক্রম ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ফাইজার কাজটি তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্দীপকে উল্লিখিত সংস্থাটির ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৩নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৪ কোনো একটি বছরে 'ক' দেশের মোট জনসংখ্যা ২০ মিলিয়ন এবং এ সময়ে মোট জাতীয় উৎপাদন ৬৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। অন্যদিকে 'খ' দেশে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় ১২০০ মার্কিন ডলার এবং পরের বছরে তা বেড়ে ১৫০০ মার্কিন ডলার হয়।

ক. প্রবৃদ্ধির হার কাকে বলে? ১

খ. মোট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাব করা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে 'ক' দেশটি কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর 'খ' দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিতভাবে উন্নত হয়েছে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দেশের জাতীয় আয়ের বার্ষিক বৃদ্ধির হারকে প্রবৃদ্ধির হার বলে।

খ মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ সঠিকভাবে হিসাব করার জন্য এক্ষেত্রে শুধুমাত্র চূড়ান্ত দ্রব্য হিসাব করা হয়।

অনেক দ্রব্যই চূড়ান্ত পর্যায়ে বাজারে আসার আগে প্রাথমিক দ্রব্য ও মাধ্যমিক দ্রব্য হিসেবে একাধিকবার ক্রয়-বিক্রয় হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের জন্য এর প্রত্যেকটি ধাপেই দ্রব্যটির হিসাব করা হলে জাতীয়-উৎপাদনের পরিমাণ সঠিক হবে না। তাই মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শুধু চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যটিই হিসাব করতে হবে।

গ উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে 'ক' দেশটি উন্নয়নশীল দেশের অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীর দেশগুলোকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে। এগুলো হলো– উচ্চ আয়ের দেশ, মধ্য আয়ের দেশ এবং নিম্ন আয়ের দেশ। মধ্য আয়ের দেশগুলোকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে– উচ্চমধ্য আয়ের দেশ এবং নিম্নমধ্য আয়ের দেশ। যে দেশগুলোর জনগণের মাথাপিছু আয় ১১৩৬ ডলার থেকে ৪৪৬৫ ডলার পর্যন্ত সে দেশগুলোকে নিম্নমধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। আবার উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে বিশ্বের দেশসমূহকে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত এ তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। মূলত নিম্ন মধ্য আয়ের দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়।

উদ্দীপকে উল্লেখিত তথ্যানুযায়ী, 'ক' দেশের মোট জনসংখ্যা ২০ মিলিয়ন (২ কোটি) এবং মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয় ৬৪০০ কোটি মার্কিন ডলার। উক্ত দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় (৬৪০০ কোটি ডলার ÷ ২ কোটি মানুষ) = ৩২০০ ডলার। বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী, যেসব দেশের মাথাপিছু আয় ১১৩৬ ডলার থেকে ৪৪৬৫ ডলারের মধ্যে, সেগুলোকে নিম্নমধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। সে অনুযায়ী, 'ক' দেশের মাথাপিছু আয় ৩২০০ ডলার হওয়ায় এটি নিম্নমধ্য আয়ের দেশের অন্তর্ভুক্ত। উন্নয়নের মাত্রার ভিত্তিতে এই শ্রেণির দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ধরা হয়। অর্থনৈতিক কাঠামোর দিক থেকে এ ধরনের দেশগুলো কৃষিনির্ভরতা থেকে শিল্প ও সেবাখাতে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো ও প্রযুক্তি খাতে উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলমান থাকে।

ঘ হ্যাঁ, দৃশ্যকল্প-২ এর 'খ' দেশটিতে উন্নয়ন হচ্ছে।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, 'খ' দেশের মাথাপিছু আয় এক বছরে ১২০০ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১৫০০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। পরিমাণগত দিক থেকে এটি একটি ইতিবাচক পরিবর্তন মনে হলেও, একে সরাসরি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন বলা ঠিক হবে না। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুধু আয় বৃদ্ধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের সাথে যুক্ত। যদি মাথাপিছু আয়ের এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যমূল্যও সমান হারে বেড়ে থাকে, তবে জনগণের প্রকৃত আয় বাড়েনি। তারা আগের মতই পরিমাণে পণ্য ও সেবা ক্রয় করতে পারছে, অর্থাৎ জীবনযাত্রার মান অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। উপরন্তু, যদি আয় বৃদ্ধির সুবিধা কেবল একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং ধনী-গরিবের ব্যবধান আরও বাড়ে, তাহলে এই প্রবৃদ্ধিকে 'অর্থনৈতিক উন্নয়ন' বলা যায় না। তাছাড়া স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবহন, বিশুদ্ধ পানি, কর্মসংস্থান ইত্যাদির সুযোগ কতটা উন্নত হয়েছে-তাও বিবেচ্য বিষয়। একটি দেশের প্রকৃত উন্নয়ন তখনই ঘটে যখন এসব খাতে সার্বিক অগ্রগতি হয় এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয়।

অতএব, শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়ের অঙ্ক দেখে 'খ' দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এর জন্য প্রয়োজন মূল্যস্ফীতি, আয় বণ্টন এবং সামাজিক অবকাঠামোর পরিবর্তন সংক্রান্ত আরও বিশ্লেষণ। সুতরাং উপস্থাপিত তথ্য থেকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ▶ ০৫ **ঘটনা–১ :** দিনমজুর রফিকের ১০ বছরের ছেলে একটি কারখানায় কাজ করে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে অন্যদের মতো খেলাধুলা করতে পারেনা।

ঘটনা–২ : জনাব 'ক' একজন সরকারি দপ্তরের কর্মচারী। তিনি লোভের বশবর্তী হয়ে অন্যের ফাইল আটকে রাখেন। এছাড়াও তিনি চাকরি দেয়ার নাম করে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেন।

ক. নারীর প্রতি সহিংসতা কাকে বলে? ১

খ. নিজস্ব ধ্যান-ধারণা পোষণকারীরা সমাজের জন্য ক্ষতিকর কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা–১ কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "জনাব 'ক' এর কার্যকলাপ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাধাস্বরূপ"– তুমি কি একমত? মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৫নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৬ জনাব 'X' একটি আসন থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। নির্বাচনের সময় প্রতিপক্ষ জনাব 'Y' তার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেন। তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন বলে প্রচার চালান। এছাড়া ভোটদানকালে ব্যালট পেপার ছিনতাই করারও চেষ্টা করেন।

ক. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. আধুনিক সভ্যতা গণতান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণত হয়েছে কীভাবে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব 'X' এর নির্বাচিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, জনাব 'Y' এর কর্মকাণ্ড যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে প্রতিবন্ধকস্বরূপ? তোমার মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৬নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৭ বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের বাসিন্দা রাহী তার বন্ধুর সাথে দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে সে দেখল তার এলাকার সাথে ঐ এলাকার ভূমি ও গাছপালার ব্যাপক পার্থক্য।

ক. 'সিসমিক রিস্ক জোন' কাকে বলে? ১

খ. দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে তাপমাত্রা নিম্ন পর্যায়ে নামে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাহীর ভ্রমণকৃত এলাকাটি কোন ভূমিরূপের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রাহীর বসবাসকৃত ও ভ্রমণকৃত এলাকার বনভূমির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৭নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ০৮

X	Y
১. বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি	১. ঢাকা অবরোধ কর্মসূচি
২. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কমিটি গঠন	২. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য গঠন
৩. ৪ নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত	৩. তিনজোটের রূপরেখা

ক. মুক্তিফৌজ কারা? ১

খ. অপারেশন সার্চলাইট বলতে কী বোঝায়? ২

গ. ছকের 'X' এ উল্লিখিত বিষয়টির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "Y-এর ঘটনার মাধ্যমে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পুনর্যাত্রা শুরু হয়"–বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাঙালি সামরিক অফিসার ও সৈন্যদের নিয়ে গঠিত নিয়মিত বাহিনীই মুক্তিফৌজ।

খ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর যে হত্যাযজ্ঞ চালায় তা অপারেশন সার্চলাইট নামে পরিচিত।

ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে ২৫শে মার্চ রাতের বর্বর হামলায় পাক হানাদার বাহিনী ঢাকা নগরীকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে। অনেক নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত মানুষকে গুলি ও অগ্নিসংযোগ করে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল ও অন্যান্য স্থানে হামলা করে কয়েকশ ছাত্র ও কয়েকজন শিক্ষককে হত্যা করা হয়। ঢাকার বাইরেও কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানিরা নৃশংস হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

গ ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন।

ঘ ২০২৫ সালে প্রদত্ত পাঠ্যবই বহির্ভূত প্রশ্ন।

প্রশ্ন ▶ ০৯ মৌলি 'P' দেশের বাসিন্দা। এখানে প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পায়, কেউ বঞ্চিত হয় না। অন্যদিকে মৌলির বান্ধবী তাবিয়া 'Q' দেশে থাকে। সেখানে নিজেরাই ইচ্ছামতো কাজ করে এবং উৎপাদনে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ক. ভোগ কাকে বলে? ১

খ. মূলধন গঠনে বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে ভূমিকা রাখে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'P' দেশে কোন অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'Q' দেশের অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের অর্থব্যবস্থার তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ কর। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্যের উপযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে।

খ মূলধন গঠনে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণ মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করে শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায় খাতে ঋণ প্রদান করে, যা নতুন বিনিয়োগে ব্যবহৃত হয়। এভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ে। ব্যাংক নতুন উদ্যোক্তাদের মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করে, ফলে কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়। এছাড়া ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অবকাঠামো উন্নয়নেও অবদান রাখে। এইভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হয় এবং টেকসই মূলধন গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

গ 'P' দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিদ্যমান।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলে। এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটি 'কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ'-এর নির্দেশেই সমাজে সব ধরনের অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়। এ অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত নয়। উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানাও সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। তবে সরকার সবার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা করে থাকে।

উদ্দীপকের মৌলি 'P' দেশের বাসিন্দা। এখানে প্রত্যেকে নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পায়, কেউ বঞ্চিত হয় না। এরূপ বর্ণনায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার চিত্র প্রকাশ পায়। কেননা, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সকল সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রের। কিন্তু এখানে আয় বন্টনে কোনো বৈষম্য করা হয় না।

ঘ উদ্দীপকে নির্দেশিত 'Q' দেশে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশে প্রচলিত মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তুলনা করলে কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হলো বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সর্বাধিক মুনাফা অর্জন এর প্রধান লক্ষ্য। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণসহ সম্পদের ওপর প্রধানত বেসরকারি তথা ব্যক্তিমালিকানা থাকে। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সম্পদের ওপর সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের মালিকানা বিরাজ করে। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী ও ভোক্তা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। তারা কার্যত নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদন বা ভোগ করতে পারে। পক্ষান্তরে, মিশ্র অর্থব্যবস্থায় শুধু বেসরকারি মালিকানাধীন সম্পদের ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা বিরাজ করে। ধনতন্ত্রে সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কিন্তু মিশ্র ব্যবস্থায় সরকারি খাতে একটা বড় বা গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে। বেসরকারি খাতে মুনাফা অর্জন মূল লক্ষ্য হলেও সরকারি খাতগুলো মূলত জনকল্যাণে কাজ করে। তবে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের প্রাধান্য থাকায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন খাতগুলোতেও অনেক ক্ষেত্রে মুনাফা অর্জনের তাগিদ থাকে। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সম্পদের অসম বণ্টন বিরাজমান। অন্যদিকে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বেসরকারি খাতের পাশাপাশি সরকারি খাতের সহাবস্থান থাকায় কিছুক্ষেত্রে সম্পদের সুষম বণ্টন দেখা যায়।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের 'Q' দেশে বিদ্যমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের প্রচলিত মিশ্র অর্থব্যবস্থার তুলনা করলে কিছু ভিন্নতা দেখা গেলেও কিছুক্ষেত্রে মিল রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১০ **ঘটনা–১ :** জনাব সফিক একজন সবজি বিক্রেতা। সাম্প্রতিক বন্যায় তার এলাকার ফসলের জমিসহ বাড়িঘর ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে অনেকেই শহরমুখী হয়ে পড়ে।

ঘটনা–২ : সাদিয়া একজন সফল নারী উদ্যোক্তা। তিনি অনলাইনে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রি করেন। বাটিক-বুটিক, হিজাব ছাড়াও তার রান্না করা খাবারের ব্যাপক চাহিদা। বর্তমানে তার এখানে প্রায় ৫০ জনের মতো মহিলা কাজ করে।

ক. মিথস্ক্রিয়া কাকে বলে? ১

খ. বিদ্যালয় কীভাবে শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্তরের জন্য উপযোগী করে তোলে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা–১ সামাজিক পরিবর্তনের কোন উপাদানকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে করো, ঘটনা-২ এর উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১০নং প্রশ্নের উত্তর

☐ এসএসসি-২০২৬ এর সিলেবাস বহির্ভূত।

প্রশ্ন ▶ ১১ **ঘটনা–১ :** গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি গরিব কৃষক করিম আলীর জমি দখল করে নেয়। গ্রামে কোনো প্রতিকার না পেয়ে তিনি থানায় অভিযোগ করেন। পুলিশ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে আটক করে এবং বিচারের মাধ্যমে করিম আলী তার জমি ফিরে পায়।

ঘটনা–২ : জনাব ফরিদ সমাজের প্রচলিত নিয়মকানুনের প্রতি যথেষ্ট সচেতন। তিনি তার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করেন এবং উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে তার মতামত প্রদান করেন।

ক. নির্বাহী বিভাগ কাকে বলে? ১

খ. স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা কীভাবে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ঘটনা–১ এ আইনের অনুশাসনের কোন ধারণাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাগরিক হিসেবে জনাব ফরিদের কাজ কি যথেষ্ট বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

[ম. বো. ২০২৫]

১১নং প্রশ্নের উত্তর

ক রাষ্ট্রের শাসনকার্য তথা নিত্যদিনকার প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত ও সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করে যে বিভাগ তাকে শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ বলে।

খ স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে কারণ এটি জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

জনগণ নিজ এলাকায় নিজস্ব সমস্যার সমাধানে মতামত দিতে পারে ও প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়। এতে জনগণের চাহিদা ও প্রয়োজন দ্রুত প্রতিফলিত হয়। স্থানীয় সরকার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও গণতান্ত্রিক চর্চাকে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি এটি নেতৃত্ব গঠনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং জাতীয় রাজনীতির ভিতকে মজবুত করে। এভাবে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের মূল চেতনা- "জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য সরকার"-বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ ঘটনা–১ এ আইনের অনুশাসনের আইনের দৃষ্টিতে সকলের সাম্য ধারণাটি ফুটে উঠেছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আইনের অনুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রে আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সকল নাগরিক সমানভাবে স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে। কেউ কারও অধিকার ক্ষুণ্ন করতে পারে না। সাধারণভাবে আইনের অনুশাসন দুটি ধারণা প্রকাশ করে, যথা: আইনের প্রাধান্য ও আইনের দৃষ্টিতে সকলের সাম্য।

উদ্দীপকের ঘটনা–১ এর গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি গরিব কৃষক করিম আলীর জমি দখল করে নেয়। গ্রামে কোনো প্রতিকার না পেয়ে তিনি থাকায় অভিযোগ করেন। পুলিশ প্রভাবশালী ব্যক্তিকে আটক করে এবং বিচারের মাধ্যমে করিম আলী তার জমি ফিরে পায়। এর মাধ্যমে আইনের অনুশাসনের আইনের দৃষ্টিতে সকলের সাম্য ধারণাটির প্রয়োগ ঘটেছে। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বলতে বুঝায় সমাজে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই সমান। আইনের চোখে কেউ বাড়তি সুবিধা পাবে না। সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য। রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা তখনই খর্ব হয় যখন আইনের অনুশাসন থাকে না।

ঘ নাগরিক হিসেবে জনাব ফরিদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ হলেও তা যথেষ্ট নয় বলে আমি মনে করি।

প্রত্যেক নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের যেমন কিছু অধিকার দেওয়া থাকে, তেমনি রাষ্ট্রের কল্যাণে নাগরিকদের কিছু মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা বাধ্যতামূলক। যেমন- আইন মেনে চলা, কর প্রদান, সচেতনভাবে ভোট দেওয়া, সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। এসব কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই একটি সুশাসিত ও উন্নত রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হয়।

উদ্দীপকে জনাব ফরিদ সমাজের প্রচলিত নিয়মকানুন মানেন এবং তার সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করেন। এটি তার দায়িত্ববান পিতার পরিচয় বহন করে, কারণ শিক্ষিত নাগরিক গড়ার প্রথম ধাপ হচ্ছে শিশুকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া। পাশাপাশি, তিনি যোগ্য জনপ্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন, যা একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। তার এই কাজ সমাজে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। তবে নাগরিকের দায়িত্ব এখানেই শেষ নয়। একজন পূর্ণ নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় কর প্রদান, আইন অনুসরণ, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা, ভিন্নমতের প্রতি সহনশীলতা দেখানো এবং দেশের সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা জরুরি। জনাব ফরিদের দায়িত্ব পালনের দৃষ্টান্তগুলো অবশ্যই প্রশংসনীয়, তবে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলে তিনি একজন আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে বিবেচিত হতেন।

আলোচনার শেষে বলা যায়, জনাব ফরিদের কাজ যথেষ্ট ইতিবাচক এবং সচেতন নাগরিকের পরিচায়ক। তবে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের বিকাশে তাকে আরও কিছু দায়িত্ব পালনে অংশগ্রহণ করতে হবে। কারণ অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করেই একটি প্রকৃত সুনাগরিকের পরিচয় তৈরি হয়।